পল রোবসনকে···

☐ অনুবাদকের কথা ☐

এক বছরেরও বেশি গরহাজির থাকার পর 'পীকস্কিল' আবার হাজির হলো পাঠকের দরবারে। প্রথম সংস্করণে অনুবাদের যেসব দুর্বলতা অথবা ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়েছে এই সংস্করণে সেগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশটি পরিবর্ধিত হয়েছে দুভাবে : পুরোনো চরিত্র / বিষয়-পরিচিতিগুলি সামান্য বিস্তারিত হয়েছে, আর নতুন চারজনের (এমারসন, পিট সীগার, জর্জ ইনেস ও লিওনার্ড মেরিক) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযোজিত হয়েছে। বলাবাহুল্য 'পরিশিষ্ট' অংশটি মূল ইংরিজী বইয়ের অংশ নয়, পাঠক সাধারণের সুবিধের কথা ভেবে অযাচিতভাবে আমিই যোগ করেছি। তাঁরা তৃপ্ত হলে আমার পরিশ্রম মর্যাদা পাবে সন্দেহ নেই।

'পীকস্কিল'-এর সঙ্গে পল রোবসন কিভাবে জড়িয়ে আছেন তার আঁচ পাওয়া যায় নাট্যকার লফ্‌টেন মিচেল-এর একটি নিবন্ধে। নিবন্ধটি 'ইকুইটি' পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে, ১৯৭২ সালের ৬ই আগস্ট, রবিবার, নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এ পুনর্মুদ্রিত হয়।

'...পীকস্কিল-এর পুলিসী দাঙ্গার ঠিক পরেই সমস্ত কনসার্ট হল ও সভাগৃহের দরজা পল রোবসনের কাছে বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু কোন সংস্থা রোবসনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেই তাদের শাসানো হয়েছে। ব্যাপারটা আরও নগ্ন হয়ে ওঠে ১৯৫০-এর গোড়ায়। হারলেম-এর একদল বাসিন্দা রোবসনের কনসার্টের আয়োজন করেছিলো। বহু নামী শিল্পী সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু বিনোদন জগতের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাঁদের শাসিয়ে বলে "ঐ অনুষ্ঠানের ছায়াও মাড়াবেন না।" যে সব বাসিন্দারা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলো, তাদের অনেককেই 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'বিশ্বাসঘাতক', এই অভিযোগে শাস্তি পেতে হয়েছে। আমি জানি। আমি সেখানে ছিলাম।...'

পরে এ জাতীয় আরো বহু ঘটনা ঘটেছে। শুরু হয়ে গেছে মার্কিন ফ্যাসীবাদের ক্রমবিকাশের ধারা। এই 'ধারা'র উৎস ও চরিত্র বিচারের মূল চাবি 'পীকস্কিল'। সেই জন্যেই 'পীকস্কিল' এতো গুরুত্বপূর্ণ।

'পীকস্কিল'-এর প্রথম প্রকাশক 'ক্রান্তি' গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ যে এই দুর্লভ বইটি অনুবাদের সুযোগ তাঁরা আমাকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এই সংস্করণে মুদ্রিত আটটি ফটোগ্রাফের মধ্যে সাতটি ব্লক তাঁদের—সেগুলো নিঃশর্তে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে তাঁরা আমাকে এবং 'মডার্ন কলাম'কে কৃতজ্ঞ করেছেন। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই 'মডার্ন কলাম'-এর সহদেব সাহাকে, যাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতা নতুন সংস্করণটির বাস্তব রূপায়নকে সম্ভব করে তুলেছে।

ভূমিকা

১৯৪৯-এর ২৭শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি এমন এক অবিশ্বাস্য ও মোটামুটি ভয়ঙ্কর ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছি, যে ঘটনা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী বহু প্রজন্ম ধরেই এই 'পীকস্কিল-কাণ্ড' মানুষের স্মরণে থাকবে, আলোচিত হবে, আর ঐতিহাসিকেরা তাঁদের আরো প্রশস্ত, আরো নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই ঘটনার চূড়ান্ত অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করবেন।

আমার কথা বলতে গেলে, আমি ঘটনার এতো কাছাকাছি ছিলাম যে এখনও সেটাকে মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্যজনিত বলেই মনে করি। সেই হলো মার্কিন ফ্যাসীবাদের প্রথম মহান প্রকাশ্য প্রদর্শনী; কিন্তু সেটা পূর্বপরিকল্পিত কোন ফন্দী অথবা পরীক্ষার অংশ ছিলো, নাকি যে সময়ে আমরা বাস করছি তার বনিয়াদ তৈরী করতে নিছকই ঘটনাবলীর চরম রূপ, তা বলতে পারি না। একমাত্র সময় এর উত্তর দিতে পারে, পারে পীকস্কিল-এর সঙ্গে জড়িত আরও বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার অংশগ্রহণ করাটা প্রথমদিকে একরকম দুর্ঘটনাই ছিলো বলা যেতে পারে, যদিও পরে মূল ঘটনাকে ঘিরে যে সব ধারাবাহিক উপঘটনা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে ব্যাপারটা আর যাই হোক, দুর্ঘটনা নয়। যে সব ঘটনা নিয়ে অবশ্যই লেখা উচিত তার সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়াটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন লেখকের সৌভাগ্য—অথবা নিয়তি বলতে হবে। যখন সত্যিই এরকমটা ঘটে আর যদি সেই লেখক একজন নিপুণ দর্শক হয় তাহলে উপযুক্ত গদ্যে সেটা বর্ণনা করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে, এবং তা অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। একথা বিশ্বাস করি বলেই আমি পীকস্কিল-এর আটদিনের এই বিবরণ পেশ করছি। অবশ্য আমি এটাকে সেই ঘটনার সামাজিক বিশ্লেষণ অথবা নিছক পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যগত তালিকা হিসেবে

দাখিল করতে চাই না। বেশিরভাগ সময়ে, ঠিক আমার আশেপাশে যা ঘটেছে—যা আমি নিজের চোখে দেখেছি—সেকথাই আমি বলেছি। যেখানে এর বাইরে পা ফেলেছি, সেটা করেছি নাটকের দৃষ্টিকোণ থেকে ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে, আর যেখানে কোন সিদ্ধান্তে এসেছি, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার বনিয়াদ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

একথা জানিয়ে রাখি, আমার যতো আগ্রহ সত্যিকারের ছবিটা তুলে ধরাতেই—আবারও বলি, আমার পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যেখানে বামপন্থীদের যে কোন বিবৃতিকে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো সরাসরি অভিযুক্ত না করলেও প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়ে অভ্যর্থনা জানায়; আর যেহেতু সরকারী খবরাখবরের বেশিরভাগ সূত্রই মার্কিনী প্রতিক্রিয়ার শক্ত হাতের মুঠোয়, এটা আশা করা অত্যন্ত অন্যায় হবে যে তারা এই বিবৃতিকে পীকস্কিল-এ যা ঘটেছে তার বস্তুগত এজাহার বলে স্বাগত জানাবে। সত্যি কথা বলতে কি, কোনরকম স্বর্গীয় বস্তুপ্রীতির ভান আমি কখনও করিনি। বহু বছর ধরেই আমার দৃষ্টিভঙ্গী একজন গোঁড়া নীতিনিষ্ঠ মানুষের মতো, আর সেকথা আমি কখনও গোপন রাখিনি। ফলে, পীকস্কিল-এ নিছক বস্তুপ্রীতি আমি কোনরকমেই দেখাতে পারি না; যারা নিজেদের জান বাঁচাতে নিয়ত লড়ে চলেছে, তথাকথিত বস্তুভক্তি তাদের জন্য নয়। আমি তখনও একজন গোঁড়া নীতিনিষ্ঠ ছিলাম; এখনও তাই আছি।

আমার ধারণা, নীতিনিষ্ঠা কখনও সত্যকে বাধা দেয় না, বরং সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। 'পীকস্কিল-কাণ্ড' নিয়ে ইতিমধ্যেই বহু রচনা সশরীরে বিদ্যমান; পণ্ডিতরা তার খবর রাখেন। তুলনামূলক আলোচনা করে সেগুলোকে সংকলিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য, যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনভাবে কাহিনীটা বলা।

এই কাজে বসতে কেন এতো সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছি সে কথা ভেবে যাঁরা অবাক হচ্ছেন উত্তরে তাঁদের শুধু এইটুকু বলতে পারি, এরকম একটা ঘটনার সুসঙ্গত বর্ণনা দিতে গেলে কিছুটা সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। তাছাড়া, অন্যান্য লেখার কাজেও আমি ব্যস্ত ছিলাম। তারপর বাধা এলো যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তরফ থেকে। তাঁরা ঠিক করলেন, আমাকে তিনমাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে—পুলিসী রাজকে যারা অসহ্য পরিস্থিতি বলে মনে করছে তাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য এবং সতর্ক করার জন্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

জেলে থাকাকালীন শুনতে পেলাম, পীকস্কিল-মামলার ওপর বহু-মাস ধরে নিপাট বসে থাকার পর ওয়েস্টচেস্টার জেলার মহা-জুরিগণ অবশেষে দু'-দু'টো অভিযোগ এনেছেন; এও মনে আছে, বেশ উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটিয়েছি, কান পেতে শুনতে চেয়েছি—চারিদিকে যেরকম গুজব ছড়িয়েছে—পল রোবসন এবং আমি সেই অভিযোগের শিকার হলাম কিনা। যখন জানলাম যে, না, আমরা নয়, আমি একই-সঙ্গে স্বস্তি পেয়েছি ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। কারণ, মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো, অথবা, উকিলসাহেবদের ভাষায় 'সাজসের হুলিয়া' ঝোলানোর ব্যাপারটা পীকস্কিল-এর ছকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামিল ছিলো। একই সঙ্গে, 'পীকস্কিল-কাণ্ডের' শেষ অধ্যায় লেখা হয়ে গেছে, একথা বিশ্বাস করে নিজেকে আমি ফাঁকি দিতে চাই না।

একটি মহান মানুষ

কনসার্টের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিলো একটা গাছের নিচে। পল রোবসনের পিছনে যে সব মানুষেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা ভালো করেই জানতো, রোবসন এবং রাইফেলধারী গুপ্তঘাতকের মাঝে ওরা গড়ে তুলেছে এক নরমাংসের প্রাচীর। যেরকম আগ্রহের সঙ্গে ওরা এই দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছে তাতে রোবসনের প্রতি প্রগতিশীল আমেরিকার ভালোবাসার এক অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম পর্ব : শাস্ত সূচনা

১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে আমি ও আমার স্ত্রী, দু'জনেই, বহু-দরকারী ছুটি কাটাতে বেরিয়ে পড়ি। ও গেলো ইউরোপে; আর আমি পীকস্কিল থেকে মাইল ছ'য়েক দূরে, ক্রোটন-অন-হাডসন-এ একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম— আমার দু' ছেলেমেয়ে, তাদের পরিচারিকা ও নিজের জন্য। তখন আমি সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখায় ব্যস্ত ছিলাম ; মনে হয়েছিলো, নিজের কাজ ও ছেলেমেয়ের প্রতি একমাসের একান্ত মনোযোগ শুধু যে ওদের অনেক দিনের পাওনা তা নয়, আমার পক্ষেও সব দিক থেকে ভালো হবে। আর সেই সঙ্গে মুক্তি পাওয়া যাবে রাজনৈতিক জটিলতা থেকে—আমার জীবনের বেশিরভাগটাই যা ছেয়ে রেখেছে।

সেদিক থেকে কোন ভুল করিনি আমি। কারণ মাস হিসেবে আগস্ট শান্ত, শীতল, রোদ-ঝলমলে দিন ও মেজাজী মুহূর্তে ভরা, আর আমার পক্ষে এই আবহাওয়া বদল রীতিমতো আশীর্বাদ। যে বাড়িটা ভাড়া করেছি সেটা বেশ আরামের, পাহাড়ের গায়ে গাছপালার মাঝে এলোমেলোভাবে বসানো, আর তার ওপরতলার জানলা দিয়ে হাডসন নদীকে এক ঝলক দেখা যায়। প্রতিদিন সকালে আমি প্রবন্ধ নিয়ে বসি আর ছেলেমেয়েরা লনে খেলা করে। কিন্তু বিকেলে আমি ওদের দলে। বেশিরভাগ দিনই কাছাকাছি এক পুকুরে সাঁতার কেটে বিকেলটা পার করে দিই আমরা। সন্ধ্যেবেলা খাওয়া-দাওয়া সারি একসঙ্গে, তারপর বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে প্রতিটি রাত আমার কেটে যায় পড়াশোনা করে, অথবা কচিৎ-কদাচিৎ বন্ধুবান্ধবেরা বাড়িতে এসে পড়লে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। এক কথায়, যেমন বলেছি, সপ্তাহ কয়েক কেটে গেলো খুব শান্ত অথচ লাভজনকভাবে ; আমার পড়াশোনার কাজ এগিয়ে চললো, আর প্রবন্ধও ক্রমে পৌঁছে যেতে লাগলো সমাপ্তির দিকে।

মাসের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে একদিন টেলিফোনটা এলো। সাড়া দিতেই ও-প্রান্ত থেকে জনৈক তরুণীর কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করলো, আমি হাওয়ার্ড ফাস্ট

কিনা। উত্তরে যখন বললাম যে হ্যাঁ, আমিই সে, তখন জানতে চাইলো, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই এলাকায় একটা কনসার্টের আয়োজন করা হবে, তাতে আমি সভাপতি হতে রাজী আছি কিনা।

'কি ধরনের কনসার্ট?' আমি জানতে চাইলাম।

'প্রত্যেক বছরেই আমরা এটা করে থাকি।'

'আমরা মানে কারা?' ওকে প্রশ্ন করলাম।

'গণশিল্পী দল। তাছাড়া পিট সীগার কনসার্টে থাকবেন, পল রোবসন থাকবেন। গণশিল্পী দলের কথা আপনি শোনেন নি?'

গণশিল্পী দলের অনেক কথাই শুনেছি। ব্যক্তি হিসেবে ওদের প্রত্যেককে আমার ভালো লাগে, আর দল হিসেবে ওরা যা করতে চেষ্টা করছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। মোটামুটিভাবে দলটা তরুণদের। ওরা আমেরিকার প্রচুর লোকপ্রথা ও লোকসঙ্গীত খুঁড়ে বের করেছে। তারপর গীটারে সশস্ত্র হয়ে ওরা সেসব ছড়িয়ে দিচ্ছে জনতার মাঝে সর্বত্র, শ্রমিক সমিতি ও জনসভায়, পাড়ায় পাড়ায়, উপনিবেশের প্রতিটি ঘরে, ছুটি কাটাবার বিভিন্ন গ্রীষ্মাবাসে। প্রাচীন সুরে ওরা নতুন কথা বসিয়েছে, এবং বিপ্লবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতধারাকে বজায় রেখে চলেছে। সুতরাং ওদের আয়োজিত কোন কনসার্টের ক্ষেত্রে 'না' বলাটা খুব শক্ত। কিন্তু এই মাসটা যে শান্তিতে চুপচাপ নির্জনে কাটাবো বলে স্থির প্রতিজ্ঞা করেছি সেটাও তো দেখতে হবে।

আমি বললাম, 'গণশিল্পী দলের কথা আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু সত্যি আমার একেবারে—'

'দেখুন, আমি জানি আপনার বাচ্চা মেয়েটা পল রোবসনের গান শুনতে ভালোবাসে। আর এই অনুষ্ঠান হবে বনভোজনের সবুজ মাঠে। ব্যাপারটা অনেকটা বনভোজনের মতোই, দশটায় মধ্যে সব শেষ—আসুন না? আসবেন না, প্লীজ?'

এ ধরনের অনুরোধ-উপরোধ আরো কিছুক্ষণ চলতেই অবশেষে আমি বললাম যে যাবো। ও কথা দিলো, কনসার্টে আমার ভূমিকার সঙ্গে জড়িত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়ে আমাকে একটা চিঠি দেবে। তারপর ফোন

রেখে দিলো। পরে আমার খেয়াল হলো, ওর নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়নি। কয়েকদিন পরে প্রতিশ্রুতি মতো চিঠিটা পেলাম। তাতে জানা গেলো অনুষ্ঠানটি হবে লেকল্যাণ্ড একর্স পিকনিক গ্রাউণ্ডস্-এ—খাঁটি পীকস্কিল থেকে মাইল কয়েক উত্তরে। আমি সাতটায় পৌছলেই ভালো হয়, তাহলে অনুষ্ঠানসূচী নিয়ে আলোচনার সময় পাওয়া যাবে। আরো জানা গেলো, এটা হলো এই অঞ্চলে পল রোবসনের চতুর্থ অনুষ্ঠান। প্রথমটি হয়েছিলো ১৯৪৬-এ, কাছাকাছি এক গ্রীষ্মাবাস এলাকা মহিগান কলোনিতে; দ্বিতীয়টি তার পরের বছর পীকস্কিল স্টেডিয়ামে; এবং তৃতীয়টি তার পাশেরই এক গ্রাম ক্রম্পণ্ড-এ, ১৯৪৮ সালে।

একটা জিনিস উল্লেখ করার মতো। ক্রোটন থেকে পীকস্কিল-এর প্রায় এক ডজন মাইল উত্তর পর্যন্ত, হাডসন নদী বরাবর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি বহু বছর ধরে সূচ-শিল্পের হাজার হাজার কর্মীদের কাছে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবার এক প্রিয় জায়গা। ওরা এখানে উপনিবেশ তৈরী করেছে, তৈরি করেছে জাতিভেদহীন শিবির। ফলে গরমের সময় নিজেদের শহুরে আস্তানা ছেড়ে নিগ্রোরা এখানে এসে সুখে-শান্তিতে কয়েকটা সপ্তাহ কাটিয়ে যেতে পারে। এটা এই কর্মীরাই সম্ভব করে তুলেছে। ওরা বাড়িগুলো তৈরি করেছে ভালোবাসা ও যত্ন নিয়ে হিসেব করে। খাটো পাহাড়ের কোলে ছাউনি দেওয়া উপত্যকার আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই গ্রীষ্ম-উপনিবেশ যেন গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এখানে আশেপাশে শহর বলতে একমাত্র পীকস্কিল। জায়গাটাকে শিল্প অঞ্চল না বলে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বাজার-হাটের এলাকা বললেই মানায় বেশি। দোকান, পেট্রল-পাম্প, বিলিয়ার্ড খেলারডেরা, রেস্তরাঁ, জমিজমা কেনাবেচার অফিস, এখানে সবকিছুর বিচিত্র জটলা। যেন শহরের অস্পষ্ট শীর্ণ ছবি মাত্র। ভুলে যাওয়া কুঁকড়ে যাওয়া পচা এক শহর। এককালের জমজমাট নৌকোবাটা, এখন মার্কিন শিল্প-উন্নয়নের ঠেলায় পেছনে পড়ে রয়েছে অবহেলায়।

সুতরাং এইভাবে, এইরকম খাপছাড়াভাবে, আমি জড়িয়ে পড়লাম পীকস্কিলের ব্যাপারে। কি যে ঘটতে চলেছে তার কোন আঁচই পাইনি। আর আঁচ পাইনি বলেই ঠিক করলাম, আমার বাচ্চা মেয়ে র‍্যাচেলকে সঙ্গে

নিয়ে যাবো পল রোবসনের গান শোনাতে। এক আনন্দে ঘেরা দুর্লভ সন্ধ্যার প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। সিদ্ধান্ত নেবার পর আবার ফিরে গেলাম কাজে, এবং ২৭শে আগস্ট, শনিবার, সকালের আগে ব্যাপারটা নিয়ে আর কোন চিন্তাই করলাম না।

সেদিন সকালে 'নিউ মাসেস' পত্রিকার এক সময়ের সম্পাদক, বর্তমানে নিউইয়র্কের 'ডেইলি ওয়ার্কার' কাগজের নিয়মিত ফিচার লেখক, আমার এক পুরোনো বন্ধু জে— এন— টেলিফোন করলো আমাকে। জিজ্ঞেস করলো মেয়েকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো কিনা। বললাম সেরকমই ইচ্ছে আছে। তখন সে বললো, আমরা একসঙ্গে গেলে ভালো হয়। আমার ভাড়া নেওয়া বাড়ি থেকে তার বাড়ির দূরত্ব সিকি মাইলটাক। ফলে সে জানালো, যাবার পথে আমার এখানে আসবে। ফোন নামিয়ে রাখতেই আবিষ্কার করলাম ছেলেমেয়েদের পরিচারিকা মিসেস এম— আমার কথাবার্তা শুনে ফেলেছেন। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী স্নেহপরায়ণ এই নিগ্রো মহিলা সময়ে সময়ে বেশ শক্ত হতে পারেন ঃ এখনও হলেন।

'আমি হলে র‍্যাচেলকে নিয়ে যেতাম না,' উনি বললেন।

'কেন?'

'নিতাম না, ব্যস্।'

'কেন নয়? ও পলকে ভালোবাসে—আর এরকম খোলা মাঠে তার গান শুনলে সেকথা র‍্যাচেলের চিরদিন মনে থাকবে। আমার তো মনে হয়, যাওয়াটা ওর পক্ষে ভীষণ জরুরী।'

'না, আমার মনে হয়, না যাওয়াটাই ওর পক্ষে বেশি জরুরী,' মিসেস এম— বললেন।

'কেন?'

'হয়তো আমি নিগ্রো আর আপনারা সাদা বলেই।'

'তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?' আমি জানতে চাইলাম।

'র‍্যাচেলকে নেবেন না এই আমার সাফ কথা,' অটল স্বরে বললেন তিনি —এবং আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

'ঠিক আছে, নিয়ে যাবো না,' ওঁকে বললাম, 'কিন্তু যদি ভেবে থাকেন

ওখানে কোন গোলমাল হবে, তাহলে ভুল করবেন। ওসব কিচ্ছু হবে না।'

এসব হলো সকালের ঘটনা। দুপুরের দিকে আমি লনে বসে আছি, দেখছি আমার বাচ্চা ছেলেটা প্লাস্টিকের তৈরি জল ভর্তি একটা স্নানের গামলার ভেতর-বার করছে টলোমলোভাবে, এমন সময় একটি গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি থেকে নেমে এলো দু'জন লোক, একজন নিগ্রো, অন্যজন সাদা। ওরা নিজেদের পরিচয় দিলো। নিগ্রোটি হলো গণশিল্পী দলের একজন সভ্য, আর সাদা লোকটি জনৈক সাম্প্রদায়িক নেতা।

'ভাবলাম কনসার্টের আগে আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বললে ভালো হয়,' নিগ্রোটি বললো, 'অবশ্য আপনি নিশ্চয়ই হালচাল জানেন?'

'হালচাল? তার মানে?'

'পীকস্কিল-এর হালচাল। কেন, পীকস্কিল-এর খবরের কাগজ-টাগজ দেখেননি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, দেখিনি। এমনকি গত ক'দিনে নিউ ইয়র্কের কোন কাগজও দেখিনি।'

'তাহলে তো দেখছি আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে ভালোই হয়েছে। কারণ মনে হচ্ছে বেশ ঝামেলা বাঁধবে।'

আমি বিশ্বাস করিনি। একটি মাস গ্রামে বাস করে যেরকম নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছি তাতে কোথাও যে কোনরকম ঝামেলা হতে পারে একথাটা বিশ্বাস করাই কঠিন—আর যদি বা গোলমাল কোথাও বাঁধে, তা এখানে, এই উপত্যকায় ঘেরা শান্ত সবুজ গ্রামে নিশ্চয়ই নয়। আর ঝামেলা কেউ করবেই বা কেন? এটা কোন রাজনৈতিক সভা কিংবা বিক্ষোভ প্রদর্শন নয়, বরং এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বনভোজনের মাঠে একটা গানবাজনার আসর বসবে। এদিক থেকে তো কোন ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। সে কথাই ওদের বললাম।

'তাহলো বলবো, আপনি ভুল করছেন, ব্রাদার ফাস্ট, সাঙ্ঘাতিক ভুল করছেন।' ওরা বললো।

'উহুঁ, আমি তা মনে করি না।'

'তাহলে শুনুন।' বলে নিগ্রোটি আমাকে পড়ে শোনাতে লাগলো :

'জানা গেছে, প্রখ্যাত নিগ্রো গায়ক পল রোবসন তাঁর সঙ্গীত-দল নিয়ে অনুষ্ঠান করতে আবার পীকস্কিল-এ আসছেন। একটা সময় ছিলো যখন এ ধরণের ঘটনায় সম্মান বোধ করতাম আমরা—শুধুই আমরা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে, বেশিরভাগ জনসাধারণের মতো—যাদের কাছে আমেরিকাই সবার আগে, এই সম্মান সম্পর্কে আমাদের সামান্য সন্দেহ আছে…'

এই রকম আরো অনেক কথা। সে বললো, 'নিন, এবারে এটা শুনুন,'

'সহ্য করে চুপচাপ থাকার আর এক অর্থ সম্মতি, আর তার সময় ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে।' সে যোগ করলো, 'এটা হলো গত মঙ্গলবারের "পীকস্কিল ইভনিং স্টার"-এর মন্তব্য। তারপর থেকে ওরা এই ব্যাপারটাকে ফেনিয়ে চলেছে। মার্কিন প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘ ময়দানে নামবে শুনতে পাচ্ছি, আর স্থানীয় ছেলে-ছোকরারা সকাল থেকেই মাল টেনে তৈরি হচ্ছে। ওদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ জেলা ন্যায়বাদী ফ্যানেলিকে টেলিগ্রাম করেছেন প্রতিবাদ জানিয়ে। অনুরোধ করেছেন হাতের কাছে প্রচুর পুলিস ও রাজ্য আরোহী-পুলিসের ব্যবস্থা রাখতে—যদি ঘটনাচক্রে প্রয়োজন হয়। মোদ্দা কথা হলো, আপনাকে দু'চোখ খোলা রাখতে হবে।'

চোখ আমি খোলা রাখবো। তবে একই সঙ্গে বহু বছর ধরে নানান ব্যাপারে এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের শাসানি আমি শুনে আসছি। দেখেছি এইসব হিংস্র ভদ্দরলোকেরা মুখে হাজার বললেও সেটাকে কাজে পরিণত করার ব্যাপারে অনেক বেশি রক্ষণশীল।

'আমার মনে হয় না সেরকম কিছু হবে—কিচ্ছু হবে না।'

ওরা বললো, সাড়ে সাতটায় আবার আমাদের দেখা হবে। (কিন্তু সেদিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় বনভোজনের মাঠে শুভকামীদের কেউ যে আসেনি, সেটা দেখতেই পাবেন।) ওরা 'পীকস্কিল ইভনিং স্টার'-এর আধ-ডজন কপি রেখে গেলো আমার জন্য। ওরা চলে যেতে আমি কাগজগুলো উলটে-পালটে দেখলাম। কাগজ জুড়ে ছড়ানো নির্বোধ, বিকারগ্রস্ত, ঘৃণা ও পক্ষপাতিত্বে ভরা লেখাগুলো একটু-আধটু পড়লামও। সেখানে হিংস্র শাসানি রয়েছে, আর তার পরেই রয়েছে হিংসাত্মক কার্যকলাপের অস্বীকৃতি; এছাড়া আছে বর্ণবিদ্বেষ ও নিগ্রোবিদ্বেষ সম্পর্কে জট পাকানো দুর্বল লেখার

খোঁচা। নিজস্ব সীমিত গণ্ডীর মধ্যে এই ভোঁতা রুচিহীন ক্ষুদে পত্রিকাটি সাম্যবাদ ও মানবতাবাদবিরোধী যুদ্ধোত্তর যে সব গালভরা কথা আছে, সেগুলো বার বার পুনরুক্তি করে দম্ভ প্রকাশ করেছে। গলাবাজীর মোড়কে আবর্জনাকে মুড়ে দেবার ওদের এই প্রচেষ্টা নেহাৎই হাস্যকর—যেমন হাস্যকর ওদের শ্রদ্ধেয় জাতভাই মহান নিউ ইয়র্ক শহরের পত্রিকাগুলোর প্রাণপণ প্রয়াস। প্রমাণ স্বরূপ,

'দুর্ভাগ্যের কথা যে দুর্বল মনের কিছু মানুষ লোক-ঠকানো পরামর্শে সহজেই আবেগচালিত হয়। এর প্রতিরোধে এই অঞ্চলের বশংবদ আমেরিকানদের কিছু করা উচিত। বেশ কয়েক বছর আগে একটি একই ধরনের সংগঠন, কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান, এসে উপস্থিত হয়েছিলো ভারপ্ল্যাঙ্ক-এ (নিকটবর্তী একটি গ্রাম) এবং তারা উপযুক্ত পুরস্কারও পেয়েছিলো। তারা যে আর ফিরে আসেনি সেকথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি এক্ষেত্রে হিংসাত্মক কার্যকলাপের ইঙ্গিত দিচ্ছি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্যাপারটাকে আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ভারপ্ল্যাঙ্ক-এর মতো একইভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত। এমন এক প্রতিরোধ তৈরির জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে একইরকম ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ ওরা ভবিষ্যতে আর এই অঞ্চলের ছায়াও মাড়াবে না…'

এই হলো 'পীকস্কিল ইভনিং স্টার'-এর উদ্ধৃতি। এছাড়া এরকম আরো অনেক কথা লেখা রয়েছে। ইংরেজী ভাষার এ-জাতীয় উচ্চমানের মৌলিক ব্যবহারের যথাযথ সমালোচনা করতে হলে একজন মার্ক টোয়েনের প্রয়োজন। আর একথা ভাবতে ভাবতে আমার সূর্যকিরণে পুষ্ট নিরাপত্তার প্রাচীর অল্প অল্প ক্ষয়ে আসতে লাগলো। আমার সামনেই রয়েছে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বিকৃতি ও ভণ্ডামিতে ভরা মূর্খামির উদাহরণ। তারা অজ্ঞতাকে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে ডলার-প্রতীক চিহ্নিত মন্দিরে।

এই অস্বস্তি থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম, বনভোজনের মাঠে ঢুকতে পারবো না এমন কোন সুযোগ দিতে আমি রাজী নই। দর্শকদের একটা অংশ যদি নাও আসে, অন্তত সভাপতি সেখানে হাজির থাকবেই। সুতরাং আমি রওনা হবো সাড়ে ছ'টায়। বনভোজনের মাঠে গাড়িতে যেতে নিশ্চয়ই বিশ মিনিটের

বেশি সময় লাগবে না। আমার নিজের গাড়ি নেই, কিন্তু এ-মাসের জন্য একটা চার-দরজাওয়ালা ১৯৪০ সালের প্লিমাউথ ভাড়া নিয়েছি। গাড়িটা পুরোনো হলেও তেজী এবং আমার আগামী সপ্তাহের বিপজ্জনক ঘটনা পরম্পরায় নেহাৎ অপাংক্তেয় ভূমিকা নেয়নি।

বেরোবার আগে মিসেস এম— কে বললাম আমার ফিরতে দেরি হতে পারে, কারণ কোন অনুষ্ঠানেরই কার্যসূচীর ওপর ভরসা করা যায় না। ওঁকে বললাম, 'জে— এন— যদি আসে, বলবেন আমি আগে বেরিয়ে গেছি। একেবারে ওখানে দেখা হবে।'

দ্বিতীয় পর্ব ঃ সন্ত্রাসের রাত

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

২৭শে আগস্টের সেই সোনালী সন্ধ্যার ছবি আজও আমার মনে কতো স্পষ্ট, কতো কোমল তুলিতে আঁকা রয়েছে ; সেটা ছিলো এক নরম শান্ত সন্ধ্যা —যেমনটি দেখা যায় জর্জ ইনেস-এর ছবিতে, আর এইরকম শিশির-ভেজা মন-আকুল-করা অনুভূতি তিনিও একমাত্র তখনই সৃষ্টি করতে পারেন, যখন অপূর্ব হাডসন নদীর উপত্যকার কোন এক অংশের ছবি আঁকেন। ইচ্ছে করেই খাটো পাহাড় ও সংকীর্ণ উপত্যকার বুক চিরে এঁকেবেঁকে ছুটে চলা গলিপথ ধরে রওনা হলাম আমি। পীকস্কিল-এর সদর বাজারকে পাশ কাটিয়ে এসে পড়লাম শহরের উত্তর দিকের রাষ্ট্রীয় সড়কে। লেকল্যাণ্ড পিকনিক গ্রাউণ্ডস্-এ আমি আগে কখনো যাইনি, ফলে গাড়ি খুব আস্তে চালাচ্ছি, খুঁজে বেড়াচ্ছি মাঠের প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথটা ডিভিসন স্ট্রীটের ওপর। তিন মাইল লম্বা এই গেঁয়ো রাস্তাটা পীকস্কিলকে ব্রংক্স রিভার পার্কওয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সে প্রবেশ-পথ কিছুতেই ভুল হবার নয়। সেখানে পৌঁছবার শ' শ' গজ আগে থেকেই চোখে পড়লো সড়কের দু'পাশে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। ফলে আমি কিছুটা অবাক হলাম। কারণ কনসার্ট শুরু হতে হিসেব মতো এখনও প্রায় এক ঘণ্টার ওপর দেরি ; আর প্রবেশ-পথের মুখে এর মধ্যেই একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা জমায়েত হয়ে গেছে। ওরা আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো না। তবে গাড়ি বাঁয়ে ঘুরিয়ে যখন আমি বনভোজনের মাঠে ঢুকলাম তখন নিজেদের নাক টেনে নানান শব্দ করে শুধু বিদ্রূপ ছুড়ে দিলো। আমার পর আর মাত্র একটা গাড়িকেই ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল ; তারপর প্রবেশ-পথটা ওরা বন্ধ করে দেয়।

মাঠের ভেতরে ঢুকেই আমি গাড়ি থামালাম। সেখানে, রাস্তা থেকে কয়েক গজ দূরে, জনাকয়েক কিশোর-কিশোরী জড়ো হয়েছে।

সংখ্যায় ওরা পাঁচজনের বেশি হবে না। রাস্তার লোকগুলোর চিৎকার

ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের সামনে নিজেদের ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থাটা ওরা লুকোতে চেষ্টা করছে। কনসার্টে অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ওরা এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে। ওদের কাছে আমার পরিচয় দিলাম। আমি হাজির হয়েছি দেখে ওরা খুশি হলো, কিন্তু তবুও ভয়টা পুরোপুরি গেলো না।

'এখন কি করি বলুন তো?' ওরা জানতে চাইলো।

'সব তদারকি কে করছে?'

ওরা বললো, তা ওরা জানে না। এতো তাড়াতাড়ি কেউ এসেছে বলে তো ওদের মনে হয় না। কিন্তু হতে পারে, কেউ হয়তো এসেছে, নিচে আছে।

'ঠিক আছে,' ওদের বললাম, 'কনসার্টের জন্যে যারা আসেনি তাদের কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিও না। শুধু মাথা ঠাণ্ডা রাখো, শান্ত হও, দেখবে কোন গোলমাল হবে না।' এ যেন অনেকটা স্তোক দিয়ে প্রবোধ দেওয়া, কোন গোলমাল হবে না, হতে পারে না, 'গাড়িটা পার্ক করে আমি দেখছি, ঝামেলা ঘাড়ে নেবার মতো কেউ আছে কিনা।'

এরপর থেকে যা যা ঘটেছে তা সঠিক বুঝতে হলে কনসার্টের এলাকা ও লেকল্যাণ্ড পিকনিক গ্রাউণ্ডস্-এর একটা পরিষ্কার ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা দরকার। পীকস্কিল-এর দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে এলে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে বাঁক নিলেই পাওয়া যাবে মাঠের প্রবেশ-পথ; প্রবেশ-পথ সংখ্যায় তুটো, ইংরেজী 'ওয়াই' অক্ষরের মতো এসে মিশেছে একটা সরু কাঁচা রাস্তায়। প্রবেশ-পথ থেকে প্রায় আশি ফুট ছেড়ে রাস্তাটার গঠন বাঁধের মতো, তার মেঠো তু'ধার ঢালু হয়ে প্রায় বিশ ফুট নেমে গিয়ে মিশেছে অগভীর নালায়। রাস্তার প্রায় চল্লিশ ফুট এই রকম চেহারার, তারপর প্রায় সিকি মাইল ধরে ঢালু হয়ে সেটা গিয়ে মিশেছে নিচের এক উপত্যকায়—এই সবটাই হলো বেসরকারী রাস্তা এবং বনভোজনের মাঠের একটা অংশ। রাস্তার শেষে রয়েছে একটা ছাউনি-সমেত গর্ত। তার বিশাল মেঝেতে তুর্বাঘাসের নরম গালচে পাতা। যেন এক প্রাকৃতিক প্রাচীন মঞ্চ। জনতা-সড়ক থেকে এই মঞ্চকে আড়াল করে রেখেছে খাটো পাহাড়ের ছোট ছোট টিলা। এই অবতল ভূমিতেই কনসার্টের যাবতীয় সরঞ্জাম সাজিয়ে-গুছিয়ে

আয়োজন করা হয়েছে ঃ একটা বিশাল মঞ্চ, দু'হাজার ভাঁজ করা কাঠের চেয়ার, আর অনেকগুলো স্পট লাইট—জেনারেটর দিয়ে জ্বালানো হবে।

গাড়ি চালিয়ে গর্তে নামার আগে আমি ঘড়ি দেখলাম ঃ সাতটা বাজতে দশ মিনিট। মঞ্চের পাশে একটা গাছের ঝাড়ের সামনে গাড়ি রেখে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। তারপর কতকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মঞ্চ প্রস্তুত, চেয়ার সাজানো হয়ে গেছে, স্পট লাইটগুলো জায়গা মতো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং একটা লম্বা খাবার টেবিলের ওপর স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে গানের বই ও ইস্তাহার। আমি সবে হাজির হয়েছি, দেখি একটা বড় বাস যাত্রীদের নামাতে শুরু করেছে। বেশির ভাগই নিগ্রো ছেলেমেয়ে, অতিথি-আপ্যায়নের দায়িত্ব নিতে আগেভাগে চলে এসেছে। বাসটা হেলেদুলে বাঁক নিলো, তারপর ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলে গেলো ; ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে পড়লো মাঠে ; সন্ধ্যার সোনালী আলোয় তৃপ্ত ভঙ্গীতে অলসভাবে ওরা চলাফেরা করছে। ইতিমধ্যে আরও প্রায় একশো বিশজন মানুষ উপস্থিত হয়েছে দৃশ্যপটে। তাদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। কনসার্ট শুরু হওয়ার আগে পড়ন্ত বিকেলটাকে ওরা বনভোজনের মেজাজেই উপভোগ করছে। কেউ কেউ আরামে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ঘাসের ওপর। কেউ কেউ রয়েছে বে-ছাঁদের টেবিলগুলোর সামনে। কেউ বা বসে আছে চেয়ারে। গ্রীষ্ম-উপনিবেশ গোল্ডেন্স ব্রিজ থেকে আসা একদল ছেলেমেয়ে মঞ্চের কিনারায় বসে পা দোলাচ্ছে। ওদের কারো বয়েস পনেরোর খুব বেশি নয় ; বেশিরভাগই তার চেয়ে অনেক ছোট। সমবেত জনতার সামান্যই এসেছে গাড়িতে ; অধিকাংশই তাদের কাছাকাছি গ্রীষ্মাবাস থেকে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে বনভোজনের মাঠে। গোল্ডেন্স ব্রিজ-এর খোকাখুকুরা একটা বড় ট্রাকে চড়ে এসেছে। সেটা এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার গাড়ির পাশে—সেই রাতে এক চমকপ্রদ ভূমিকা পালনের বিধিলিপি সম্ভবতঃ লেখা ছিলো ট্রাকটির কপালে। নিছকই ভাগ্যদেবীর কৃপায় কাছাকাছি অঞ্চলে ছুটি কাটাতে আসা আধ-ডজন ব্যবসায়ী নাবিক সময়ের অনেক আগেই অনুষ্ঠানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো ; এছাড়া, আরো

চারজন শ্রমিক সমিতির সদস্য সেখানে উপস্থিত হয় ঘটনাচক্রে। এই দশ জনের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞ থাকার মতো যথেষ্ট কারণ ছিলো আমার।

জানতে পারলাম, কনসার্টের দায়-দায়িত্ব যে কার হাতে সেটা ওদের কেউই জানে না—এবং পরে যা দেখা গেলো, দায়-দায়িত্ব যাদের ঘাড়ে ছিলো তারা বনভোজনের মাঠে এসে পৌঁছতেই পারেনি। কিছুক্ষণ খোঁজখবর করে হাল ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক টেবিলের একটাতে জম্পেশ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখন সাতটা বাজে। গর্তে যেখানে আমরা রয়েছি সেখান থেকে কোন গোলমালের আভাস পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।

একটি ছেলে যতো গোলমাল নিয়ে ছুটে এলো আমাদের কাছে। রাস্তার বাঁক ঘুরে নজরে আসতেই আমি ওকে লক্ষ করতে লাগলাম। ছেলেটা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসছে। একটু পরেই আমরা ওকে ভিড় করে ঘিরে ধরলাম। তখন ও বললো, গোলমাল বেধেছে, আমরা কয়েকজন ওর সঙ্গে আসবো কিনা—কারণ গোলমালের চেহারা বেশ বিপজ্জনক; তাছাড়া দেখলাম, ছেলেটা একটু ভয়ও পেয়েছে।

আমরা ওর সঙ্গে রওনা হলাম। সব মিলিয়ে আমরা প্রায় জনা পঁচিশ-তিরিশ ছিলাম মনে হয়; ঐরকম একটা সময়ে কেউ নিশ্চয়ই লোক গুনতে বসে না, যদিও আমি পরে গুনেছিলাম। বেশিরভাগই ছিলো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও কিশোর, আর অল্প কয়েকজন মেয়েও ছিলো সঙ্গে। ধূলো-ওড়া পথ ধরে আমরা দুলকি চালে ছুটে চললাম। কিন্তু তখনও আমার ধারণা ছিলো গোলমালটা গালিগালাজ ও নোংরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বেশি গড়াবে না। কারণ রাস্তার ওপরে যারা জমায়েত হয়েছিলো সে জাতের মানুষ দেখার সৌভাগ্য আমার আগে কখনও হয়নি—ওদের অন্তত বিশজন যদি কাউকে একা পাকড়াও করতে পারে একমাত্র তখনই ওদের সাহসের হাঁকডাক সাড়ম্বরে প্রকাশ পায়।

সুতরাং প্রবেশ-পথ পর্যন্ত ছুটে গেলাম আমরা। সেখানে হাজির হওয়া-মাত্রই বাঁধভাঙা জলের মতো রাস্তার দিক থেকে এসে ওরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অন্তত তিনশো জন তো হবেই। মুঠো করা হাতে খাটো

ডাণ্ডা, পেতলের পাঞ্চ ও পাথরের টুকরো। মাথায় মার্কিন প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের টুপি। দুরন্ত হাতাহাতি লড়াইয়ের দাপটে হঠাৎই আমার অবিশ্বাস একেবারে উবে গেলো। এ ধরনের লড়াই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; ফলে তিন-চার মিনিট এরকম চললো। রাস্তাটা সরু হওয়াতে আমরা ওদের ঠেঙিয়ে তাড়াতে পারলাম বটে, কিন্তু ওরা দল বেঁধে প্রবেশ-পথটা আটক করে রাখলো; ওদের পেছনে আরও শ'য়ে শ'য়ে লোক—রাস্তা বরাবর আরও কয়েক শো। বেরোবার কোন পথ নেই। হাজারখানেক লোক দাঁত বের করে বিদ্বেষের হাসি হাসছে, ঘৃণায় চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। যদি কখনও এরকম কোন ফাঁদে না পড়ে থাকেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা ঠিক আঁচ করে উঠতে পারবেন না। তখনই আমি বুঝলাম, কনসার্টে আর কোন লোকজন আসছে না কেন। 'ওয়াই' চেহারার রাস্তার একটা শাখা পাথর বোঝাই করে এক প্রকাণ্ড স্তূপ করে ফেলা হয়েছে—পাথরের এক বিশাল ব্যারিকেড। আর অন্য পথটায় প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের একটা ট্রাক আড়া-আড়িভাবে দাঁড় করানো রয়েছে। সুতরাং আমরা ভেতরে একেবারে বন্দী, বেরোবার কোন পথই নেই। আর আমাদের সুযোগ বিশ ভাগে এক ভাগ—ঠিক যেমনটি ওদের দরকার।

একটু আগেই বলেছি, আমরা ওদের ঠেঙিয়ে হটিয়ে দিয়ে তখনকার মতো রাস্তার ওপরে রুখে দাঁড়িয়েছি, সকলেই হাঁপাচ্ছি, তেতে ওঠা শরীর ধুলো ও ঘামে মাখামাখি, অল্পসল্প রক্তও পড়ছে; কিন্তু ওরা হয়তো আবার তেড়ে আসতো যদি না তিনজন ডেপুটি শেরিফ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পড়তো। ঐ তিন বেচারীকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই; অ্যালকোহলের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠা বাতাসের দেওয়াল ভেদ করে, ভিড় ঠেলে ওরা তিনজন এগিয়ে এলো। অস্তগামী সূর্যের আলোয় ওদের সোনালী পদক ঝিলিক মারছে।

খাপ থেকে বন্দুক উঁচিয়ে ওরা ঘুরে দাঁড়ালো। মিষ্টি করে দু'হাত ছড়িয়ে ইশারা করলো জনতার দিকে। বললো, 'আস্তে, খোকারা, আস্তে। থামো, শান্ত হও। কারণ ইচ্ছে করলে এসব আইন মেনেও করা যায়, আর সেটাই আখেরে লাভের হয়ে দাঁড়ায়।'

'পাঁচ মিনিট সময় দিন, আমরা কেলে বেজন্মাগুলোর লাশ ফেলে দিচ্ছি, খোকারা উত্তর দিলো।

'আস্তে, আস্তে—মাথা গরম কোরো না। ঝামেলায় না জড়িয়ে যদি কাজ চলে, তাহলে ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি!'

তারপর তিনজন ডেপুটি শেরিফ ঘুরে তাকালো আমাদের দিকে। জানতে চাইলো কোন্ হতচ্ছাড়া কাণ্ড করতে গিয়ে আমরা এসব ফালতু ঝামেল বাঁধিয়ে বসেছি।

আমি বারবার ঘড়ি দেখতে থাকলাম। তখন বাজে সাতটা দশ সৈনিব সঙ্ঘের টুপি পরা 'খোকাদের' দিকেও একপলক তাকাবার সুযোগ আমার হয়েছে, এবং ওরা আর যাই হোক, খোকা নয়। বয়েস তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশের কোঠায়—বেশিরভাগই পঞ্চাশের কোঠায়—তাছাড়া ওদের ঠিক লুম্পেন বলা যায় না, অন্তত শব্দটার আক্ষরিক অর্থে তো নয়ই। ওদের বেশির-ভাগেরই চেহারা ভদ্রলোকের মতো। ফিটফাট পোষাক পরা। কেউ জমিজমা কেনাবেচা করে, কেউ মুদিখানার কেরানী, কেউ বা হোটেলের বেয়ারা, কেউ পেট্রল-পাম্পের কর্মচারী, এরকম আরো অনেক। পীকস্কিল অথবা শ্রাব ওক-এর কোন মদের আড্ডাখানা উজার করে দিন, দেখবেন এইরকম সব বস্তুই পাবেন। সঙ্গে জুড়ে দিন শ'দুয়েক 'ভদ্দরলোক' আর সাম্যবাদবিরোধী জঞ্জালে মাথাগুলো ঠাসা এমন শ'খানেক কিশোর-কিশোরী; আরও যোগ করুন স্থানীয় ক্যাথলিক গীর্জার শ'খানেক কর্তাব্যক্তি, ছুটিতে বাড়িতে এসেছে এমন জনা পঞ্চাশ কলেজের ছাত্র, জুটে যাওয়া জনা পঞ্চাশ শ্রমিক, আর গোটা হাডসন নদীর এলাকাটা ঝাঁট দিয়ে যে সব আবর্জনা পাওয়া যায়, সেই জাতের দু'তিনশো লোক। ব্যস, সে রাতে আমরা কাদের মুখোমুখি হয়েছিলাম সেটা এবারে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। মদ খাইয়ে ওদের সাহসকে পৌঁছে দিন আকাশ-ছোঁয়া বিন্দুতে। বিশ ভাগ সুযোগের পুরোটাই ওদের দিয়ে দিন আর পুলিসকে বসিয়ে দিন ওদের দলে—তাহলেই ছবির বাকি অংশটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে; এরাই হলো সেই 'খোকার দল' যাদের ডেপুটি শেরিফ তিনজন বেশ কয়েক মিনিট শান্ত রেখে আমাদের বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে।

এমন নয় যে ডেপুটি শেরিফরা আমাদের বাঁচাতেই চাইছিলো ; কারণ সেটা ছিলো ঘটনার শুরু এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্যের ওয়েস্টচেস্টার জেলায় এ ধরনের ঘটনার কোন পুরোনো নজীর ছিলো না। ফলে সোনার জলের প্রলেপ দেওয়া পালিশ করা তকমা আঁটা শেরিফ তিনজন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না, ওদের ভূমিকাটা আসলে ঠিক কি হবে। সেই কারণেই ওরা 'খোকাদের' ঠেকিয়ে রেখে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে, কোন্ হতচ্ছাড়া কাণ্ড করতে গিয়ে আমরা ওসব ফালতু ঝামেলা বাঁধিয়ে বসেছি।

তখন আমি মুখপাত্রের দায়িত্ব নিলাম। পরে এ-জাতীয় আরো যেসব কাজ করেছি সব একই কারণে: আমাদের মুষ্টিমেয় দলের মধ্যে আমিই বয়েসে বড়; এ ছাড়া ব্যবসায়ী নাবিকের দল ও শ্রমিক সমিতির সদস্যরা মাথা নেড়ে আমাকেই ইশারা করেছে কথা বলার জন্য। যাই হোক, সভাপতি হতে আমি তো প্রথমেই রাজী হয়েছি। তাছাড়া মনে হলো, এইরকম কনসার্টই এখানে হবে: পল রোবসন ও পিট সীগারের গাওয়া চমৎকার সুরেলা আমেরিকার গান দিয়ে নয়, বরং এক বিশেষ সঙ্গীত দিয়ে —যে সঙ্গীতের সুর ইতিমধ্যেই বেজে উঠেছে জার্মানি ও ইটালিতে।

সুতরাং আমি বললাম যে আমরা কোন ঝামেলা বাঁধাইনি বরং একটা কনসার্টের আয়োজন করেছি, আর ওরাই বা রাস্তাগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছে না কেন, তাহলে আমাদের লোকজন এসে শান্তিতে কনসার্ট শুনতে পারে ?

'আপনার কথা শুনলে পাছায় ব্যথা ওঠে মাইরি,' একজন ডেপুটি নিপাট ভদ্র সুরে বললো। অন্য দু'জন আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ওদেরকে আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আমেরিকায় ডেপুটি শেরিফদের আমরা কেটে-ছেঁটে একেবারে ছাঁচে ঢেলে দিয়েছি ; বেল্টের ওপর দিয়ে ভুঁড়ি উপচে পড়ছে ; ঢিলেঢালা মুখ ঘেন্নায় ভরা ; সে রাতে যা ঘটতে চলেছে তার দায়-দায়িত্ব কতোটুকু ওদের ঘাড়ে এসে পড়বে সেই নিয়েই ওদের যতো ভয় ; আর ওদের একমাত্র ইচ্ছে ওরা হাজির থাকা সত্ত্বেও যা ঘটতে চলেছে ঘটুক।

সুতরাং ওরা বললো, 'যত ঝামেলা সব ফোটান্ তো। আমরা হুজ্জুতি পছন্দ করি না। যারা হুজ্জুতি বাঁধায় তাদেরও দেখতে পারি না।'

আমি আবার সব বুঝিয়ে বললাম। ওদের ভালো করে বুঝিয়ে বললাম

যে আমরা কোন গোলমাল বাঁধাচ্ছি না। আমাদের আক্রমণ করার জন্য এই তিনশো নিষ্পাপ দেশপ্রেমীকে আমরা ফুঁসলে নিয়ে আসিনি। আমরা শুধু যা চাই তা হলো ওরা যেন রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে সবাইকে কনসার্টে আসতে পথ করে দেয়।

'রাস্তা আমরা কি করে পরিষ্কার করবো? অবস্থাটা একবার চেয়ে দেখুন,' ওরা আমাকে বললো।

'ওদের কেটে পড়তে বলুন, তাহলেই ওরা কেটে পড়বে,' আমি বললাম।

'ওদের কি বলতে হবে না হবে সে নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না।'

তখন আমি বললাম, 'দেখুন, মশাই, এখানে যা যা হবে—তার সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের।'

'দায়িত্বের পাইন মারি,' আইনের দাদামশাই মন্তব্য করলো।

'ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি,' আর একজন বললো।

তারপর ওরা 'ছোঁড়াগুলোর' সঙ্গে কথা বলতে লাগলো, আর আমরাও পাঁচটা মিনিট হাতে পেলাম। ওদের কি কথা হলো শুনিনি। ততোক্ষণে আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছি অবস্থার প্রতিকারে কোন কিছু করার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে শেরিফদের নেই। চোখ তুলে রাস্তার দিকে তাকালাম। রাস্তার অবরোধগুলো দেখলাম। দেখলাম মার্কিন প্রাক্তন সৈনিকদের জমাট দঙ্গল। বুঝতে পারলাম, আমাদের দলের আর কেউ যে ভেতরে আসতে পারবে এমন সম্ভাবনা তো নেই-ই, উপরন্তু যারা ভেতরে আছে তাদের কারো পক্ষে বাইরে যাওয়াটাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই উপলব্ধির ভেতরে আকস্মিক অভিঘাতের এক ইশারা রয়েছে, কিন্তু সেটা শুধুই ইশারা মাত্র—আসল আঘাতটা আসতে তখনও অনেক দেরি। দিনের আলো এখনও রয়েছে; হাডসন নদীর উপত্যকার গোটা এলাকাটা এখনও সোনালী আভায় ভেসে যাচ্ছে; আমরা তখনও একদল সাধারণ মানুষ—একটা কনসার্ট শুনতে এসেছি। মৃত্যুর মতো ঘটনার সঙ্গে নিজেকে মুহূর্তে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না; মৃত্যু অস্বস্তি জাগিয়ে তোলার মতো নাটকীয়, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক এই ঢঙে মৃত্যু হয় না। হ্যাঁ, ঝামেলা হয়তো হবে, তবে অতিমাত্রায় নাটকীয় অথবা বিপজ্জনক কিছু নিশ্চয়ই হবে না।

এবারে আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করি। ক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে কথা বলার জন্য শেরিফরা ঘুরে দাঁড়াতেই একটা লোক সটান হেঁটে ভেতরে চলে এলো। অনেকটা যেন আনমনা হয়ে লোকটা সহজ শান্তভাবে ভিড় ঠেলে সরাসরি এগিয়ে এলো আমার কাছে। ঠিক ঐরকম অলৌকিক ভঙ্গীতে হেঁটে আসার জন্যেই হয়তো ওরা তাকে পথ করে দিয়েছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে। লোকটার বয়েস বিশের কোঠায় মাঝামাঝি। লম্বা চেহারা; মুখে দাড়ি, মাথায় কাপড়ের চ্যাপটা টুপি, আর পরনে ঢিলে-ঢালা উজ্জ্বল রঙের প্যাণ্ট। যেন সময়ে-ক্ষয়ে-আসা লিওনার্ড মেরিক-এর পৃষ্ঠা থেকে সে উঠে এসেছে। কিন্তু এখানে, নদীর বাঁ কূলের পশ্চিম প্রান্তে সে যে কি করছে তা বলতে পারি না, তবে সে এসে হাজির হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোন্ মহাজন, কোন্ চুলো থেকেই বা আসছে।

'আমি একজন সঙ্গীত-প্রেমী,' সে বললো।

আত্মসম্মানবোধ আছে এমন কোন লেখক এ ধরনের ঘটনা বানিয়ে বলার সাহস পাবে না; এরকম ঘটনা সত্যিই ঘটে।

'লড়তে জানো, সঙ্গীত-প্রেমী?' আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

'না, জানি না, আর লড়বও না।' তার স্বরে বিরক্তি, ঘৃণা ও ক্রোধ একই সঙ্গে প্রকাশ পেলো।

'উহুঁ, তুমি লড়তে জানো। তোমাকে লড়তে হবে, সঙ্গীত-প্রেমী,' আমি মন্তব্য করলাম, 'তা না হলে ওখানে আবার ফিরে যাও। এবারে ওরা তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে।'

রাস্তায় আমার সঙ্গে আরো যারা ছিলো দৃশ্যটা তাদের মনে আছে। প্রয়োজনে তারা সাক্ষী দিতে পারে। সেই সন্ধ্যায়, আরো পরে, সঙ্গীত-প্রেমীর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ওর নামটা আমার জানা হয়নি; আমার কাছে ও চিরকাল সঙ্গীত-প্রেমী হয়েই বেঁচে থাকবে। কিন্তু পরে যখন ওর সঙ্গে কথা বলি তখন ওর টুপি উধাও, প্যাণ্ট শতছিন্ন, আর সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে—তবে ওর চোখে ছিলো লড়াইয়ের বন্য ঝিলিক।

'ওঃ, আমি লড়তে জানি!' জয়ের উল্লাসে ও বলে উঠলো। ও লড়তে শিখেছে—যেমন আমরা অনেকেই শিখেছি সেই রাতে। একটা ষোলো

বছরের নিগ্রো ছেলেও সেদিন লড়াই করতে শিখেছিলো। একটু পরে, যখন আমরা নিজেদের দল সাজাচ্ছিলাম, এই নিগ্রো ছেলেটা রাস্তা ছেড়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করে। আমি ওকে ডেকেছিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়লো। মনে লজ্জা, ভয়, নানান চিন্তা। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো নিগ্রোদের যন্ত্রণাময় দৃশ্য; বিচারের প্রহসন করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কালি লেপে লাঞ্ছনা করে পিটিয়ে মারা হয়েছে। এমন অত্যাচার করা হয়েছে যা মানুষের বিশ্বাসের বাইরে।

'আমি লড়তে পারি না, মিস্টার ফাস্ট,' ও বললো, 'আমি লড়তে জানি না। এখান থেকে আমাকে পালাতেই হবে, যে করে হোক!'

'আর যদি ওরা তোমাকে মাঠের ওপর ধরে ফেলে, জানো কি করবে?'

'জানি, কিন্তু আমি যে লড়তে পারি না।'

আমি বললাম, 'আলবৎ লড়তে পারো, খোকা, তুমি আমার মতোই লড়তে পারো; মানছি, সেটা তেমন একটা জাতের লড়াই হবে না, তবে লড়তে আমরা দুজনেই পারি। অতএব এসো, এখানে রুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করি।'

পরে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওর খুলির ওপরটা তখন আড়াআড়ি-ভাবে ছ'ইঞ্চি ফাঁক হয়ে রয়েছে, আর রক্তের ধারা ছোটখাটো নদী হয়ে ওর সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে। কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ও তখনও হাঁটতে পারছিলো জানি না, কিন্তু ও যথেষ্ট শান্ত সুরে বললো, 'আমি চোট পেয়েছি মিস্টার ফাস্ট। আপনার যদি মনে হয় যে চোট খুব জোরালো, তাহলে আমি শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাই, কিন্তু যদি আপনি মনে করেন, আমার কিচ্ছু হয়নি, তাহলে আমি এখনও লড়তে পারি।'

সেই রাতে যে ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছিলো এগুলো তার দুটো নমুনা মাত্র; এই ঘটনা দুটোর উল্লেখ করে আমি এটাই প্রমাণ করতে চাই যে আসন্ন-মৃত্যুর সঙ্গে চট করে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া খুব শক্ত। কারণ মৃত্যু বড় চরম, আর বহু দিক থেকেই এক নোংরা বিষয়।

শেরিফরা তখন কথা বলছে। নিচের মাঠে রয়েছে মেয়েরা ও ছোট বাচ্চারা; আমি ভাবতে লাগলাম, যদি রাস্তার হামলাকারী দল আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে একবার নিচে পৌঁছতে পারে তাহলে অবস্থাটা কি হবে।

এই অল্প অবসরে পুরুষরা, ছেলেরা—নিগ্রো ও সাদা—সকলেই আমাকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আমাকে এখন কিছু একটা করতে হবে, কারণ আমি এমন অনেক বই লিখেছি যাতে এইরকম সঙ্কটের সময়ে মানুষ অনেক কিছু করেছে। সুতরাং আমি ওদের কাছে জানতে চাইলাম সেরকম কিছু করবো কিনা। ওরা সম্মতি জানালো।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'আমাদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ, তবে সবাইকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্যিকারের কিছু পুলিস এসে এই সব পাগলামির একটা হেস্তনেস্ত করবে। ততোক্ষণ, রাস্তাটা যেখানে সরু আর উঁচু, ঐ হামলাবাজদের সেখানটায় আটকে রাখতে হবে—এমনিতেই আটকে রাখার পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। ওদের রুখতে হবে কারণ নিচে অনেক বাচ্চা ও মহিলা রয়েছে। এই হলো আমাদের যোদ্ধা কৌশল। রাজী?'

'রাজী,' ওরা বললো।

'ঠিক আছে। শুধু দুটো জিনিস। কথাবার্তা যা বলার আমিই বলবো, আর চট করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে সেটা আমিই ঠিক করবো। কারণ আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়তো নাও থাকতে পারে। সবার মত আছে তো?'

ওরা জানালো মত আছে। আমাদের সময় তখন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। ঘটনা ও উপঘটনার এক মিলিত চাপ হঠাৎই শুরু হয়ে গেলো। প্রথমে আমি মেয়েদের বললাম ছুটে যেতে। সমস্ত মহিলা ও শিশুদের যেন মঞ্চের ওপরে তুলে নেওয়া হয়। আপাতত ওরা ওখানেই থাকুক। তবে সমর্থ প্রত্যেকটি পুরুষ ও ছেলেকে ওপরে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তারপর একজন স্বেচ্ছাসেবক চাইলাম।

'একজনকে ঝোপের আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় পৌঁছতে হবে। একটা টেলিফোন খুঁজে নিয়ে খবর দিতে হবে আরোহী-পুলিসদের —আরো খবর দিতে হবে, "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌" ও "ডেইলি ইয়র্কার" পত্রিকার দপ্তরে। তারপর অ্যালবানিতে ফোন করে রাজ্যপালকে সব জানাতে হবে —এগুলো করতে পারবে এমন একজন লোক আমার চাই।'

লোক পেলাম। তার সম্পর্কে কি বলা উচিত জানি না, শুধু এটুকু বলতে পারি তার ধারালো বুদ্ধি আর দুরন্ত সাহস ছিলো। চেহারায় সে ছোটখাটো, উজ্জ্বল চোখ, এবং তার নাম, এ— কে— , আমার বহুদিন মনে থাকবে। তবে সেই রাতের পর তাকে আর কোনদিন দেখিনি। হিংস্র গর্জনরত জনতাকে ভেদ করে সে তিন-তিনবার গেছে-এসেছে, এবং যা করতে বলা হয়েছিলো করেছে।

বাকি লোকেরা নিচ থেকে এসে হাজির হলে আমি গুনে দেখলাম হাতে কি আছে। সবাইকে হিসেবে ধরে আমাকে নিয়ে মোট বিয়াল্লিশ জন পুরুষ ও ছেলে রয়েছে। মোটামুটি অর্ধেক হলো নিগ্রো, আর বাকি অর্ধেক এখনও কৈশোর পেরোয়নি। চটপট ওদের ছ'জন করে সাতটা দলে ভাগ করে ফেললাম, প্রত্যেক দলের এক-একজন নেতা ঠিক করে দিলাম। রাস্তাটা যেখানে বাঁধের চেহারা নিয়েছে সেখানটায় আড়াআড়িভাবে প্রতি সারিতে দু'দল করে তিনটে সারি—অর্থাৎ, বারো জন করে তিনটে সারি—দাঁড় করালাম। প্রত্যেক সারি খুঁটি গাড়লো কাঠের বেড়ায়, আর আমাদের দু'পাশ সুরক্ষিত করে রাখলো বাঁধের ঢাল ও নিচের জল। সাত নম্বর দলটাকে আমাদের পিছনে জমার খাতায় রাখলাম।

আবার ঘড়ি দেখলাম আমি। সাড়ে সাতটা। তিনজন ডেপুটি শেরিফ তখন উধাও হয়ে গেছে। সেই রাতে ওদের আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। এদিকে বিক্ষুব্ধ জনতা আমাদের দিকে আবার ধেয়ে আসছে দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য।

এটাকে মোটামুটিভাবে সেই রাতের জঘন্যতম আক্রমণ বলা যেতে পারে। কারণ তখনও দিনের আলো রয়েছে ; পরে, যখন রাত নেমে এসেছে, সংগঠনের বুদ্ধি আমাদের অনেক সাহায্য করেছে, কিন্তু এখন তো দিনের আলো। ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। বেড়ার ভাঙা খুঁটি, খাটো ডাণ্ডা, বোতল ও ছুরি পাকা হাতে এলোপাতাড়ি চালাতে লাগলো। ওদের পাণ্ডারা আক্রমণের এক মুহূর্ত আগে পর্যন্তও পকেটের ফ্লাস্ক ও বোতল থেকে সমানে মদ খাচ্ছিলো, এখন আমাদের ওপর হাত-পা চালাতে চালাতে কাঁচা খিস্তি ও নোংরা জিগিরের বন্যা বইয়ে দিলো। অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার সম্পর্কে

ওরা সচেতন। সে ওদের জাতের দেবতা। ওরা বারবার চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'আমরা হিটলারের ছেলে—হিটলারের ছেলে!'

'এ মামলার নিকেশ করে দেবো!'

'ভগবান হিটলারের মঙ্গল করুক। কেলে আর ইহুদী বেজন্মাগুলোর …মারি!'

'রোবসন নিপাত যাক! রোবসনকে আমাদের হাতে ছেড়ে দে! শালা ধেড়ে কাল্লুটাকে মেরে লটকে দিই! ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দে, হারামীর দল!'

মনে আছে, আমি প্রাণপণে প্রার্থনা করেছিলাম পল রোবসন যেন রাস্তায় বা তার কাছাকাছি কোথাও না থাকে। সে যেন অনেক দূরে থাকে।

'মেডিনা[১] যা শুরু করেছিলো, আমরা তার শেষ করবো!' ওরা গর্জন করতে লাগলো, 'আমেরিকার প্রত্যেকটা কমিউনিস্ট বেজন্মার লাশ ফেলে দেবো!' ওঃ, ওরা সচেতন জনতা তাতে সন্দেহ নেই, ভীষণ সচেতন!

দ্বিতীয় খণ্ডযুদ্ধটা ঠিক কতোক্ষণ ধরে চলেছিলো বলতে পারি না। মনে হয়েছে যেন অনন্তকাল, অথচ সেটা পনেরো মিনিটের বেশি কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের নিচে ডুবে গেলো। গোধূলির ছায়া নেমে এলো রণক্ষেত্রে।

নিজেদের জায়গা থেকে যেন না হটতে হয় সেদিকে আমরা মনোযোগ দিলাম। পাথর ও ডাণ্ডাসমেত লড়াইয়ের ধকলটা প্রথম সারিই নিলো। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারি হাতে হাত ধরে হামলাবাজদের সামনে গড়ে তুললো এক মানুষের প্রাচীর। ঐ সংঘর্ষে আমাদের প্রথম সারির চারজন খুব গুরুতর-ভাবে আহত হলো। ওরা পড়ে যেতেই আমরা ওদের পেছনে টেনে নিলাম, এবং দ্বিতীয় সারি থেকে চারজন এগিয়ে গিয়ে ওদের জায়গায় দাঁড়ালো। উপস্থিত সকলেই শৃঙ্খলা ও সংগঠনের এক অপূর্ব নজির তুলে ধরলো। এ সংগঠন অনেকটা যেন অলৌকিক। এই তো বিয়াল্লিশ জন পুরুষ ও ছেলে, যারা বলতে গেলে এর আগে কেউ কাউকে চোখেই দেখেনি, নিখুঁত-ভাবে তেল দেওয়া যন্ত্রের মতো একসঙ্গে দাঁড়িয়ে লড়ে চলেছে, চিৎকার করা তিনশো পাগলের গুণ্ডামীর দঙ্গল দেখেও ওরা ভয় পাচ্ছে না কিংবা ভেঙে

পড়ছে না। নেহাৎ ওদের শরীরের চাপে আমরা এক ফুট এক ফুট করে হটে চলেছি, কিন্তু তিনটে সারি ওরা একটিবারও ভাঙতে পারেনি।

আর তারপরই ওরা সরে গেলো। এবারের মতো ওদের ঢের হয়েছে। আমাদের প্রতিরোধের সারি থেকে প্রায় বিশ ফুট জায়গা ছেড়ে ওরা সরে দাঁড়ালো। এখন ওরা দলে আরও ভারী হয়েছে, আরও অনেক লোক এসে জুটেছে; ওদের শরীর ও মুখের ঘন জটলা ছড়িয়ে গেছে জনতা-সড়ক পর্যন্ত, তারপর এগিয়ে গেছে রাস্তা ধরে।

এদিকে আমরা আহত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু এমন গুরুতর কিছু নয় যে দলের কেউ দু'পায়ে খাড়া থাকতে পারছে না। প্রথম সারির যারা বিশ্রী চোট পেয়েছে তাদেরকে ছুটি দিয়ে আমরা হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

আমি মনে মনে বললাম, 'এখন আমাদের আর ভয় নেই। আমরা এখনও বেঁচে আছি। তাছাড়া এরকমটা বেশিক্ষণ চলতে পারে না। রাজ্য আরোহী-পুলিসকে এখানে আসতেই হবে।'

গোটা সন্ধ্যেটা কতোবার যে নিজেকে একথা বলেছি! কিন্তু কোন রাজ্য আরোহী-পুলিস আসেনি, সাধারণ পুলিস আসেনি, তার বদলে নিচের গর্ত থেকে ভয়ে আধ-পাগল হয়ে একটা মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, 'ওরা পাহাড় টপকে চলে এসেছে, কিছু লোককে নিচে পাঠানো দরকার!'

'ওরা দলে ক'জন?'

'জানি না। বারো-পনেরোজন পর্যন্ত গুনেছি।'

সাত নম্বর দলটাকে আমি পাঠিয়ে দিলাম সেখানে। ফলে রাস্তা আটকাতে রইলাম আমরা ছত্রিশজন। যাবার আগে ওদের একজনকে ডাকলাম। এই লোকটি গোল্ডেন্স ব্রিজ থেকে বিশাল ট্রাকে করে বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে। তাকে বললাম যেখানে রাস্তাটা বাঁধের চেহারা নিয়েছে ট্রাকটাকে সেখানটায় নিয়ে এসে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করাতে। কারণ, এ পর্যন্ত লড়াইয়ে আমরা প্রায় বিশ ফুটেরও বেশি হটে এসেছি। আর কয়েক ফুট পিছোলেই বাঁধের ঢালসমেত রাস্তাটুকুর নিরাপত্তা আর আমরা পাবো না। তখন ওরা খুব সহজেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

ঘিরে ফেলবে ও সব গল্পের সেইখানেই ইতি। কিন্তু ট্রাকটা পিছনে থাকলে আমরা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ লড়তে পারবো।

অন্ধকার হয়ে আসতেই ফ্যাসী-হামলাবাজদের শ্রেণীতে একটা গুণগত তফাৎ চোখে পড়লো, ধরা পড়লো একটা সংগঠনের ভাব। তিনজন লোককে ওদের নেতা বলে মনে হলো। তার মধ্যে একজন চেহারায় রোগা, তৎপর, ফিটফাট মাঝবয়েসী; তাকে আমাদের দলের লোকেরা চিনতে পারলো: পীকস্কিল-এর জমিজমা বিক্রির এক সম্পন্ন দালাল। চার নম্বর একজন ওদের দলে যোগ দিলো। তারপর উত্তেজিত অথচ ফিসফিস স্বরে কথাবার্তা শুরু হলো। একই সঙ্গে রাস্তার গাড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দাঁড় করানো হলো যাতে সব হেডলাইটের আলো আমাদের ওপরে এসে পড়ে। পুলিস ও রাজ্য আরোহী-পুলিস অদ্ভুত কারণে, নজর কাড়ে এমনভাবে, অনুপস্থিত থাকলেও সাংবাদিকরা কিন্তু ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে। খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবির পর ছবি তুলছে। আর সাংবাদিকরা হেডলাইটের আলোয় ঝুঁকে পড়ে সব কিছু টুকে নিচ্ছে। বিশেষ করে আমার নজরে পড়লো শান্ত, পরিপাটি পোষাক পরা সুন্দর চেহারার তিনজন যুবকের দিকে; ওরা বাঁধের ঠিক মুখেই একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ওদের দু'জনের হাতে শর্টহ্যাণ্ডের খাতা, তাতে নিয়ম-মাফিক একটানা লিখে চলেছে। ওদের প্রথম যখন দেখলাম, ভাবলাম ওরা বোধহয় খবরের কাগজের লোক এবং মন থেকে ওদের মুছে ফেললাম। কিন্তু বারবারই ওরা আমার চোখে পড়তে লাগলো। ওদের সঙ্গে যে পরে কথা বলেছি সেটা দেখতেই পাবেন। সময়ে আবিষ্কার করলাম, ওরা বিচার-বিভাগের প্রতিনিধি। প্রগতিশীল কনসার্ট, না গণহত্যার প্রচেষ্টা—জানি না কোন্ ঘটনা নথিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়ে ওরা এখানে এসেছে। ওরা ভদ্র, নিরপেক্ষভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। একসময়ে ভালোরকম সাহায্যও করেছে। কিন্তু সব সময়েই ওরা নিরপেক্ষ ছিলো—অথচ ওদের চোখের সামনে যা ঘটেছে তা হত্যার প্রচেষ্টা, অস্বাভাবিকরকম নৃশংস ও ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা।

জটলার পুরোভাগে দাঁড়ানো চারজন লোক এবার তাদের আলোচনা থামালো। তাদের একজন, বছর তিরিশেকের এক সুপুরুষ, আমাদের দিকে

এগিয়ে এলো। পরনে সাদা জামা, হাতা গোটানো ; দু'হাত পকেটের ভেতরে ; আমাদের সারির কাছে এসে অবিদ্বেষী সুরে বললো, 'এসব চালাচ্ছে কে ?'

'যা বলার আমাকে বলো,' আমি বললাম।

সে বললো, সে একজন রেল-কর্মচারী, পীকস্কিল-এর বাসিন্দা। এই ঘটনায় তার জড়িয়ে পড়ার কারণ সে স্থানীয় প্রাক্তন-সৈন্যাবাসের লোক।

'কোন হতচ্ছাড়া কমিউনিস্টকে আমি সহ্য করতে পারি না,' সে বললো, 'কিন্তু এখানে যা হচ্ছে তাতে আমার গা গুলোচ্ছে। আমি ভুল দলে গিয়ে ভিড়েছি। ওদের বদলে তোমাদের দলে আমার থাকা উচিত ছিলো। আমি শুধু জানতে চাই—আমরা যদি থামি তাহলে তোমরা কি থামবে ?'

'আমরা তো কিছু শুরু করিনি,' আমি বললাম।

'যাই হোক, যে কেউ করেছে, তা এখন কি তোমরা থামবে ?'

'থেমে তারপর ?'

'এখান থেকে সরে পড়ো।'

'তোমারা যদি রাস্তা খালি করে দাও আর পুলিসী পাহারার ব্যবস্থা করো, তাহলে আমরা চলে যাবো। নিচের গর্তে দেড়শো মেয়ে আর বাচ্চা রয়েছে, ওদের আমরা নেকড়ের পালের মুখে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি,' সে বললো।

'আচ্ছা—এসব আমরাও আর চাই না।'

সে ফিরে গিয়ে দঙ্গলের তিন পাণ্ডার সঙ্গে আবার ফিসফিসিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু করলো। আর তখনই আমাদের পিছনে ট্রাকটা এসে হাজির হলো। আমি পিছিয়ে এসে ওটা আড়াআড়িভাবে রাস্তায় দাঁড় করাতে সাহায্য করলাম। রাস্তা আটকে ট্রাকটা জায়গামতো দাঁড়াতেই আমি শ্রমিক সমিতির সদস্য দু'জনের সঙ্গে চট করে শলাপরামর্শ সেরে নিলাম। যেন-তেন-প্রকারেণ আমাদের যে সময় কাটাতে হবে এ বিষয়ে আমরা একমত হলাম। ওরা আমাকে চাপ দিতে লাগলো, আমি যেন ঐ রেল-কর্মচারীর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করি। যেহেতু এখনও পর্যন্ত আরোহী-পুলিস, সাধারণ পুলিস অথবা কোনরকম উদ্ধারকারী দলের চিহ্নমাত্র নেই, সদস্যদের একজন হামলাবাজদের বাধা ভেদ করে টেলিফোনে সাহায্য চাইবার চেষ্টায় যেতে

রাজী হলো। কিন্তু সে বাঁধের ঢাল বেয়ে নামামাত্রই ওরা আমাদের আবার আক্রমণ করলো। রেল-কর্মচারীটিকে সেই আমার শেষ দেখা।

এবারের আক্রমণটা আরও পরিকল্পনা-মাফিক। ওরা শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ধীরে ধীরে চেপে ধরলো আমাদের। সেই চাপে আমাদের তিনটে সারিই একেবারে থেঁতলে গেলো ট্রাকের গায়ে। তারপর প্রথম সারির লোকেদের ভালোরকম শাস্তি দিলো ওরা—একজন লম্বা স্বাস্থ্যবান নিগ্রো কর্মী এতক্ষণ নিজেকে ভালোই জানান দিয়েছিলো, ফলে ওদের মনোযোগ ঘন হলো তারই ওপর। যেন এক বিশাল নেকড়ে বাঘকে ঘিরে কেঁউ কেঁউ করা কুকুরের দল। ওরা দলবদ্ধভাবে থাবা বসাচ্ছে তার গায়ে, আর সে ওদের ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, ঘুষির আঘাতে হটিয়ে দিচ্ছে পিছনে। এটা আমার মনে আছে। মনে আছে, একরম আরো টুকরো টুকরো দৃশ্য। তবে আমার আসল মনোযোগ ছিলো সামনের দিকে। গত পনেরো বছরে এভাবে কখনও লড়াই করিনি। ছোটবেলায় বস্তিতে মানুষ হয়েছিলাম। তখনকার দিনগুলোর পর থেকে আর লড়াই করিনি। নিউ ইয়র্কের পথে পথে ছেলেরা যেমন দল বেঁধে লড়াই করে, তার পর থেকে কখনও নয়। কিন্তু এখানকার লড়াই বাঁচার তাগিদে লড়াই। কারণ চারিদিকে ক্যামেরা ঝলসে উঠছে। খবরের কাগজের লোকেরা সব টুকে নিচ্ছে, লিখে নিচ্ছে প্রতিটি ঘুষির খতিয়ান, যাতে ভোরবেলার কাগজে আপনারা পড়তে পারেন কি করে ওয়েস্টচেস্টার জেলায় কয়েকজন লালকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তফাতের মধ্যে আমরা এভাবে মরবো না। ওদের সেই বিশাল, মানসিক বিকারগ্রস্ত, গর্জনকারী ওজনকে আমরা লড়ে হটিয়ে দিলাম। ফলে আমাদের সামনে আবার তৈরী হলো খানিকটা ফাঁকা জায়গা।

এখন রাত হয়ে গেছে। এবং এই প্রথম, সামনের ঐ দলটার মেজাজ আমি পুরোপুরি ধরতে পারলাম। আর একই সঙ্গে সেই প্রথম বুঝলাম, আজ রাতে এখানে আমাদের সকলের মারা যাওয়াটা নেহাৎ অসম্ভব নয়। আমাদের সব ক'টা সারি হেলে পড়েছে ট্রাকের গায়ে। অর্ধেকের শরীর রক্তাক্ত, প্রত্যেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন, মাথার খুলি ফাঁক হয়ে গেছে, মুখ ক্ষত-বিক্ষত। মনে হচ্ছে, এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের লড়াই বুঝি অনন্তকাল ধরে চলেছে।

'আর কতোক্ষণ ?' কে একজন প্রশ্ন তুললো।

ওরা তখন আমাদের লক্ষ করে উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে, বিকৃত ঘৃণা ও তিক্ত হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর পুরো স্বাদ পেয়েছে ওরা।

'কোন শালাকে এখান থেকে বেরোতে দেবো না!' ওরা চিৎকার করে বলছে, 'প্রত্যেকটা কেলে বেজন্মা আজ এখানে খতম হবে! প্রত্যেকটা ইহুদী বেজন্মা আজ এখানে খতম হবে!'

আর সাংবাদিকরা শান্তভাবে সবকিছু লক্ষ করতে লাগলো, ট্রিকে নিতে লাগলো। বিচার-দপ্তরের প্রতিনিধিরাও তাই করছে।

আমি ঘড়ি দেখলাম। কারণ মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল পার হয়ে গেছে। কিন্তু তখন সবে আটটা বেজে কয়েক মিনিট। আমার মেয়েকে চুমু খেয়ে যখন বলে আসি, পলের গান শুনে এসে ওকে সব বলবো, তার পর থেকে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক পার হয়েছে। ও জিজ্ঞেস করেছিলো, 'আমার গানটা কি সে গাইবে?' ও বলতে চেয়েছে 'জল খোকা—জল খোকা—' গানটার কথা। ওকে বিশাল দু-হাতে তুলে দুলিয়ে এই গানটি পল একবার ওকে গেয়ে শুনিয়েছিলো। এদিকে ওরা আমাদের অথবা রোবসনকে খুন করার জন্য চিৎকার করছে। আমাদের ছত্রিশজনের প্রত্যেকের মনে তখন আসন্ন এবং অনিবার্য মৃত্যুর চিন্তা। এই মুহূর্তে সেটা অবাস্তব মনে হলেও তখন কিন্তু অবাস্তব ছিলো না। আমাদের সামনে কোন পথ নেই, শরীর রক্তাক্ত, একটু পরে হয়তো আর লড়তেও পারবো না। জানি, কিসের মুখোমুখি তখন আমি দাঁড়িয়েছি। আপাতভাবে মনে হয়েছে, ওয়েস্টচেস্টারের এক ছোট্ট কোণে এ এক বিচিত্র মৃত্যু—কিন্তু তার যথেষ্ট কারণ ছিলো, তার ভেতরে যুক্তিও ছিলো। পরে যখন আমি অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছি, তখন বুঝেছি, ওরাও সেই একই যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলো···

তিনজন নিগ্রো মেয়ে গর্ত থেকে ছুটে উঠে এলো। এসে বললো, সব ঠিক আছে, কারণ নিচে আমাদের ছ'জন ওদের আক্রমণ রুখেছে। গুণ্ডাগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দিয়েছে রাতের আঁধারে। কিন্তু সামনের রাস্তার অবস্থা দেখে আর চিৎকার শুনে ওদের চোখ বড় হলো, শরীর কাঠ হয়ে গেলো। পরের আক্রমণ শুরু হলো বলে।

'ট্রাকে শুয়ে পড়ো,' ওদের বললাম, 'কোন ভয় নেই, সব ঠিক আছে। এখানেও কিচ্ছু হবে না, নিচেও কিচ্ছু হবে না। কিন্তু এখন তোমরা ফিরে যেতে পারবে না। ট্রাকে শুয়ে পড়ো।' কতকগুলো ছায়ামূর্তিকে আমি বাঁদিকের পাহাড় ডিঙিয়ে আসতে দেখেছি।

তার পরেই আবার আমাদের লড়াই শুরু হলো। ওরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের প্রথম সারির সেই বিশাল নিগ্রো কর্মীটির ওপর। পাথর, বেড়ার ভাঙা খুঁটি, ছুরি, সব নিয়ে ওরা তেড়ে এলো। কিন্তু আমরা আবার ওদের হটিয়ে দিলাম। ওদের এতো বেশি ওজন অথচ এতো অল্প সাহস যে আমরা ওদের খেদিয়ে দিলাম। তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম পিছনে, যতোক্ষণ না আমাদের সামনে পাক্কা তিরিশ ফুট জায়গা ফাঁকা হলো। তারপর আবার আমরা পিছিয়ে এসে ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় হাঁপাতে লাগলাম। কিন্তু এবারে তিনজন আর দাঁড়াতে পারছিলো না। আমরা ওদের ট্রাকে তুলে দিলাম। ওরা সেখানে চুপচাপ শুয়ে রইলো। প্রাথমিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই আমাদের হাতের কাছে নেই। ওষুধ নেই, ব্যাণ্ডেজের কাপড় নেই, আর ওসব পরিচর্যার কোন সময়ও নেই।

হঠাৎই এক উজ্জ্বল আভা চোখে পড়লো। আমাদের বাঁদিকের পাহাড়-গুলো হলদে পটভূমিতে স্পষ্ট ও জমাট কালো ছায়া হয়ে গেলো পলকে। এক মুহূর্তের নিঃশব্দ বিরতি। তারপরই আমাদের একজন লাফিয়ে উঠলো ট্রাকে, বললো, 'একটা ক্রুশ পুড়ছে!'

শুধু আগুনের আভাটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাই বলে তার প্রতীকী অর্থ বুঝতে পারিনি এমন নয়। এই সোনার দেশে চারিদিকে বেশ আঁটঘাট বেঁধেই আন্দোলন শুরু হয়েছে; আমাদের দেশে যতো কিছু নোংরা, নীচ ও অশুভ, তার প্রতীক এই জ্বলন্ত ক্রুশ আমাদের আশীর্বাদ করছে। আমাদের রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। যদি নিজেদের মঙ্গল চাই তাহলে যেন আমরা এই নব্য স্বদেশীদের সামনে নতজানু হই।

আমরা নতজানু হইনি। বাঁধন আরও শক্ত করার জন্য আমরা পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরলাম। সংখ্যায় প্রায় হাজারের ওপর সেই প্রকাণ্ড জনতার

দঙ্গল যখন ধেয়ে এলো আমাদের দিকে, তখন আমরা গাইতে শুরু করলাম :

'আমরা—আমরা অটল থাকবো !
আমরা—আমরা অটল থাকবো !
নদীর তীরে মহীরুহের মতো,
আমরা অটল থাকবো !'

দৃশ্যটা একবার ভেবে দেখুন : এখন আমাদের সংখ্যা মাত্র বত্রিশ। ট্রাকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। রাস্তায় কায়দা করে বসানো হেডলাইট ও স্পট লাইটের তীব্র আলোয় আমরা এবং আমাদের সামনে বাঁধের-বুক-চেরা রাস্তা ভেসে যাচ্ছে। বাকি সব ডুবে আছে ঘন অন্ধকারে। এখন সেই আলোয় এসেছে 'নব্য মার্কিনী'রা। রাস্তার ধারের বেড়া থেকে ভেঙে নেওয়া খুঁটি শূন্যে ভাঁজছে, ছুরি ও খাটো ডাণ্ডা ঘোরাচ্ছে। শক্ত জোট বেঁধে জনতা-সড়কের দিক থেকে তেড়ে আসছে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, গণহত্যার নজীর স্থাপনের জন্য। এই দেশে এটাই হলো ওদের অদ্ভুত সুবিধে। কারণ এখানে সকলেরই স্বাধীনতা আছে, নেই শুধু তাদের যারা ওয়াশিংটনের ভদ্দরলোকেদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারে না। লড়াই শুরু হয়েছে পাক্কা দেড় ঘণ্টা। অতএব পীকস্কিল-এ কি ঘটছে তা বেতারে দেশের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দেবার পক্ষে এই সময় যথেষ্ট। মহান গণহত্যা প্রত্যক্ষ করার জন্য সাংবাদিকরা এখানে হাজির রয়েছে। নিউ ইয়র্কের প্রতিটি খবরের কাগজ, তাদের ডাকসাইটে লেখক ও ছবি তুলিয়ের দল, সবাই হাজির, নেই শুধু একটাও পুলিস অথবা রাজ্য আরোহী-পুলিস—একটাও নয়।

সুতরাং ওরা শিকারের ওপর অনিবার্যভাবে ঝাঁপিয়ে এলো। কিন্তু আমাদের গান ওদের থামিয়ে দিলো। এটা বুঝতে হলে ঘটনাস্থলে আপনাদের উপস্থিত থাকা দরকার ছিলো ; আমরা যারা ছিলাম সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম ; এটা আমাদের কাছে কোন ভোজবাজি নয়, বরং যুক্তিযুক্ত ও কারণসঙ্গত। আমার ধারণা, সেই মুহূর্তে আমাদের সমস্ত ভয় কেটে গিয়েছিলো এবং সেই নরকের উপত্যকা থেকে পালিয়ে বাঁচার আশায় প্রার্থনা করা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছি তিনটি সারিতে,

হাতে হাত আঁকড়ে গেয়ে চলেছি সেই সুন্দর সুপরিচিত গান—অন্যান্য সব গানকে ছাপিয়ে যে গান হয়ে উঠেছে মার্কিন গণতান্ত্রিক শক্তির স্তবসঙ্গীত।

স্পষ্ট মনে পড়ে, বহু বহুবার লোকের মুখে এই সুপরিচিত গান আমি শুনেছি, কিন্তু সেই রাতে যেভাবে গানটা গাইতে শুনলাম, তা তুলনাহীন। সে গান যেন জোয়ারে ভাসিয়ে দিলো উন্মত্ত মারমুখী জনতাকে। তারপর রাস্তা ছাড়িয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, জাত-লড়াকু মানুষগুলোর গভীর মন্দ্র স্বর ভেসে গেলো দিকে দিকে। বীর প্রাক্তন সৈনিকদের কাছে এ এক নৈতিক হেঁয়ালি। ওরা দেখলো, এক সারি নিগ্রো ও সাদা হাতে হাত ধরে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত পোষাকে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গান করছে—আর সেই গান ওদের থামিয়ে দিলো। আমাদের ডজন ফুট তফাতে ওরা থমকে দাঁড়ালো। ওদের চিৎকার স্তব্ধ হলো। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ করছে, আমাদের গান শুনছে, আর আঁচ করতে চেষ্টা করছে আমরা কোন্ ধাতুতে তৈরি—এটা অবশ্য বরাবরই ওদের কাছে এক দুর্বোধ্য ব্যাপার। তার ঠিক পরেই ওদের একজন প্রথম পাথরটা ছুড়ে মারলো।

ওরা এখন আর আমাদের স্পর্শ করতে চায় না, অথবা ভরসা পাচ্ছে না, তাই পাথরের আশ্রয় নিয়েছে। ওরা পিছিয়ে গিয়ে পাথর ছোড়ার জন্য অনেকটা জায়গা করে নিলো। প্রথমে দু'একটা পাথরের টুকরো, তারপর আরও, অবশেষে ট্রাকের ধাতব গায়ে পাথরের অস্থির ঠকাঠক শব্দে বেজে উঠলো উত্তাল বাজনা। আমরা গেয়ে চললাম। শরবতি লেবুর আকারের একটা বড় পাথরের টুকরো আমার পাশের নিগ্রোটির পেটে এসে আঘাত করলো কুৎসিত শব্দে; ওদের থাবার জটলায় দাঁড়িয়ে এই নিগ্রোটিই অদ্ভুত-ভাবে লড়াই করেছিলো। সে কুঁজো হয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। আমরা তাকে ট্রাকে তুলে দিলাম। বেস-বলের মাপের একটা পাথর এসে সরাসরি আঘাত করলো বছর সতেরোর একটি নিগ্রো ছেলের মুখে; এই দেখছি ওর মুখ, আর পরমুহূর্তেই ভাঙা দাঁত ও থেঁতলে যাওয়া নাকের তালগোল পাকানো রক্তাক্ত এক পিণ্ড। আমার বাঁদিকের সাদা লোকটি রগে চোট পেয়ে বিনা শব্দে মাটিতে ঢলে পড়লো। তাকিয়ে দেখার দরকার নেই; ভোঁতা শব্দ, চামড়া কেটে হাড় ভাঙার শব্দ পেলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ চোট পেয়েছে; দু'পায়ে

খাড়া হয়ে হামলাবাজদের টক্কর নেবার লোক আরও একজন কমে গেলো, এবং এটা ঘটছে খুব দ্রুত। নিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো পরিণত হলো মুষলধারে বৃষ্টিতে। বৃষ্টির অসংখ্য পাথর যে আমাদের গায়ে না লেগে পিছনের ট্রাকে গিয়ে ঘা খেলো তা নেহাৎই এক অলৌকিক ঘটনা বলতে হবে। ক'জন চোট পেলো প্রথমে সেটা গুনতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু তারপর গোনা বন্ধ করে ট্রাকের কাছে পিছিয়ে এসে একজন নাবিকের সঙ্গে শলাপরামর্শে মন দিলাম।

'এই রকম আর পাঁচ মিনিট চললে আমরা শেষ হয়ে যাবো,' সে বললো। একটা পাথর এসে তার তলপেটে লেগেছে। সে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত।

যুদ্ধের সময়কার একটা মতলব মাথায় আসতেই তাকে চটপট সেটা বলে ফেললাম। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো নিচের গর্তের মহিলা ও শিশুদের বাঁচানো। যদি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে আমাদের মৃতদেহগুলো এখানে স্তূপাকারে রাস্তার ওপরে পড়ে থাকে, তাহলে ওদের কোন উপকার হবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই বাঁধের চেহারার রাস্তাটাকে আমরা আটকে রাখতে পারছি, ততোক্ষণ এখানে থেকে যথেষ্ট লাভ আছে। কিন্তু এখন এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে রাস্তাটা আমরা আর দখলে রাখতে পারবো না। ফলে আমাদের যে ক'জন এখনও দু'পায়ে খাড়া আছে তাদের উচিত নিচের গর্তে নেমে যাওয়া। সেখানে হয়তো এই মারমুখী জনতাকে আমরা আরও কিছুক্ষণ রুখতে পারবো। এক-একটা মিনিটই এখন অনেক। কারণ তখনও আমাদের বিশ্বাস, যে কোন মুহূর্তে রাজ্য আরোহী-পুলিস এসে হাজির হবে। অথচ আমাদের সারি ভাঙলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর আমরা নিমেষে খতম হয়ে যাবো। আমি প্রস্তাব দিলাম, ধরো যদি আমরা ট্রাকটাকে একটা চলন্ত ঢালের মতো কাজে লাগাই, অনেকটা উল্টো ট্যাঙ্কের কায়দায়, তাহলে কেমন হয়। আমরা দল বেঁধে ওটার সামনে থাকবো, ছুটবো খুব আস্তে, এদিকে ড্রাইভার ওটাকে নিচু গীয়ারে গর্তে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

সে একমত হলো, 'সেটাই চেষ্টা করে দেখা যাক, এখানে আর থাকা যাবে না।'

ট্রাকের চালককে যখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি তখন নাবিকরা ফিসফিস

করে সারির সবাইকে সেটা জানিয়ে দিলো। হঠাৎই মোটর গর্জন করে উঠলো।

'ঠিক আছে—চলো, ভাইসব!'

আমরা জনা কুড়ি-বাইশ তখনও ছ'পায়ে খাড়া ছিলাম। ট্রাকটা হেলে-দুলে সামনে এগোতেই আমরা তার গা ঘেঁষে ছুটলাম। ট্রাকটা পিছিয়ে এলো বাঁধের ওপর, তারপর বাঁক নিয়ে উঠে এলো রাস্তায়। ড্রাইভার আলো জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলো—আর তার ফলেই সে পথছুট হয়ে গেলো। সে রাতের কথা চিন্তা করলে এই স্বাভাবিক ভুলের মানে বোঝা যায়। রাস্তা বেমালুম বিসর্জন দিয়ে তার ট্রাক লাফাতে লাফাতে কাত হয়ে মাঠের বুক চিরে রাতের অন্ধকারে ছুটে চললো। সেই সন্ধ্যের ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ষোলোকলা পূর্ণ হতে বোধহয় এই বেহুঁশ কাণ্ডটুকুর প্রয়োজন ছিলো। এই দেখলাম ট্রাকটা আমাদের সঙ্গে রয়েছে; আর পরক্ষণেই বে-আড়াল বিপন্ন অবস্থায় আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। জনতার হিংস্র দঙ্গল গর্জন করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের ওপর।

আমরা ছুটতে শুরু করলাম নিচের গর্ত লক্ষ করে। ছুটতে ছুটতেই যে দৃশ্য দেখলাম তা আমার চিরকাল মনে থাকবে: ট্রাকটা কাত হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, গাড্ডায় উঠছে-পড়ছে, ঢিবি টপকে যাচ্ছে, ঠিক একটা ভারী ট্যাঙ্কের মতো। কি করে একটি স্প্রীংও না ভেঙে ড্রাইভার ওটাকে সোজা রেখেছিলো জানি না—কিন্তু পরে আহত লোকদের এবং প্রচণ্ড-মার-খাওয়া দু'জন ফ্যাসীকে তুলে নিয়ে সে ট্রাকটাকে স্থানীয় হাসপাতালে চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলো।

এখন আমরা ছুটে চলেছি। ছুটন্ত অবস্থাতেই জোট বেঁধে রয়েছি। বাঁক নিয়ে নিচের রাস্তায় পৌছতেই এই প্রথম অ্যাম্ফিথিয়েটারটা দেখতে পেলাম। মঞ্চের ওপর মহিলা ও শিশুর জড়সড় ভিড়। যে দর্শকরা এখনও আসেনি, আর কখনও আসবে না, তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে দু'হাজার শূন্য চেয়ার নীরবে দাঁড়িয়ে। গানের বই ও ইস্তাহার বোঝাই টেবিলটাও চোখে পড়লো। জোরালো বাতির দুরন্ত আলোয় সারা জায়গাটা দিনের মতোই ঝলমল করছে। সেই আলোয় ভেসে যাচ্ছে সারা মাঠ। নিচে নেমে বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম, ঘৃণায় উন্মাদ ফ্যাসীর দল চিৎকার করতে

করতে পাহাড় ডিঙিয়ে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো ঢুকে পড়ছে আলোর বৃত্তে।

এক মুহূর্ত আমরা থমকে দাঁড়ালাম দম নিতে। পরস্পরের উষ্ণতা ও আশ্বাস পেতে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দেখছি, মারমুখী জনতার ঢল নেমেছে নিচের সমতলে। জানি না, আর সকলের কি মনে হয়েছে, তবে এটা খুব স্বাভাবিক যে সকলে মোটামুটি একই জিনিস ভেবেছে। আমার কাছে সেটা ইন্তেকালের পরোয়ানা, সেই রাতের নিতান্তই এক অনিবার্য ঘটনা। সুতরাং ও-নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি। মানুষের আদলের নকল যুক্তিবুদ্ধিহীন এই প্রাণীগুলোর প্রতি আমার মনে জেগে উঠলো শুধু ঘৃণা ও বিরক্তি। আমাদের মেরে ফেলার জন্য কি ভয়ঙ্কর ওদের বিকৃত মানসিকতার অসুস্থ প্রতিজ্ঞা। রেডিও, খবরের কাগজ ও গীর্জার মাধ্যমে মগজ-ধোলাই করে যে জঘন্য নীতি ওদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাকে অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়েই ওরা এখানে আমাদের খুঁজে বের করে চড়াও হয়েছে। ওদের কি পরিবার নেই, ঘর নেই, মনে কোন ভদ্রতা নেই, কোন গুণ নেই, উষ্ণতা নেই এতোটুকু—যে ওরা এ ধরনের বীভৎসতায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে? আর কি ভেবেছিলাম? ভেবেছি, যতোক্ষণ শ্বাস আছে ততোক্ষণ মহিলা ও শিশুদের কাছ থেকে ওদের ঠেকিয়ে রাখবো। আমাদের মুষ্টিমেয় যে ক'জন অবশিষ্ট ছিলো তারাও নিশ্চয়ই ঐ একই কথা ভেবেছে—কারণ আমরা জানতাম আমাদের কি করতে হবে। অতএব কোনরকম শলাপরামর্শ বা চিন্তা না করেই আমরা সব কিছু করে বসলাম।

আমরা ওদের দিকে ধেয়ে গেলাম। ঘন জোট বেঁধে বর্শার ফলার মতো আঘাত করলাম ওদের দঙ্গলে। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে লড়ে পথ করে নিলাম, ঢুকে গেলাম ওদের মাঝে। এই মুহূর্তটুকু ছিলো আমাদের, আমাদের এক ও একমাত্র মুহূর্ত। তার আগে আমরা শুধু আঘাত রুখেছি, ওদের উপহার মাথা পেতে নিয়েছি, সহ্য করেছি, কিন্তু এখন আমাদের ঘৃণা ওদের চেয়ে বড় কম নয়। আর সেই ঘৃণা আমাদের অন্ধ করে দিলো। ফলে সুযোগের হিসেব যদি হাজার বনাম একুশ হয়, তাহলেও আমাদের দারুণ খুশি হওয়ার কথা; কারণ হাতে বন্দুক না থাকলে এবং পিছনে পুলিসী মদত না থাকলে এটাই হচ্ছে এ জাতের জানোয়ারগুলোর সাহসের একরকম মাপকাঠি। কারণ দু'তিন

মিনিট পরেই ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালালো ; এই উল্টো দাওয়াই ওদের বরদাস্ত হলো না। সুযোগ ভারী থাকা সত্বেও ওদের কাছে সেটা তখন যুৎসই মনে হয়নি, ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালালো। আমাদের যারা ঘটনা-স্থলে হাজির ছিলো তারা সকলেই এ দৃশ্য দেখেছে এবং প্রয়োজনে সাক্ষী দিতে পারে।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি দেখেছি খুব অল্পই। মুখ-খিস্তি করতে করতে একটা লোক আমাকে লক্ষ করে একটা খুঁটি চালালো সজোরে ; যে নিগ্রোটি আমাদের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে পেটে পাথরের আঘাত পেয়ে নুয়ে পড়েছিলো, সে খুঁটিটা আঁকড়ে ধরলো, একটানে ছুড়ে ফেলে দিলো একপাশে। তখন আমার সঙ্গে লোকটার ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হলো। আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম। আমাদের ওপর আরো অনেকের বোঝা। এরকম গাদাগাদি অবস্থায় মারপিট করা যায় না, তবে কোনরকমে বুকে হেঁটে আমি বেরিয়ে এলাম। শুনতে পেলাম কেউ চিৎকার করে বলছে, 'সর্বনাশ করেছে, ফাস্টকে ওরা শেষ করে দিলো !'

শেষ আমাকে ওরা করেনি, কিন্তু আমার চশমাটা সেখানে খোয়া গেলো। যখন বেরিয়ে এলাম, আমার জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি, সারা গায়ে রক্ত, কিন্তু ওরা ততোক্ষণে ছুটে পালাচ্ছে। আক্রমণকারী হতে পারলে যে কি দারুণ মেজাজ আসে এই নগণ্য তুঃস্বপ্নের যুদ্ধেও তার সামান্য স্বাদ পেলাম। আমাদের কয়েকজনের যথেষ্ট উপস্থিত-বুদ্ধি থাকায় তারা চেঁচিয়ে বললো, 'থামো ! থামো ! এক্ষুণি মঞ্চে ওঠো !'

আমরা মঞ্চের ওপরে ছুটে গেলাম, আবার হাতে হাত ধরে দাঁড়ালাম—আমরা এখন ভীষণ ক্লান্ত, ভীষণভাবে আহত—আমাদের মধ্যে অক্ষত কেউ নেই—আমরা অল্প অল্প টলছি, রক্তও ঝরছে, কিন্তু মহিলা ও শিশুদের সামনে একটা আঁটোসাঁটো অর্ধবৃত্ত তৈরী করেছি। মহিলা ও মেয়ের দল ভাবলো যে আমরা মোকাবিলা করছি মানুষের ছাঁচে তৈরি কিছু মানুষের সঙ্গে, ফলে ওরা 'তারকা-খচিত নিশান' গানটি গাইতে শুরু করলো। কিন্তু এই বিশেষ গানটির প্রতি ক্রুশ-পোড়ানো দেশপ্রেমীদের কোন ভক্তি আছে বলে মনে হলো না। মেয়েরা যখন গান গাইছে তখন ওরা নতুন করে সাহস

জুগিয়ে আবার তেড়ে এলো। কিন্তু আমরা ওদের হটিয়ে দিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত আলো নিভে গেলো। কেউ জেনারেটরের তার ছিঁড়ে দিয়েছে। এই আকস্মিক রূপবদল রাতের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুললো। লড়াইয়ের জায়গায় আলো নিভে গিয়েছিলো। আমরা যখন ওদের তাড়িয়ে দিলাম তখন নিছক যুক্তিহীন হতাশা ও ক্ষোভে ওরা যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো। ক্ষেপে উঠে চেয়ারগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওদের দেখতে পাচ্ছি না, তবে ভাঁজ করা চেয়ারের ভিড়ে ওদের হিংস্র ফোঁসানি অন্ধকার ভেদ করে শুনতে পাচ্ছি। চেয়ারগুলো এলোপাতাড়ি ছুড়ে ফেলছে, ভেঙে চুরমার করছে। কাজটা যে শুধু কাণ্ডজ্ঞানহীন তা নয়, বীভৎস—ওদের সে রাতের অন্যান্য আচরণের মতোই ভয়ঙ্কর, বিকারগ্রস্ত ও অসুস্থ।

তারপর ওদের একজন আমাদের অর্ধবৃত্ত থেকে প্রায় তিরিশ গজ দূরে আগুন জ্বালালো। প্রথম চেয়ার আহুতি দেওয়া হলো আগুনে, তারপর আরো একটা, তারপর আরও, অবশেষে চেয়ারের এক বিশাল স্তূপ—চেয়ারগুলো আমাদের নয়, বনভোজনের মাঠের মালিক পীকস্কিল-এর জনৈক ব্যবসায়ীর সম্পত্তি। তারপর ওরা আমাদের বই-পত্রসমেত টেবিলটা আবিষ্কার করলো, আর তখনই সেখানে শুরু হলো নুরেমবার্গ-পুস্তক-যজ্ঞের মতো বিকারগ্রস্ত এক অনুষ্ঠানের পুনরভিনয়। নুরেমবার্গের ঘটনা সারা পৃথিবীতে ফ্যাসীবাদের প্রতীক হয়ে আছে। অতএব আমাদের সন্ধ্যা যেন ভূষিত হলো রাজমুকুটে। ফ্যাসীবাদের চরিত্র এতো নিখুঁত, মানুষের ওপর তার প্রভাবের ফলাফল এতো সাংঘাতিক রকম অসুস্থ যে অনিবার্যভাবে একই প্রতীক বারবার জেগে ওঠে; কারণ সেখানে দাঁড়িয়ে, হাতে হাত ধরে আমরা দেখতে লাগলাম নুরেমবার্গের স্মৃতি ক্রমে জীবন্ত হয়ে উঠছে। আগুনের লকলকে শিখা ফুঁসে উঠলো আকাশে। 'মার্কিনী' জীবনযাত্রার রক্ষাকর্তারা আমাদের গাদা গাদা বই তুলে নিয়ে নাচতে লাগলো আগুনের চারপাশে, নাচতে নাচতেই সেগুলো ছুড়ে ফেলতে লাগলো আগুনের কুণ্ডে। আমরা আধো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু আগুনের আভায় ওরা এমনভাবে আলোকিত যেন কোন সাজানো-গোছানো মঞ্চে অনেক যত্নে মহড়া দেবার পর, সভ্যতার মৃত্যুর প্রতীক এই

নাচ দেখানো হচ্ছে।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখলাম। অবশেষে আগুন মরে এলো। নেমে এলো অন্ধকার। আর তারপর, হঠাৎই রাস্তার দিক থেকে একটা ফৌজী মশাল বাঁকা পথে লাফিয়ে উঠলো আকাশে, উজ্জ্বল আলোর বেলুন তৈরি করলো, কিছুক্ষণ যেন স্থির হয়ে রইলো, তারপর সুষম ছন্দে বাতাস কেটে নেমে এলো মাটিতে। চিৎকারের রব মিলিয়ে গেলো। হৈ-চৈ স্তব্ধ হলো। অন্ধকারে নতুন এক ভয়ঙ্কর বিচিত্র নিঃস্তব্ধতা ঘিরে ধরলো আমাদের। সেই নিঃস্তব্ধতার যেন শেষ নেই।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। পৌনে দশটা।

অথচ নিঃস্তব্ধতা এখনও অটুট। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে আধপাগল মহিলাদের ফোঁপানি ও ছোট ছোট বাচ্চাদের করুণ কান্না—চার-পাঁচ-ছ'বছরের এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনেক আগেই নিয়ে আসা হয়েছে যাতে পল রোবসনের প্রাণোচ্ছল গান শোনার কোন সুযোগ ওরা না হারায়।

ঠিক তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর ডেকে উঠলো, 'এই যে—শুনছেন!' আমাদের স্বেচ্ছাসেবক, এ— কে— , তৃতীয় দফার অভিযান সেরে ফিরে এসেছে।

'কি হয়েছে?' আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না। গলে আসার পথ খুঁজতে আমি ওদের ওপর নজর রাখছিলাম, হঠাৎই ওরা পিছু হটে এলো। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো, আর তারপরই সবাই পিছু হটে এলো—কেউ বাদ নেই। মাঠ একেবারে খালি।'

'ট্রাকটা কোথায়? দেখেছো?'

'হ্যাঁ। মাঠের ওপারে যেখানে জব্বর লড়াই হলো, ট্রাকটা সেখানে ফিরে এসেছে। সেখানে দু'জন ফ্যাসী ভীষণ চোট পেয়ে পড়ে ছিলো, আমাদের লোকদের সঙ্গে তাদেরও ট্রাকে তুলে দিয়েছি। ড্রাইভার এখন আটকানো পথ ফুঁড়ে হাসপাতালে যেতে চেষ্টা করছে। আমি বারণ করেছিলাম, কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে আমাদের কিছু ছেলে হয়তো মারা যেতে পারে, তাই ওদের বলে চেষ্টা করে দেখবে যদি ওরা অবরোধ সরিয়ে ট্রাকটাকে ছেড়ে দেয়।' কে—

আরও বললো, 'তার ধারণা ট্রাকে ওদের দলের তু'জন লোক থাকায় ওরা হয়তো পথ ছেড়ে দেবে।'

(পরে জেনেছি, ওরা পথ ছাড়েনি। তখন ড্রাইভার নিচু গীয়ারে পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দেয়, স্তূপ পেরোয়, তারপর আক্ষরিক অর্থে ওদের দঙ্গল ছিন্নভিন্ন করে গাড়ি ছুটিয়ে রাস্তায় নিয়ে আসে। সেখান থেকে সোজা এক হাসপাতালে। সে রাতে ড্রাইভার অথবা ট্রাকটাকে আমরা আর দেখিনি, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তার কাছ থেকে এ কাহিনী আমি শুনেছি।)

'ঐ মশালের আগুন কিসের ?'

'জানি না।'

'অ্যালবানিতে ফোন করেছো—রাজ্যপালকে—আরোহী-পুলিসকে—সাধারণ পুলিসকে—খবরের কাগজগুলোকে ?'

'সাড়ে সাতটা থেকে ফোন করছি,' কে— বললো, 'ওদের প্রায় তিন-চারবার ফোন করেছি। ওরা জানে। রাতের শুরু থেকেই সব জানে।'

'ঠিক বলছো ?'

'নিশ্চয়ই। আমি নিজে আরোহী-পুলিসদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের খুঁটিনাটি সব খবর দিয়েছি—ওরা কথা দিয়েছে, আসবে। তবে ওদের কথা-বার্তার ধরন দেখে স্পষ্ট বুঝেছি ওরা আগে থেকেই সব জানে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি কাজের কাজ করেছো। এখন একটু আয়েস করো।' আমি বললাম।

অন্য কয়েকজন তখন নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতে লাগলো। অন্ধকারে বসে থাকাটা নেহাৎ সহজ কাজ ছিলো না। মহিলাদের কয়েক-জন ওদের বাচ্চাদের নিয়ে সে জায়গা ছেড়ে চলে যাবার জন্য আমাদের কাছে অনুনয়-বিনয় শুরু করলো। পরিস্থিতির চাপ তখন মারাত্মক সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমাদের শক্ত হতে হয়েছে। কখনও কখনও কর্কশ ব্যবহারও করতে হয়েছে ওদের সঙ্গে, কিন্তু ঠিক করলাম, যতোক্ষণ না বাইরে থেকে সামরিক বা অসামরিক কোন বাহিনী আমাদের কাছে আসছে ততোক্ষণ কেউ মঞ্চ ছেড়ে যাবো না। শৃঙ্খলা ও একতার জোরেই আমরা এতোক্ষণ বেঁচে রয়েছি, সুতরাং যতো বিপদই আসুক না কেন, সেই শৃঙ্খলা ও একতা

আমরা কিছুতেই ভাঙবো না। একজন মহিলার কথা আমার মনে আছে। "প্রথম লড়াই শুরু হওয়ার ঠিক আগে ওর স্বামী আমাদের সঙ্গে ওপরের রাস্তায় গিয়েছিলো, এখন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ও আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করছে, অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে স্বামীকে খোঁজার জন্য আমি যেন ওকে অনুমতি দিই···

আর তখনই একজোড়া হেডলাইটের আলো আমাদের চোখে পড়লো। ধীরে ধীরে, অনুসন্ধানী ঢঙে গাড়িটা নেমে এলো গর্তে, আমাদের দিকে। থামলো এসে মাত্র ফুটকয়েক দূরে। একটা ছোট্ট চার আসনের গাড়ি। তিনজন লোক নেমে এলো। চলার পথে আলো ফেলতে ওরা গাড়ির হেড্লাইটগুলো জ্বেলে রাখলো। তারপর এগিয়ে এলো আমাদের দিকে।

আমার কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে এসে ওরা থামলো। আমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করে এক মুহূর্ত চুপচাপ থমকে দাঁড়ালো। এবার ওদের চিনতে পারলাম; ওরা নোটবই হাতে ফিটফাট পোষাকের সেই তিনজন লোক, ওপরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা আমাদের লড়াই দেখেছে আর প্রয়োজন মতো বিভিন্ন তথ্য টুকে নিয়েছে।

হঠাৎই ওদের একজন বলে উঠলো, 'আপনারা ঠিক করেছেন, দারুণ খেল দেখিয়েছেন ওপরে। আমার সেলাম জানাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে শৃঙ্খলা দেখিয়েছেন আপনারা, সাবাস।'

'কি চান বলুন তো আপনারা?' আমি জানতে চাইলাম। এখন কারো সঙ্গে ভদ্রতা করার মতো মেজাজ নেই।

'ভাবছিলাম, আমরা হয়তো আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি। আপনাদের কয়েকজন তো বেশ সাংঘাতিক চোট পেয়েছে। যদি চান তাদের দু-চারজনকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি।'

'উচ্ছন্নে যাও!' আমি বললাম, কিন্তু তখন আমাদের একজন আমার জামার হাতা ধরে টানছে। আমাকে পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে সে ফিসফিস করে বললো, 'ওদের আমি চিনি। ওরা সরকারী লোক, বিচার-বিভাগের প্রতিনিধি। ওদের বিশ্বাস করতে পারেন।'

'কেন?'

'কারণ এই মুহূর্তে কোন তরফে গিয়েই ওদের কোন নাফা নেই। আজ রাতে একটু আগে ওদের দেখেননি? ওরা নিরপেক্ষ। এটা ওদের কাছে এক বিরাট গবেষণার ব্যাপার, ফলে ওরা কোন দলেই নেই। কয়েকটা ছেলের খুব বিশ্রীভাবে রক্ত পড়ছে আর একজনের বোধহয় খুলি ফেটে গেছে। ওরা যদি বলে যে এদের হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তো নিয়ে যাবে।'

'তুমি কি করে ওদের চিনলে—কি করে জানলে ওরা কে?' আমি চাপ দিলাম।

'কারণ আমি এই এলাকায় বহুদিন আছি, তাই এটুকু জানি। ওদের সঙ্গে আমি আগেও কথা বলেছি, আর সেইজন্যেই আপনাকে বলছি, ওরা বিচার-বিভাগের প্রতিনিধি। যাই হোক, ছেলেগুলো যখন এরকম চোট পেয়েছে আমাদের এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।'

তিনজন প্রতিনিধি একই জায়গায় শান্তভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি ওদের কাছে ফিরে এলাম। সে রাতে যে ক'জনকে দেখেছি, ওরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত ও নির্বিকার ত্রয়ী। এখন পকেটে হাত পুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বৃত্তাকারে উপস্থিত আমাদের আহত ও শ্রান্ত সাথীদের দেখছে।

'ক'জনকে আপনারা নিতে পারবেন?' ওদের জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনজনকে।'

'বেরোতে পারবেন তো?'

'সে নিয়ে ভাববেন না। ঠিক বেরোতে পারবো, আর আপনার লোকদের হাসপাতালে পৌঁছেও দেবো।

সুতরাং আমাদের সারির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'শোনো—তোমাদের মধ্যে যে তিনজন সবচেয়ে বেশি চোট পেয়েছে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। এতে লজ্জার কিছু নেই বা ভাববার কিছু নেই। কারো যদি মনে হয় যে খুব বেশি চোট পেয়েছো, তাহলে সামনে এগিয়ে এসো।'

প্রথমে কেউ নড়লো না। যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। চুপচাপ তাকিয়ে রইলো শান্ত ফিটফাট এই তিনজন ভদ্রলোকের দিকে। প্রথমে সারি ভাঙলো একজন তরুণ নিগ্রো। দু'পাশে দাঁড়ানো লোকদের ভর ছেড়ে দিয়ে সে এগিয়ে এলো আমার কাছে। 'নিকুচি করেছে', সে অস্ফুট

স্বরে বললো। তার শরীরটা এপাশ-ওপাশ দুলছে। সারা মুখে রক্ত। জামার সামনেটা রক্তে ভিজে গেছে। সে মাথা ঝোঁকালো। দেখা গেলো মাথার ওপরে দুটো ক্ষত চিহ্ন, একটা কপাল থেকে কান পর্যন্ত ফাঁক হয়ে রয়েছে, দ্বিতীয়টা ইঞ্চি দুয়েক লম্বা। আমি মাথা নাড়লাম। তখন ওরা তাকে ধরে তুলে দিলো গাড়িতে।

এবার এক দ্বিতীয় নিগ্রো সামনে এগিয়ে এলো। ফুলে ওঠা রক্তাক্ত ঠোঁট তুলে ধরে সে মুখের ভেতরে থেঁৎলে হাঁ হয়ে থাকা গর্তটা আমাকে দেখালো। আমি আবার মাথা নাড়লাম এবং সে গাড়িতে প্রথম লোকটির সঙ্গী হলো। তৃতীয় জন এক সাদা যুবক ; তার কাঁধে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। 'মনে হয় ভেঙে গেছে,' সে বললো।

বিচার-বিভাগের তিনজন লোক গাড়িতে উঠে বসলো, গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেলো। আবার আমরা নিঃস্তব্ধ অন্ধকারে ডুবে গেলাম। সারির কাছে ফিরে গিয়ে ওদের পাশে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ভাঙা কাঁধ ও চৌচির মাথা নিয়ে মানুষগুলো কি করে একবারও নালিশ না জানিয়ে অমনভাবে লড়ে গেলো।

এবার আরও তিনটে ফৌজী মশাল দেখা গেলো। লাফ দিয়ে আকাশে উঠে সাদা আলোয় চারিদিক ভরিয়ে দিলো। তারপর অলসভাবে নেমে এলো মাটিতে। (মোটামুটি ঐ সময়ে জে— এন— ওপরের রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলো। তবে সে জানতো না আমরা গর্তে রয়েছি। পরে তার কাছেই শুনেছি, ঝোপঝাড়ের ভেতরে হতাহত দেহ খুঁজে দেখার জন্য রাজ্য আরোহী-পুলিসের দল মশালগুলো ব্যবহার করছিলো।)

সে আলোর এতোটুকুও আমাদের কাছে পৌঁছলো না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা মিনিট কাটতে লাগলো প্রতীক্ষায় ; আর তারপর হঠাৎই গর্তের ভেতরে নীরব দৃশ্যপট ফেটে পড়লো ঘটনা ও গতিতে।

প্রথমে বিকট গর্জন তুলে একটা অ্যাম্বুলেন্স নেমে এলো গর্তে। সাইরেন বেজে চলেছে তারস্বরে এবং লাল হেডলাইট ছড়িয়ে দিয়েছে এক ভূতুড়ে আভা। তারপর গাড়ির পর গাড়ি করে আসতে লাগলো আরোহী-পুলিস ও ওয়েস্টচেস্টার জেলা পুলিস। মুহূর্তের মধ্যে ডজন ডজন গাড়িতে আমাদের

সামনের মাঠটা ভরে গেলো। জায়গাটা ছেয়ে গেলো পুলিস ও আরোহী-পুলিসের ঝাঁকে…

দস্তুর মতো সেটাই সব ঘটনার ইতি হওয়া উচিত ছিলো। এই নয় যে আমাদের উদ্ধার করতে সনাতনী 'জ্যাক ডালটন'-এর কেতায় পুলিস এক নিঃশ্বাসে ছুটে এসেছে; বরং ঠিক তার উলটো। পরে জেনেছি (সে জানায় সন্দেহের লেশমাত্র ছিলো না।) পুলিস ও আরোহী-পুলিসের দল বনভোজনের মাঠের ঘটনা অনেক আগেই টের পেয়েছে। তারা ছিলো হাতের কাছেই, কিন্তু এই নৃশংস নাটক যাতে নিজের পথে নির্বাধায় এগোতে পারে সেজন্য তাদের ইচ্ছে করে আটকে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু যখন এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেলো যে এতো যত্নে ফন্দী আঁটা গণহত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে চলেছে, ঠিক তখনই ওরা ঘটনাস্থলে শ্রীমুখ দেখাতে মনস্থ করেছে; এতো সত্ত্বেও আমরা ভেবেছি এবার অন্তত একটু ক্ষান্তি হবে, হাওয়াব তেজ কমবে।

কিন্তু তা হবার নয়; সেই বীভৎস রাতে আরও একটা অধ্যায় তখনও অভিনয়ের বাকি ছিলো। এবং তার শুরু হলো আরোহী-পুলিসের জনৈক অফিসারকে দিয়ে—সে সদম্ভে পা ফেলে এগিয়ে এলো আমাদের কাছে, জিজ্ঞেস করলো, 'এসব কার কীর্তি ?'

'যাক, সব মিটে গেছে,' আপনমনেই আমি বললাম, 'লোকটা এভাবে কথা বলছে কারণ এটাই পুলিসের স্বভাব। সত্যি সত্যি আর কোন ভয় নেই।' তখন তাকে বললাম, সে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে।

'আপনি আবার কে ?'

'আমার নাম ফাস্ট—হাওয়ার্ড ফাস্ট,' দাঁতে দাঁত চেপে আমি উত্তর দিলাম। এখন সারি ভেঙে গেছে; সে রাতে এই প্রথম আমাদের শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল হয়েছে, এবং অফিসার ও আমাকে ঘিরে সবাই ভিড় করে রয়েছে—ঠিক তখনই অন্যান্য আরোহী-পুলিসেরা ধাক্কা দিয়ে ওদের সরিয়ে দিলো। আমার সঙ্গে যে কথা বলছিলো সে খিঁচিয়ে উঠলো, 'নিকুচি করেছে, সব হাটিয়ে দাও, বসতে বলো সবাইকে!'

'বসে পড়ো।' আর একজন পুলিস চিৎকার করে উঠলো, 'বসে পড়ো সবাই। কেউ নড়বে না!'

'এসব কি ব্যাপার?' আরোহী-পুলিস অফিসারটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবেন, না যাবেন না?'

'যা প্রশ্ন করবার আমি করবো।'

'দেখুন—এখানে আমাদের ওপর ভীষণ ধকল গেছে।'

'আমাদের কথার নড়চড় করতে গেলেই আপনাদের ধকল আরও বাড়বে। যা আপনি এখানকার কে?'

তাকে বললাম, এখানে যে কনসার্ট হওয়ার কথা ছিলো আমি তার সভাপতি।

'কনসার্ট চালাচ্ছে কারা?'

'তারা কেউ এসে পৌঁছতে পারেনি।'

'তাহলে সব ভার কি এখন আপনার ওপর?'

'আর সবার ওপর যেমন, সেরকমই বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে,' সে বললো, 'লোকগুলোকে জায়গামতো থাকতে বলুন। কেউ যদি নড়ে বা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে কপালে দুঃখ আছে। বুঝেছেন?'

'এখানে অনেক ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। বুঝতে পারছেন না, রাতটা আমাদের কিভাবে কেটেছে?'

'আপনি দেখছি নাক বাড়িয়ে ঝামেলা ডেকে আনছেন?' আরোহী-পুলিসটি বললো।

'না, ঝামেলা আমি চাই না। অনেক ঝামেলা সয়েছি। এখন শুধু এখান থেকে বেরোতে চাই।'

'তাহলে যা বলছি তাই করুন। সবাইকে জায়গা ছেড়ে নড়তে বারণ করুন। নইলে সুদে-আসলে দাম দিতে হবে।'

সুতরাং ভিড় ঠেলে সারি ধরে সবার কাছে গেলাম, বললাম সেকথা। ওদের বললাম, 'আর কিছুক্ষণ। এতোক্ষণ আমরা অনেক কষ্ট করেছি, সুতরাং আরও কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই পারবো। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

একরকমভাবে সেটাই ছিলো সন্ধ্যের সবচেয়ে দুঃসহ অংশ। আমরা বসে

আছি আর এক ডজন রাজ্য আরোহী-পুলিস আমাদের সামনে পা ফাঁক করে অটলভাবে দাঁড়িয়ে, সঙ্গী লাঠির ওপর ওদের আঙুল নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। না, এজন্য ততোটা দুঃসহ নয়—আসলে নেপথ্য কাহিনী জানার পর সেখানে বসে অপেক্ষা করাটা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। আর সেই কাহিনী আমি জেনেছি খুব শীগগীরই।

আমার ঘোরাফেরায় ওরা কোন বাধা দেয়নি। তাছাড়া ওয়েস্টচেস্টার পুলিসের একজন কথাবার্তা চালাতে রাজী হলো। সংক্ষেপে সে বললো যে ফ্যাসীদের একজন—নাম উইলিয়াম সিকর—ছুরি খেয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলো। একটু আগে একটা গুজব কানে এসেছে, সে মারা গেছে। বার-বারই আমার মনে হয়েছে, পুলিস যে আদৌ গর্তে এসে হাজির হয়েছিলো তা শুধুমাত্র এই গুজবের ভিত্তিতে, কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। যাই হোক, সিকর যদি মারা গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের যারা যারা রাস্তার ওপরে ওদের আক্রমণ রুখতে লড়াই করেছে, তাদের প্রত্যেকের নামেই খুনের অভিযোগ আসবে। এই কারণেই এভাবে আমাদের এখানে আটকে রাখা হয়েছে—যাতে ওরা হাসপাতাল থেকে রিপোর্ট পেয়ে দরকার হলে খুনের হুলিয়া ঝুলিয়ে আমাদের হাজতে ঢোকাতে পারে।

(আমাদের কারো সঙ্গেই কোন ছুরি ছিলো না। পরে প্রমাণ হয়েছে, মাতাল অবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করার সময় সিকর ওর নিজের দলেরই একজনের হাতে ছুরি খায়।)

আমাদের লোকজনের কাছে আবার ফিরে গেলাম। বললাম, 'কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের দলে তো কারো হাতে ছুরি ছিলো না।'

'ওদের কাছে ছিলো—অনেক।'

'ওদের এই খুনের অভিযোগ ধোপে টিকবে?'

'যদি তেমন করে চেষ্টা করে, টিকবে—আমার মনে হয়, ওরা কলকাঠি নেড়ে যে কোন মামলা সাজাতে পারে।'

'এ রাতে যা কাণ্ড হলো এরপর ওরা আমাদের চল্লিশজনকে খুনের দায়ে কোর্টে তুলতে পারবে?'

'চাইলে ওরা সব পারে। ইচ্ছে করলে সাজাও লাগাতে পারে। এসব

বন্দী তো ওদেরই, তাই না?'

বিশ্বাস করতে মন চায়নি এই তো আমরা বেঁচে আছি। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে এতাবৎ বে-নজীর এই নিদারুণ ভয়ঙ্কর ও অভাবনীয় গণহত্যার প্রচেষ্টাকে সারাটা সন্ধ্যে লড়াই করে আমরা রুখেছি। এটা সাধারণ কোন দাঙ্গা অথবা কোন গণ-বিক্ষোভ নয়, বরং দু'শো লোককে হত্যা করার মতলবে হিসেবী এক আক্রমণ। আর সেটা আমরা ব্যর্থ করতে পেরেছি কারণ আমরা মাথা ঠিক রেখেছি; সাহস হারাইনি। প্রাণে বাঁচবো এরকম কোন সত্যিকারের আশা আমাদের কারোরই ছিলো না, অথচ এখন আমরা বেঁচে রয়েছি। পুলিস এসে গেছে। রাজ্য আরোহী-পুলিস এসে গেছে। যে সব চমৎকার বিধিসম্মত প্রতিরক্ষাকে কোন মার্কিন নাগরিক নিজের অধিকার বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়, যে অধিকার কোন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে তার আইনসঙ্গত অধিকার, তার সবই এসে হাজির—অথচ এখন আমাদের আটকে রাখা হচ্ছে যাতে আমাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা যায়। আজ রাতের কীর্তির পিছনে যাদের চক্রান্ত ও মদত রয়েছে সেই জাতের জন্তুগুলোর সামনে এক বিশাল গণ-প্রদর্শনীর আয়োজন করতে ওরা কলকাঠি নেড়ে আমাদের ফাঁসাতে চায়।

তখন এটা বিশ্বাস হওয়া কঠিন ছিলো, কিন্তু আজ আর নয়। 'ভয়ঙ্কর' জিনিসটা এখন জীবনের এক মেনে নেওয়া ছক। আর সাজসের ঝুটো মামলা সমস্ত প্রগতিবাদী মার্কিনীর জীবনকে একই সুতোয় গেঁথে ফেলেছে। সেখানে নীতিবোধহীন বাচাল পেটোয়া বটতলার সাক্ষীরা সারা দেশ জুড়ে বসে রয়েছে সাক্ষীর চেয়ারে। কোন বোকা-হাবার মুখ থেকে ঝরে পড়া লালার মতো ওদের মিথ্যে ঝরে পড়ে। তবে তখন এসব ব্যাপার নতুন ছিলো, তাছাড়া লড়াইয়ের রক্ত তখনও আমাদের গায়ে শুকোয়নি। ফলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করে মেনে নেওয়া সেই মুহূর্তে আরও শক্ত ছিলো।

তখনও বিশ মিনিট বাকি। প্রতিটা মিনিটই সুদীর্ঘ ও যন্ত্রণাময়। আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি আর ভাবছি। জার্মানী সম্পর্কে যা পড়েছি ও শুনেছি তার সঙ্গে সে রাতের ঘটনাকে মেলাতে চেষ্টা করছি। আর একই সঙ্গে নিজেকে বলেছি, 'যা হওয়ার এভাবেই হয়। তখন সারা দেশের মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। কিছু জানতেও পারে না আর বিশেষ আমলও দেয় না। কিন্তু

এভাবেই এসব হয় তার কারণ অন্য কোথাও এ-জাতীয় ঘটনার নজীর দেখে ভদ্র-সভ্য মানুষের শিক্ষা হয় না। তাছাড়া সাম্যবাদ-বিরোধী পোকা-থিকথিকে মণ্ড খাইয়ে দেওয়া হয় শ্রমিক ও কর্মীদের। কারণ বিক্রির জন্য দাঁড়িপাল্লায় উঠবে দেশের নতুন দেবতা। কোথাও এক অমানুষিক বীভৎসতা তিলে তিলে তৈরী করা হচ্ছে। তার জন্য জনজীবনে ধীরে ধীরে সন্ত্রাস ঢুকিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে বীভৎসতাকে জীবনেরই এক অঙ্গ বলে আমরা মেনে নিতে পারি···'

এখন শুধু গাড়ি আসছে আর যাচ্ছে। নীল ও ধূসর-রঙা উর্দিতে কর্ম-চঞ্চলতায় গর্তটা সজীব হয়ে উঠেছে। টমাস ই. ডুয়িরং জমকালো প্রাসাদ-রক্ষীরা হাঁটু-পর্যন্ত-ঢাকা বুটজুতো পরে সারা জায়গাটা গটমট করে চষে বেড়াচ্ছে। নিজেদের সরু কোমর ও সুন্দর মুখশ্রী জাহির করছে। যে ছোট বাহিনীটি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তার চাঁইরা এখন নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শে ব্যস্ত। ঠিক তখনই স্থানীয় ওয়েস্টচেস্টার পুলিসের একজন, ইশারা করে আমাকে ডাকলো। কাছাকাছি এক ছোটখাটো শহরের নিতান্তই এক ছোট-খাটো শহুরে পুলিস সে। তার ভেতরে তখনও মনুষ্যত্বের কিছুটা অবশিষ্ট ছিলো। আমি কাছে যেতেই সে ফিসফিস করে বললো, 'আর ভয় নেই। লোকটা পটল তুলবে না। আসলে ওর পেটে সামান্য কেটে গেছে। তাছাড়া ওরা জানে না কে ছুরি মেরেছে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

ফিরে গিয়ে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিলাম। আমাদের মুখে অল্প অল্প হাসি ফুটলো। রাজ্য আরোহী-পুলিসদের ব্যবহার হঠাৎই পাল্টে গেলো। ওরা হয়ে উঠলো ভদ্র, দয়ালু, বাধ্য, হাসিখুশি। ওদের বিষয়ে ঠিক যেমনটি বইয়ে লেখা আছে—আইনের চমৎকার ধূসর হর্তাকর্তা ও সার্বভৌম নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অধিবাসী! তারপর ওদের এক হোমরা-চোমরা মাথা এগিয়ে এলো আমার কাছে। কাঁধে হাত রেখে সুন্দর আন্তরিক ও বন্ধুত্বের সুরে বললো, 'শুনুন ফাস্ট, এখন আমাদের একমাত্র কাজ হলো আপনার লোকদের বের করে নিয়ে যাওয়া। আর বের করে নিয়ে যাবো আমাদের পাহারায়, যাতে আপনাদের একটা চুলও কেউ ছুঁতে না পারে। রাতটা আপনাদের খুব ধকলে কেটেছে। তবে এখন সব মিটে গেছে, আর কোন চিন্তা নেই। কে কোন্

জায়গা থেকে এসেছে সেই বুঝে আপনি এখন সবাইকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন। তারপর আমার লোকেরা আমাদের গাড়িতে করে সবাইকে যার যার বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

(জানি না তখন কোন্ মহানির্দেশ এসে পৌঁছেছিলো। খুনের অভিযোগ থেকে সোজা এই জিনিস! তবে হতে পারে অ্যালবানি হয়তো টের পেয়েছে পীকস্কিল-এর কাছাকাছি এই গর্ত থেকে কি পরিমাণ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।)

তার কথা মতো কাজ করলাম। আমাদের লোকেরা তখন শ্রান্ত-ক্লান্ত, কিন্তু ওদের মনের জোর তখনও অটুট। মহিলারা বেশ ভালোই মনের জোর দেখিয়েছে। ওদের ধৈর্যও অনেক। এদিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখন ওদের মায়ের কোলে ঝিমোতে শুরু করেছে। পীকস্কিল-এর দুঃস্বপ্নের প্রথম পর্ব ক্রমে শেষ হয়ে আসছে।

এরপর সবকিছুই চটপট হতে লাগলো। সহযোগিতা ও দক্ষতা প্রকাশের আদেশ পেলে রাজ্য-পুলিস যে কতোখানি কর্মতৎপর হতে পারে সেটা আমাদের দেখানো হলো। গাড়ির পর গাড়ি ভর্তি করে রওনা হয়ে যাচ্ছে। গর্ত ফাঁকা করতে একটা ঘণ্টাও লাগলো না। পুরুষ, মহিলা ও শিশু, যারা পীকস্কিল-এর প্রাথমিক বীভৎসতা সয়ে টিকে থেকেছে তারা সকলেই হয় বাড়ি পৌঁছে গেছে অথবা রওনা হয়ে পড়েছে বাড়ির দিকে।

সব শেষে রয়ে গেলো জনা কয়েক আরোহী-পুলিস, আমি, একজন নিগ্রো মহিলা (আমার এক পুরোনো বন্ধুর স্ত্রী।) এবং দুজন শ্বেতাঙ্গিনী। ওদের বাড়ি ক্রোটনের দিকে, তাই আমার সঙ্গে যাবে বলে অপেক্ষা করছে। আমার গাড়িটার অবস্থা ঠিক আছে কিনা দেখে আসা পর্যন্ত ওদের আরোহী-পুলিসের পাহারায় থাকতে বলে গেলাম।

গাড়ির অবস্থা ঠিকই ছিলো—ঘটনাচক্রে সে রাতে যে কয়েকটি গাড়ি মেরামতের-বাইরে-ভাঙচুর হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলো, আমার গাড়ি তাদের অন্যতম। গাড়িতে চড়ে আমরা রওনা দিলাম। চশমা নেই, ফলে খুব আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। তবে অসুবিধে কিছু হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই মহিলারা বাড়ি পৌঁছে গেলো।

(উল্লেখ করা দরকার যে আমরা যখন বনভোজনের মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে

আসছি তখন আরোহী-পুলিসের দল ঝোপঝাড় পিটিয়ে হতাহত লোকে
খোঁজ করছে ; কারণ ওয়েস্টচেস্টারের সব জায়গা থেকেই নিখোঁজ মানুষে
খবর এসেছে—আমাদের দলের নিখোঁজ মানুষ। এছাড়া, বেরিয়ে আসা
পথেই প্রথম দেখলাম রাস্তার ধারে ভাঙচুর করা গাড়ির বিকৃত ধ্বংসাবশেষ
বুঝলাম, যারা কনসার্টে এসেছিলো অথচ ঢুকতে না পেরে ফিরে গেছে, তা
কেউই অক্ষত অবস্থায় রেহাই পায়নি।)

বাড়ি পৌঁছে গ্যারেজে গাড়ি রেখে যখন ভেতরে ঢুকলাম তখন মাঝরা
পেরিয়ে গেছে। মিসেস এম— তখনও জেগে রয়েছেন ; সারা রাত ধরে শ
টেলিফোন বেজেছে, একটানা আমার খোঁজ করেছে প্রত্যেকে—আমি কোথা
বেঁচে আছি না মারা গেছি। মিসেস এম— বেশি কথা বললেন না।
বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি বেঁচে আছেন।'

কি হয়েছিলো সেকথা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না ; যা হয়েছে, সা
রাত ধরে টেলিফোনে উনি তার ভালো রকম আঁচ পেয়েছেন। আর শু
একজনের খোঁজই উনি করলেন : পল রোবসন।

আমি বললাম, 'আশা করি তার কিছু হয়নি। অবশ্য এখনও কোন খব
জানি না।'

(পরে জেনেছি, বনভোজনের মাঠের মাইলখানেকের মধ্যে তার গা
আসতে পারেনি, এবং সে নিরাপদেই আছে।)

মিসেস এম— আমার দিকে তাকালেন। দেখলেন জমাট রক্তে মা
জামা, রক্তাক্ত মুখ ও হাত। তারপর হঠাৎই শুভরাত্রি জানিয়ে শুতে চ
গেলেন। সে রাতে হাডসন নদীর উপত্যকায় একজন নিগ্রো হওয়াটা খু
সুখের ছিলো না।

খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিলাম তবে ছুঁতে পারলাম না। রান্নাঘরে
টেবিলে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তাকিয়ে রইলাম হাতের পানীয়ের দিকে
চেষ্টা করলাম চেখে দেখতে কিন্তু পারলাম না। টেলিফোন বেজে উঠলো।

জে—এন—। আমার কণ্ঠস্বর শোনার পর তার গলায় যে স্বস্তির সু
ফুটে উঠলো তাতে আমি একটু অবাক হলাম। তারপর তার সন্ধ্যেবেলা
অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। সে ছিলো আমার সেই নিগ্রো বন্ধুটির সঙ্গে, যার প্র

আমার গাড়িতে বনভোজনের মাঠ ছেড়ে রওনা হয়েছিলো। আমাদের লোকজনের মৃতদেহগুলো অন্তত পাওয়া যায় কিনা এই আশা নিয়ে তারা বেরিয়েছে। কাছাকাছি সব হাসপাতালে ফোন করেছে। আমাদের আট-জনের খোঁজ পেয়েছে, কিন্তু তাদের সবার নাম জানতে পারেনি। তারপর যখন তারা বনভোজনের মাঠের পাশ দিয়ে গেছে তখন ফ্যাসীরা দলে দলে বেরিয়ে আসছে। আমার ধারণা, হর্তাকর্তাদের সঙ্গে আগেভাগে শলা করে রাখা চুক্তি মতোই একাজ ওরা করেছে। নিচে তখন সব অন্ধকার। ফলে জে— এন— ভেবেছে আমরা চলে গেছি। অবশ্য আমরা বেরিয়ে যাবার পর তারা দু'জন আবার সেখানে ফিরে এসেছিলো।

রাস্তার ওপরে ও গর্তে যে লড়াই আমরা করেছি তার ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা এখনও আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। যুক্তিবাদী সভ্য মানুষের পৃথিবী থেকে কতো দূরে আমরা সরে গিয়েছিলাম! তাকে জিজ্ঞেস করলাম পীকহিল-এ কি হয়েছে সে খবর লোকে জানে কি না।

'সারা দুনিয়া জানে,' সে উত্তর দিলো।

কিন্তু তবুও সেটা অসম্ভব মনে হলো। ওপরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখলাম। আমার মেয়ের ঘরে রাতের আলো জ্বলছে। আমি ঢোকামাত্রই ও চোখ খুলে তাকালো, হেসে বললো, 'বাপিসোনা,' তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

জামা-কাপড় খুলে ধোঁয়া-ওঠা উষ্ণ জলের ধারাস্নানের নিচে দাঁড়ালাম।

আপনমনে বললাম, 'যাক, কাজ শেষ। আজকের রাত কেটে গেছে। পরে যাই হোক না কেন, আজকের রাতটা কেটে গেছে। তাছাড়া পীকহিল-এ আমার ঢের হয়েছে। ওরা যদি এর ওপরে কোন সেতু তৈরী করতে চায় তো করুক।'

আমি ভীষণ ক্লান্ত। এখন শুধু চাই ঘুম।

তৃতীয় পর্ব ঃ রবিবারে প্রতিক্রিয়া

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠলো। ফোন তুলে ঘুম জড়ানো আমেজে শুনে চললাম, গত রাতে প্রাণে বেঁচেছে, মহিগান কলোনীর এমন এক বাসিন্দা বলছে যে দশটার সময় তার বাড়ির লনে একটা সভা বসবে, তাতে আমি হাজির থাকবো কি না।

'থাকবো,' বললাম আমি।

র‍্যাচেল ও জনি তখন প্রাতরাশ সারছে; সূর্য ঝলমল করছে; পৃথিবীর সবকিছুই ঠিকঠাক রয়েছে; গত সন্ধ্যায় যা হয়েছে তা এক দুঃস্বপ্ন মাত্র। দুঃস্বপ্ন ফিকে হয়ে যায়, ঝাপসা হয়ে তাকে আর চেনা যায় না; এই সুন্দর সুন্দর বাড়ি ও খোশমেজাজি মানুষের রোদ-ঝকমকে শান্ত দুনিয়ায় এই মনোরম গ্রীষ্মকালে যে ঘটনার সাক্ষী আমি হয়েছি তা যেন নিতান্ত ও পুরো-পুরি অসম্ভব। অন্য কোথাও এ ঘটনা ঘটতে পারে; হিটলারের জার্মানিতে হতে পারে; কিন্তু এখানে নয়। এটা হলো সেই আমেরিকা যাকে আমি চিনি, ভালোবাসি, শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে যার কথা আমি লিখেছি। স্বাভাবিকতার উজ্জ্বল জগতে আমার ক্ষতচিহ্নগুলো এবং ফুলে ওঠা কব্জিটা পর্যন্ত যেন দুরূহ কোন অসঙ্গতি।

মিসেস এম— অল্প কথা বলেন; ওঁর মতো লোকদের নিয়ে এটাই এক অসুবিধে। অথচ গত রাতের ঘটনার খুব সামান্য, ধোঁয়াটে, টুকরো টুকরো কিছু অংশ জানা সত্ত্বেও সেটা ওঁর কাছে যতোটা বাস্তব আমার কাছে হয়তো ততোটা নয়।

যখন বললাম যে র‍্যাচেলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেখানে আর কোন ভয় নেই তো?'

'আজ অন্তত নেই। আর ঝামেলার ভয় থাকলে কি ওকে সঙ্গে নিতাম?'

'কাল রাতে আপনি ওকে নিতে চেয়েছিলেন।'

'কাল রাতের ব্যাপারটা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি,' আমি প্রতিবাদ

করলাম, 'ওটা এমন একটা ব্যাপার, যা কখনও হয় না, হতে পারে না।'

'কিন্তু হলো তো।'

কি হয়েছে, কখন, কেমন করে? র‍্যাচেল ও আমি গাড়ি চালিয়ে মহিগান কলোনীতে পৌঁছলাম। ওর পরনে মনোরম গ্রীষ্মে ছোট্ট মেয়েরা যেমন পরে, সেরকম একটা গোলাপী সান-স্যুট। আমি শুধু ভাবছি, কি হয়েছিলো? এবং কেন? গত রাতে যে রাস্তা ধরে গিয়েছিলাম এখন সেই একই রাস্তা ধরে চলেছি। দুপাশে সেই একই ছোট ছোট উপত্যকা। র‍্যাচেল দারুণ চমৎকার ও খাপছাড়াভাবে নানান বিষয় নিয়ে বক্‌বকম্ করে চললো। পল কি ভালো গেয়েছে? কি গান গেয়েছে পল? গান করতে করতে সে কি ছোট ছোট মেয়েদের কোলে তুলে নিয়েছে? ওর মুখে শুধু পীকস্কিল-এর কথা—ওর নিজের পীকস্কিল। পীকস্কিল মানেই হলো, কি বিশাল, কি দারুণ পল রোবসন কোথাও না কোথাও গান গাইছে।

মহিগানে এসে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যেই সেখানে পঁচিশ-তিরিশজন লোক এসে হাজির হয়েছে, লনে বসে আছে। কয়েক ঘণ্টা আগে যা হয়েছে তাই নিয়ে আলোচনা করছে—অথচ মনে হচ্ছে সেটা যেন হাজার বছর আগের কোন ঘটনা। মহিগান, শ্রাব ওক, পীকস্কিল, ক্রোটন, ইয়র্কটাউন ও কাছাকাছি অন্যান্য বহু গাঁয়ের গ্রীষ্মকালীন ও সালভরের বাসিন্দার একদল নমুনা এখানে হাজির রয়েছে। পেশাদারী ও ছোটখাটো ব্যবসায়ী সব মানুষ। কাল রাতে আমার সঙ্গে ছিলো এমন জনাকয়েক শ্রমিক রয়েছে। যুব সমাজের কয়েকজনও হাজির: একেবারে গোড়া থেকেই তাদের জীবন ফ্যাসীবাদের সুতোয় গাঁথা হয়ে চলেছে। আর রয়েছে গত রাতের কিছু মহিলা ও কয়েকজন শিশু। সুন্দর লনে ওরা সবাই বসে রয়েছে, পিছনে ফুলগাছের সারি। আমি ওদের দলে সামিল হলাম। শুনলাম ওদের কথা। র‍্যাচেল জুতো জোড়া খুলে ছুটে বেড়াচ্ছে লনের ওপর, একটা বেড়ালছানাকে ধরতে চেষ্টা করছে।

ওদের কথাবার্তা অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তায় ভরা। গতকাল সন্ধ্যায় কি হয়েছে, কিসের অদলবদল হয়েছে, আর তার অর্থই বা কি, সেটাই ওরা বুঝতে চেষ্টা করছে। ভীষণ এক পরিবর্তন এসেছে জায়গাটায়; কি সে পরিবর্তন সেটাই ওদের জানতে হবে। তাছাড়া, ওরা ভয় পেয়েছে। তার কারণটাও পরিষ্কার:

বনভোজনের মাঠের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো যতো মনে পড়বে তার সঙ্গে সমানুপাতে জন্ম নেমে আতঙ্ক। মনে হয় আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ওদের কথা শুনেছি, চেষ্টা করেছি ওদের মনোভাব আঁচ করতে। ওরাই এখানকার বাসিন্দা, আমি নই। এইসব মানুষরা চমৎকার বাতাবরণে বাস করে। চার-পাশে শুধু একবার তাকালেই বোঝা যায় ওদের বাসভূমি কি ধরনের ভালো-বাসা, কেমন যত্ন ও কি পরিমাণ ধৈর্যের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবুও আমার মনে হয় এখন ওরা সব কিছুই স্পষ্ট টের পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে, এমন কিছু একটা এখানে শুরু হয়েছে, ওরা পিছু হটে এসে যা কোনদিনও থামবে না। গত সন্ধ্যের অন্যান্য সব বীভৎসতার সঙ্গে মিশে রয়েছে পোড়া মাংসের কটু ঘ্রাণ, গ্যাস চেম্বার ও কসাইখানার গন্ধ। এই বীভৎস স্মৃতি জোর করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, যেন সেটা অন্য দুনিয়ার ব্যাপার, আমাদের নয়। ছোট ছোট স্মৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে যায়। মাস কয়েক আগে নিউ ইয়র্ক শহরের এ. সি. এ গ্যালারীতে সাদামাটা সবুজ-রঙা কিছু সাবানের টুকরোর এক প্রদর্শনী হয়েছিলো। ঘটনাচক্রে সেগুলো মানুষের চর্বি ও পোড়া ছাই দিয়ে তৈরী হয়েছিলো জার্মানীতে, তবে এমনিতে সাবানই বটে। এর ফলে সমস্ত স্বাভাবিকতার ভিত টলে গেছে। খবরের কাগজগুলো এখন জ্ঞানগর্ভ সম্পাদকীয় লিখে সাবধান করে দিয়ে বলবে, উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখলে পীকস্কিল-এর এই চূড়ান্ত ঘটনাকে হয়তো সমর্থন করা যায়। সাম্যবাদী কার্যকলাপ ইত্যাদি কিংবা বিরক্তি সৃষ্টির আলোকে এর কার্যকারণ উপলব্ধিও করা যায়। তবে এ-জাতীয় ব্যাপারের মোকাবিলা করার জন্য এটা মোটেই 'মার্কিনী পথ' নয়, তার চেয়ে জে. এডগার হুভার[৩] অ্যাণ্ড কোম্পানীর হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াই ভালো; কিন্তু এ-ধরনের সম্পাদকীয়গুলো তেমন করে ব্যাপারটা মুছে ফেলার চেষ্টা করছে না। ভদ্র, ভালো ও নীতিপরায়ণ মানুষদের বোঝানো খুব শক্ত যে তারা অভদ্র, খারাপ ও দুর্নীতিপরায়ণ; স্বাভাবিকতা ও যুক্তিবাদের জগৎ ভারসাম্য হারিয়ে টলছে, যে কোন মুহূর্তে উল্টে পড়বে। কিন্তু আপনি যখন এর তলায় আছেন তখন আপনাকে সাহসী হতেই হবে। সমস্ত পুরুষ ও মহিলারা সেকথা জানে। মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার যেভাবে দেখিয়ে থাকে বীরত্বের কীর্তিকলাপ ঠিক সেভাবে জন্ম নেয় না।

ওরা জিজ্ঞেস করলো আমি কি ভাবছি। একজোট হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার ফলে যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে আমি অনেকটা সেভাবেই ওদের অনেকের খুব কাছের মানুষ হয়ে পড়েছি। আমি বললাম, 'মনে হয় আজ আমাদের আর একটা সভা ডাকা দরকার। এসব মুখ বুজে মেনে নেওয়া যায় না। ছোট করে হলেও আমাদের আবার ওরকম কিছু একটা করতে হবে। আজ হোক, কাল হোক, কিংবা পরশুই হোক। তা না হলে আমাদের মাথা হেঁট করে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। একটা অন্ধকার গভীর গর্ত খুঁজে বের করতে হবে লুকোনোর জন্যে।'

ওরা অনেকেই সেকথা ভাবছিলো, তবে মুখে সেটা প্রকাশ করা খুব কঠিন ছিলো। কাজে করে দেখানোটা তো তার চেয়েও বেশি। উপস্থিত শ্রমিকরা আমার কথায় মত দিলো। ঘরবাড়ি-বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের চেয়ে ওদের ভয়টা অনেক কম। ঠিক আমার মতোই। একের পর এক অনেকেই মঞ্চে এলো। বহু রকম আপত্তি উঠলো। পরিশেষে তার মীমাংসাও করা গেলো। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করে ফেলার কোন উপায় আমাদের হাতে নেই। কোথায় সে সভা হবে? কে আমাদের জায়গা দেবে? একই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি কে নেবে?

বাড়ির ভেতরে গিয়ে এক বন্ধুকে ফোন করলাম। মাউন্ট কিস্কোর বাসিন্দা, খুব সাহসী ও নীতিবাদী এক মহিলা। তার চমৎকার একটি গ্রীষ্ম-বিনোদন বাংলো রয়েছে। ছোট্ট বাড়ি, তবে চারিদিকে বিশাল লনে ঘেরা। দরকার হলে সেখানে দশ হাজার লোকেরও জায়গা হতে পারে। ও বাড়িতেই ছিলো, তাছাড়া গত রাতের কথাও জানে।

'কতোটুকু জানো?'

'এটুকু জানি যে ভাষায় বলা যায় না,' ও বললো।

'ঠিক তাই। এক কথায় বীভৎস। ব্যাপারটা যে কতো জঘন্য সেটা তোমাকে জানাতে চাই। কারণ এই মুহূর্তে মহিগানে আমাদের একটা দল মীটিং-এ বসেছে। আমরা ঠিক করেছি আজ একটা সভা ডাকবো, আর তার জন্যে আমাদের একটা জায়গা দরকার, সুতরাং—বলতে পারো, আমি তোমার

জায়গাটাই চাইছি।'

এক সুদীর্ঘ নীরবতা। তারপর ও বললো, 'আন্দাজ কতো লোক হবে ?'

'বলা শক্ত। হয়তো শ'খানেক—কিংবা শ'পাঁচেক। একমাত্র টেলিফোনে সবাইকে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার সময় নেই। সেভাবেই যে ক'জন হয় হবে।'

'ক'টার সময় ?'

'তিনটের সময়,' আমি বললাম।

'এখন এগারোটা। চার ঘণ্টার মধ্যে পারবে তো ?'

'জানি না। কিন্তু তোমার জায়গাটা যদি দাও তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'আমার স্বামীর সঙ্গে তাহলে একবার কথা বলে নিই,' ও বললো। মিনিট কয়েক টেলিফোন ধরে রইলাম। তারপর ও ফিরে এসে বললো, 'ঠিক আছে।' বোঝা যাচ্ছে খুব খুশি হয়নি। আরও বললো, 'ভেবো না আমরা ভয় পাইনি। তবে বাকি দিনগুলো বিবেকের মুখোমুখি হয়ে বাঁচতে হবে, শুধু এই অস্বস্তিটুকুর জন্যে রাজী হলাম।'

ফিরে এসে ওদের বললাম যে একটা জায়গা পাওয়া গেছে। স্থানীয় শ্রমিক সমিতির জনৈক সংগঠক ইতিমধ্যেই সভার খবরটা ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ভাঁজতে শুরু করেছে। ওয়েস্টচেস্টারকে ভেঙে ফেলা হলো গ্রাম হিসেবে, এলাকা হিসাবে। তারপর কোন সদর অথবা এলাকার দায়িত্ব একে একে কাঁধে তুলে নিলো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীরা। গণশিল্পী দলের দু'জন শিল্পী সেখানে হাজির ছিলো, ওরা বললো গান করবে। এছাড়া স্থানীয় শ্রমিকদলের কয়েকজন নেতাকে আমরা নিয়ে আসবো বক্তৃতা দেবার জন্য। যেভাবেই হোক, সভা জাতীয় কিছু একটা আমরা ব্যবস্থা করছি।

শ্রমিক সমিতির লোকটি আমার দিকে ফিরে বললো, 'ফাস্ট—যদি প্রতিরোধ সংগঠনের দায়িত্ব আমরা আপনাকে দিই তাহলে আপনার আপত্তি নেই তো ?'

আপত্তি ? এক দশক ধরে বক্তৃতা লেখার পর, বক্তৃতা দেবার পর, সাহিত্য-জীবন নিয়ে পেট ভরিয়ে ফেলার পর আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না। বরং এ

এক দুর্লভ সম্মান। 'অত্যন্ত খুশি হবো,' আমি বললাম।

'কি কি চাই আপনার বলুন?'

'ওয়েস্টচেস্টারের সেরা তিরিশজন শক্তিশালী জবরদস্ত শ্রমিক আমার চাই। ওদের দু'টোর সময় ক্রোটন-এ আমার বাড়িতে আসতে বলুন।'

'ওরা হাজির থাকবে,' সে বললো।

কয়েক মিনিট পরে আমরা দলছুট হয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম। র‍্যাচেলকে নিয়ে বাড়ি গেলাম। মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিলাম। তার ঘণ্টাখানেক পরেই শ্রমিক বোঝাই প্রথম দু'টো গাড়ি এসে হাজির হলো। যখন ওদের বেশিরভাগই এসে পড়লো, আমরা রওনা হলাম মাউণ্ট কিস্কো অভিমুখে। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুললাম: প্রথমে বড় রাস্তায়, তারপর যে পথ দিয়ে জায়গাটায় পৌঁছনো যায় সেই পথে, শেষে খোদ ঢোকার মুখে। এবারে ডজনখানেক রাজ্য আরোহী-পুলিস হাতের কাছে রয়েছে; কিন্তু ওরা কাদের দলে সে আশ্বাস এখনও পাইনি, সুতরাং আমরা নিজেরাই পর্যাপ্ত ব্যবস্থার আয়োজন করলাম। সৌভাগ্যবশত, সভা নির্ঝঞ্ঝাটেই শেষ হলো। পীকস্কিল-এর যে ডজনখানেক অল্পবয়েসী গুণ্ডা এখানে একবার আক্রমণ করার চেষ্টা চালিয়েছিলো তাদের সহজেই তাড়িয়ে দেওয়া গেছে।

(স্পষ্টত আমি ছাড়া আরও অনেকেই তখন বুঝেছিলো, প্রগতিশীল আন্দোলনের ওপর যে ফ্যাসী আক্রমণ, তার পিছনে যদি সরকারী যন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর মদৎ না থাকে তবে তাকে অতি সহজেই হটিয়ে দেওয়া যায় বা রুখে দেওয়া যায়। শুধুমাত্র প্রগতিবাদীরাই যে এই বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো তা নয়, তাদের শরিক হয়েছিলো ওয়েস্টচেস্টার জেলা ও নিউ ইয়র্ক রাজ্য সরকার। যার ফলে জন্ম নিলো পরবর্তী ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা—বনভোজনের মাঠের গর্তে আমাদের সেই প্রথম বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধের চেয়েও যে ঘটনাকে সারা পৃথিবীর লোক 'পীকস্কিল-কাণ্ড' নামে অনেক বেশি করে চেনে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি; তবে একথা এখন উল্লেখ করছি এটা বোঝাবার জন্য যে কতো সহজে আমাদের ছোট্ট অথচ সংগঠিত প্রতিরক্ষা-দল মাউণ্ট কিস্কোর আক্রমণকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলো।)

মাউণ্ট কিস্কোর জায়গাটা পাহাড়ের ওপর, চারিদিকে মাইলের পর মাইল

বিস্তৃত গ্রাম্য অঞ্চলের যেন একমাত্র অধিপতি। লনটা যেখানে বাড়ির দিক থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেখানে একটা টেবিল পেতে বক্তার আসন তৈরি করলাম ; কোন চেয়ার না থাকায় ঠিক করলাম লোকেরা এলে (তখনও ভাবছি আদৌ কেউ আসবে কিনা) লনেই বসবে। লনটা পাহাড়ী ঢালের ওপর হওয়ায় বক্তাকে সবাই দেখতে পাবে। অনেক আশাবাদী হয়ে আমরা দু'একর জমি ছেড়ে দিলাম গাড়ি রাখার জায়গা হিসেবে। দুই উঠতি যুবকের ওপর গাড়ি রাখার ব্যবস্থাপনার ভার দিলাম। তারপর আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মনে রাখবেন, আমরা যারা 'পীকস্কিল'-এ সরাসরি জড়িত ছিলাম, 'পীকস্কিল' বাইরের দুনিয়ায় কি রকম আঘাত হেনেছে তার বিন্দু-বিসর্গ তখনও আমরা জানি না। খবরের কাগজ আমরা দেখিনি, এমন কি রেডিও শোনার সুযোগও পাইনি। লড়াই, ঘুম, আর এই সভার তোড়জোড়েই আমাদের সময়ের প্রতিটি মিনিট খরচ হয়ে গেছে। সুতরাং ওয়েস্টচেস্টারের ভদ্রলোকদের এখানে জমায়েত হওয়ার যে ডাক আমরা দিয়েছি তার ফলাফল কি হবে তা হিসেব করতে পারিনি। এখনকার ও পরের ঘটনায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের হিসেব কমজোরী হয়েছে দেখা গেলো।

তিনটে বাজার কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির দল হাজির হতে শুরু করলো। প্রথমে একটা গাড়ি, তারপর আরো কয়েকটা, আরো কয়েকটা, আর তারপর একনাগাড়ে, অবশেষে রাস্তায় যতোদূর চোখ যায় শুধু গাড়ির জটলা, শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি।

মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিসে ষোলোশোরও বেশি লোক এসেছিলো সেই সভায়। ওয়েস্টচেস্টারের এই মোটামুটি পাণ্ডববর্জিত এলাকা খুঁজে বের করা শক্ত। এখানে এসে পৌঁছনো শক্ত। তবু সেখানে ষোলোশোরও বেশি লোক এসেছিলো। মনে হয় সেই মুহূর্ত থেকেই আমি বুঝতে শুরু করলাম 'পীকস্কিল' ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্নের চেয়েও কিছু বেশি, এক বিক্ষোভের প্রথম বাস্তব ইশারা, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের জন্য এবং অন্যান্য দেশের মানুষের জন্য পৃথিবীতে এক নরক তৈরির স্পষ্ট ইঙ্গিত। না, তার চেয়েও বেশি। কারণ পীকস্কিল-এর বাইরে, এখন এবং পরে, অনেক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। পরীক্ষা হবে ফ্যাসীবাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি), পরীক্ষা হবে ফ্যাসীবিরোধী শক্তির।

মাউণ্ট কিস্কোয় যারা এসেছিলো তারা নিরুত্তাপ, সংযত ও ক্রুদ্ধ ছিলো। আমাদের শব্দযন্ত্রের ব্যবস্থা ছিলো না, ফলে তারা টেবিল ঘিরে ভিড় করে দাঁড়ালো। ঢালু লনে সে এক মুখের সমুদ্র। আগে যা হয়ে গেছে সেই গল্প শুনছে, শুনছে এক বিশদ স্পষ্ট বিবৃতি, কিভাবে স্থানীয় প্রতিটি সরকারী শক্তি, জেলার আমমোক্তার, স্থানীয় পুলিস, রাজ্য আরোহী-পুলিস, সবাই এমন অদ্ভুত আচরণ করেছে যাতে গণহত্যা ব্যাপারটা বাস্তবে সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তা ও গর্তের লড়াইয়ের কাহিনী তারা শুনলো, আরও শুনলো সাজানো খুনের দায়ে ফাঁসাবার অপচেষ্টার কথা। প্রতিটি কথা তারা সংযত ও নিরুত্তাপভাবে শুনে গেলো।

এই সভায় তৈরী হলো 'ওয়েস্টচেস্টার আইন ও শৃঙ্খলা সমিতি' এবং প্রস্তাব দেওয়া হলো পীকস্কিল-এ গাইবার জন্য আবার পল রোবসনকে আমন্ত্রণ করা হোক।

তারপর সকলে মিলে গাইলাম 'আমরা অটল থাকবো'; গত ঘটনার বিষয়ে বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, এবং শেষ হলো 'পীকস্কিল'-এর দ্বিতীয় দিন।

মাউণ্ট কিস্কো সম্পর্কে আর শুধু এইটুকু বলার আছে। ঐ সভার জন্য যারা আমাদের বাড়ি ও লন ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা যাবে না। ওদের ভয় ছিলো অনেক বেশি, এছাড়া তার পর থেকে ওরা অনেক কষ্ট সয়েছে। অজ্ঞাতকুলশীল বীরপুরুষ অনেক কণ্ঠস্বর ওদের একনাগাড়ে টেলিফোন করেছে, ঢেলে দিয়েছে গালাগালি ও শাসানি, যেমনটা করে থাকে নাম-গোপন-করা নোংরা পোস্টকার্ড লিখিয়ের দল। আতঙ্ক ক্রমাগত ওদের দরজায় কড়া নেড়ে গেছে। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে যে ওদের মতো হাজার হাজার ভালো সৎ মানুষ এখনও রয়েছে ওদের এই কাজ সেই বিশ্বাসেরই নিশ্চিত প্রমাণ।

চতুর্থ পর্ব ঃ বনভোজনের মাঠ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

সোমবার সকালে আবার ফিরে গেলাম আমার সাহিত্য ও বাস্তবের প্রবন্ধে। এসবের বহু বছর আগেই ঠিক করেছিলাম লেখক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো অন্য কোন ঘটনাকে আমার দৈনিক লেখার চর্চায় বাধা সৃষ্টির কোনরকম প্রশয় না দেওয়া—অবশ্যই মানুষের পক্ষে যতোটুকু সম্ভব। প্রকৃত অর্থে সাহিত্য সৃজনের কাজে যে শান্ত ও চিন্তাশীল মননের প্রয়োজন বলে এখনও আমার ধারণা, আমার কাছে সেটা আজও অজানা রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, সেরা পরিস্থিতি না পেয়েও, আমি বেশ কিছু লেখা লিখে ফেলতে পেরেছি। ঠিক এই মেজাজ নিয়েই প্রবন্ধটার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করলাম। মনে আছে আমি তখন এমারসনকে[৪] নিয়ে পড়েছি। খুঁজে বেড়াচ্ছি তাঁর লেখার সেই বিশেষ অংশটুকু যেখানে তিনি গ্রন্থতত্ত্বকে মহান বলেছেন; আর সেটা খুঁজে না পেয়ে আমি জে— এন— এর কাছ থেকে এমারসনের রচনাসংগ্রহ ধার চেয়েছি। আজ সকালে বসে ভাবছিলাম এই মুহূর্তে আমার অনুরোধ তার মনে পড়বে কিনা, এমন সময় জানলা দিয়ে তার গাড়িটা দেখতে পেলাম। এই ছন্দপতনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো যায়। কারণ সাহিত্য ও বাস্তবের বিভিন্ন প্রশ্নের প্রতি আমার সমালোচকী ঢঙে অগ্রগতির প্রচেষ্টা খুব বিশ্রীভাবে ডুবে গেছে বহু লোকের উল্লাসী চিৎকারের স্মৃতিতে; ওরা নেচে বেড়াচ্ছে জ্বলন্ত চেয়ারের আগুন ঘিরে; আর সেই আগুনে ছুড়ে দিচ্ছে বই নামক ভীষণ ক্ষতিকর কিছু বস্তু।

নিচে নেমে এসে তাকে বইয়ের জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

'কি করছো এখন?' সে প্রশ্ন করলো।

'লিখতে চেষ্টা করছি।'

'"পীকস্কিল-ঘটনা" নিয়ে লেখার জন্য আমার ওপরে ভার দেওয়া হয়েছে। এর ওপরে আমাকে পরপর কয়েকটা লেখা লিখতে হবে। তাই ভাবলাম নির্জনে দিনের আলোয় যুদ্ধক্ষেত্রটা একবার নজর বুলিয়ে এলে ভালোই হয়।

তুমি যাবে নাকি?'

ঠাণ্ডা যুদ্ধক্ষেত্র আমার বরাবরের না-পসন্দ। সেরকম অঢেল দেখেছি। কিন্তু এই প্রথম সেরকম কোন জায়গায় আমার তিরিশ ডলার দামের চশমা হারিয়েছি। 'নিশ্চয়ই যাবো,' আমি রাজী হলাম।

জে— 'র ছেলে ও মেয়ে গাড়িতে ছিলো। দুজনেই কিশোর-কিশোরী। লেকল্যাণ্ড পিকনিক গ্রাউণ্ডস্-এর দিকে যেতে যেতে ওদের কাছেই শুনলাম পাড়ার অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের অবস্থা। সেই বীভৎস রাতে যেসব স্থানীয় ছেলেমেয়েরা জাতীয় সড়কের ওপর ছিলো, ওদের বেশিরভাগই এখন বেশ একটু ভয় পেয়েছে, যা হয়ে গেছে তার জন্য একটু লজ্জাও পেয়েছে। ওরা ভাবেনি শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অতোদূর গড়াবে। কিন্তু অন্যেরা লজ্জা তো পায়ইনি, বরং সেরকম আরো কিছুর জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ওদিকে জে— নিজে পীকস্কিল ও ভারপ্ল্যাঙ্ক-এর মদের দোকান ও মধ্যাহ্নভোজের রেস্তরাঁগুলো ঘুরে বেরিয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় জায়গাটা হলো শারীরিক ও নৈতিকভাবে ক্ষয়ে আসা এক নদী-বন্দর। ওদের সেই আক্রমণের মধ্যে যতোটা লুম্পেন চরিত্র ছিলো তার বেশিরভাগটাই ঐ বন্দরের অবদান; এছাড়া জে—' র মনে হয়েছে সর্বত্র এক আঁটোসাটো সংযত নীরবতা ছড়িয়ে রয়েছে। কেউ বলতে চাইছে না যে ঘটনাস্থলে সে হাজির ছিলো; একান্ত নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কেউই সে ঘটনার বিবরণ দিতে রাজী নয়। এ পরিস্থিতি একেবারে নতুন ধরনের। নৈতিক দিক থেকে অধঃপতন হয়েছে, এমন নোংরা কিছু একটা যেন ছায়া ফেলেছে সারা পাড়াটায়। অবশ্য যদি এইভাবে বিষয়টাকে প্রকাশ করা যায়। সে রাতে যা ফুটে বেরিয়েছে তা পচে দূষিত হয়েছে বহু বছর ধরে। একটা ফাঙ্গাসের ঝাড় ঢাকা পড়েছে মোটামুটি ভদ্র ও শান্ত এক সম্প্রদায়ের বাইরের চেহারায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে···। অন্তত জে— এন— এর চোখে অবস্থাটা ছিলো এইরকম। আর এর সঙ্গে জড়িত সামাজিক কারণমুখী পরবর্তী তদন্তে তার সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়েছে।

লেকল্যাণ্ডে পৌঁছে আমরা রাস্তার এপারে গাড়ি রাখলাম। জে—' র ছেলে ও মেয়েকে গাড়ির পাহারায় রেখে আমরা বনভোজনের মাঠে ঢুকলাম। আজ সকালে জায়গাটা জনমানবহীন, চুপচাপ, শান্ত—শনিবার রাতের ঘটনাবলীর

অবিশ্বাস্য চরিত্রের যেন এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভাঙাচোরা গাড়িগুলো এখনও পড়ে আছে। তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। বেড়ার যতোখানি অংশ ভেঙে নিয়ে ফ্যাসীরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলো সেটা জরিপ করে দেখলাম। যেখানে জবরদস্ত লড়াইটা হয়েছিলো সেখানে মাটিতে বসে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে দেখলাম, কিন্তু আমার চশমা পেলাম না। যেখানে বই পোড়ানো হয়েছে সেই আগুনের ছাইয়ে খোঁচা মেরে বেড়ালাম। তার চারপাশে কম পক্ষে চল্লিশটা ব্যবহার করা ফ্ল্যাশ বাল্ব দেখতে পেলাম। তার মানে বই পোড়ানোর ঘটনা ও তার অনুষঙ্গী সেই অসুস্থ বিক্ষোভের কম করেও চল্লিশটা ছবি তোলা হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার—মানে, ঐ বই পোড়ানোর ঘটনার—একটাও ছবি কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। সে-সব ছবিগুলোর কি হলো? সেগুলো কি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, নাকি মার্কিন ফ্যাসীবাদের কুখ্যাত সূচনার নীরব সাক্ষী হয়ে কোনদিন সেগুলো আত্মপ্রকাশ করবে?

গর্তের ওপরের চড়াইয়ে, রাস্তার দিকে, অগ্নিগর্ভ ক্রুশচিহ্নের অবশেষ খুঁজে পাওয়া গেলো; তারপর, প্রতিরোধের জন্য যে জায়গাটা আমরা বেছে নিয়েছিলাম, সেই বাঁধ ও নালার দিকে সাবধানে হেলেদুলে এগোতেই চোখে পড়লো অসংখ্য খালি মদের বোতল, কিছু ছুড়ে ফেলা হয়েছে, কিছু অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিশেষ যত্ন নিয়ে ভাঙা হয়েছে।

কিন্তু এক অবিশ্বাস্য ঘৃণ্য অপরাধের অকুস্থল হিসেবে জায়গাটা আশ্চর্য রকম জনশূন্য। এ ছিলো একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অতএব সেই কারণেই চটপট ভুলে যাওয়া দরকার। হাডসন নদীর তীরে এ এক যুক্তি পরম্পরাহীন ছোট্ট ঘটনা মাত্র।

পঞ্চম পর্ব ঃ গোল্ডেন গেট

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

কিন্তু 'পীকস্কিল'কে ভুলে থাকা যাবে না। আমরা মার্কিনীরা বড় জোর এক অসাধারণ ছোট মনের জাত। আবার গাঁয়ের বাতাস পেলে সেটা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। আমাদের পূর্বাঞ্চলে চমৎকার সবুজ মাঠ ও অরণ্যের দুনিয়ায় সব ঠিক হ্যায়; প্রকৃতি এসবের সৃষ্টিতে কোন খুঁত রাখে না। ফলে যুক্তিহীন ও অসুস্থ কোন ঘটনা অন্তর ভেদ করে অনেক কষ্টে। সোমবার বিকেলে বাচ্চাদের সাঁতারে নিয়ে গেলাম। পৃথিবীতে তখন আবার শান্তি ফিরে এসেছে। এ নিয়ে আমার সালতামামির কারণ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সন্দেহাতীত কোন বিষয়কে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে যে বিস্ময়কর বিরোধিতা প্রকাশ করে থাকে, এ হলো তারই সার কথা—আর সেই সন্দেহাতীত বিষয় হলো মার্কিন ফ্যাসীবাদের চর্চা ও ক্রমবিকাশ। আমরা সেটা একটুও বিশ্বাস করি না। তাছাড়া মনে হয় না, আমরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানুষ। আমরা বিভিন্ন রকমের ছোট ছোট জগতে বাস করি। তার মধ্যে কিছু হয়তো ভালো, তবে বেশিরভাগই খারাপ; এটা আমাদের চারপাশে উদাসীনতার এক অবিশ্বাস্য আবরণ জড়িয়ে দেয়। আমাদের সম্পর্কে সারা পৃথিবীর পুরুষ ও নারী দিনের পর দিন যা ভাবছে এই আবরণ আমাদের উদাসীনতাকে নিয়ে যায় সেই দিকে। 'এমনটা এখানে হতে পারে না' এখনও আমাদের বিবেকে গভীরভাবে নিহিত, আর সেটাই আমাদের রক্ষা করে। কোরিয়ার মরণাপন্ন শিশুদের কান্না যদি আমরা শুনতে না পাই তখন আমাদের মধ্যে যাদের সামান্য বিবেক আছে তারা এই বলে সাফাই গায় যে কোরিয়া অনেক দূরে; কিন্তু আসল সত্যিটা হলো আমরা দূরত্ব মাপি নিজেদের পছন্দ মতো। ঠিক সেটুকুই শুনি যেটুকু আমরা শুনতে চাই।

বাচ্চাদের নিয়ে সাঁতারে গেলাম। 'পীকস্কিল' মিলিয়ে গেছে স্বপ্নের দেশে। সেখানে সবকিছুই অবাস্তব। এরকম আগেও হয়েছে, আবারও হবে। কিন্তু জ্বলন্ত বইয়ের আগুন এতো সহজে নেভে না।

সেদিন বিকেলে বাড়িতে ফিরে আসার মিনিট কয়েক পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো। সিভিল রাইটস্ কংগ্রেস-এর বিল প্যাটারসন, নাগরিক অধিকারের প্রতিটি সংগ্রামের সাহসী ও অক্লান্ত নেতা। সে ফোন করছে নিউ ইয়র্ক থেকে।

'কেমন লাগছে?' সে প্রশ্ন করলো।

'ভালো। এইমাত্র সাঁতার কেটে ফিরেছি।'

'বেশ, গা-টা মুছে আগামীকাল নিউ ইয়র্কে চলে আসুন। এই জঘন্য "পীকস্কিল" ঘটনার প্রতিবাদে গোল্ডেন গেট-এ আমরা এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেছি।'

'এ নিয়ে এতো মাথা ঘামানো হচ্ছে?'

'মাথা ঘামানো মানে? আরে মশাই, এটা এক সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা। আপনি জানেন দল বেঁধে ষড় করে পল রোবসনকে খুন করার চেষ্টার অর্থ কি? আপনি কি খবরের কাগজগুলো দেখেননি?'

'এ চেষ্টার অর্থ কি, তা বোধহয় জানি। তবে খবরের কাগজ আমি সত্যিই দেখিনি।' আমি বললাম।

'বেশ, তাহলে দেখে নিন।'

'তা আমাকে কি করতে বলেন?'

'আপনাকে এসে বক্তৃতা দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। যাবো।' কিন্তু পরদিন হারলেম-এ গোল্ডেন গেট বলরুম-এ না পৌঁছনো পর্যন্ত তার কথার তাৎপর্য আমি বুঝতেই পারিনি।

আমার মনে হয় একশো চল্লিশতম রাস্তা ও লেনক্স অ্যাভিনিউতে অবস্থিত গোল্ডেন গেট বলরুমই হলো হারলেম-এর সবচেয়ে বড় সরকারী রঙ্গালয়। পুরো ভর্তি হলে তাতে জায়গা পায় পাঁচ হাজারেরও কিছু বেশি লোক, আর আজকের এই মঙ্গলবারের রাতে লোকের সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি। কয়েকটা বাড়ি দূরে আমার গাড়ি রাখলাম। গোল্ডেন গেট-এর সামনে চোখে পড়লো অসংখ্য নিগ্রোর ঘন জটলা।-সেই ভিড় উপচে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে লেনক্স অ্যাভিনিউতে। প্রতিটি কোণে ঠাস জটলা এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে গেছে প্রত্যেকটা ছোট রাস্তায়। বাইরে মোট কতো লোক ছিলো

জানি না; তবে মনে হয় খুব কম হলে হাজার তিনেক, আর খুব বেশি হলে হাজার ছয়েক। এ ধরনের জনতাকে সংখ্যায় আঁচ করা কঠিন—তাহলেও খুব কম করে তিন হাজার। বেশ আশ্চর্যভাবেই কোন পুলিস নজরে পড়লো না।

পুলিসী হাজিরা ছাড়াই এরকম ভিড়ের অর্থ পুরোপুরি বুঝতে হলে আপনাকে হারলেম-এর তখনকার অবস্থাটা জানতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে হারলেম-এ ধারাবাহিক পুলিসী নৃশংসতার সারা বছরের ইতিহাস। বিনা প্ররোচনায় অথবা নামমাত্র প্ররোচনায় কতো মারধোর ও হত্যা তারা করেছে; আর পুলিসের হাজিরা ছাড়াই (বরং বলা উচিত, নজরের ত্রিসীমানায় পুলিসের হাজিরা ছাড়াই) এ ধরনের বিপুল জনতার বিস্ময়কর প্রভাব বুঝতে হলে আপনাকে এই ব্যাপারটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে যে ঐ একটা বছরে, '৪৮-এর গ্রীষ্ম থেকে '৪৯-এর গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত, হারলেমকে বহু দিক থেকেই এক সশস্ত্র ছাউনিতে পরিণত করা হয়েছে, নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিস বাহিনী জঙ্গী দখলে রেখেছে জায়গাটাকে।

যাই হোক, এই হলো পরিস্থিতি, আর আমাকে যে করে হোক হলে ঢুকতে হবে; সুতরাং ধাক্কা মেরে, এঁকেবেঁকে, পিছলে পাশ কাটিয়ে কোনরকমে এগিয়ে চললাম। উপস্থিত জনতা আপাতচোখে শান্ত, তবে একই সঙ্গে তিক্ত; অত্যন্ত অমোঘ ও গভীরে নিহিত কোন শীতল ক্রোধে থমথমে ক্রুদ্ধ জনতা এক নির্লিপ্ত-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। তারা বলতে গেলে সবাই নিগ্রো। এই রকম এক জনতার ভিড় ঠেলে, আমি এসে পৌঁছলাম প্রবেশ-পথের ঠিক সামনে ঘেরাও করা অর্ধবৃত্তাকার এক চৌহদ্দির মধ্যে। সেখানে এসে পুলিসের দেখা পেলাম। সংখ্যায় প্রায় শ'খানেক হবে। ভেতরে ও বাইরে জমায়েত অতিথি-জনতার ফাঁদে আটকা পড়ছে—ওই তো ওরা হাজির।

ওঃ, সে এক দেখবার জিনিস বটে! নিউ ইয়র্ক সিটির প্রায় শ'খানেক 'মামা' ওরকম একটা করুণ অবস্থায়—সত্যি, সে এক দেখবার জিনিস! এ ধরনের দৃশ্য নিউ ইয়র্কে আমি আগে কখনো দেখিনি, তার পরেও দেখিনি। এতো শান্ত পুলিস, এতো ভদ্র পুলিস, এতো চুপচাপ পুলিস। ওদের প্রত্যেকে শান্ত ও ভদ্রভাবে নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। চোখ মাটির দিকে, বকলসে বাঁধা লাঠিতে জাঁকজমকের লেশমাত্র নেই। ওদের একমাত্র হাবভাব

হলো, 'ভুলেও আমাদের দিকে দেখবেন না, কারণ আমরা এখানে এসেছি নেহাৎই আসতে হবে বলে—স্রেফ চাকরির ব্যাপার, জানেন তো ; কিন্তু তবুও আমরা নিউ ইয়র্কের সেরা, আমরা ছাড়া বাচ্চাদের আর কে রাস্তা পার করে দেয়, কিংবা হারিয়ে গেলে কে-ই বা খুঁজে দেয় ?' হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড বটে ! আমার শুধু মনে পড়লো, ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী যখন তাদের বিপুল ক্ষমতা নিয়ে পথে বেরোয় তখন ফরাসী পুলিসের অবস্থাটার কথা— সেই সময়ে যে পুলিশ-দল বিক্ষোভকারীদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব পায় তারা দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল হয়ে, চোখ থাকে মাটির দিকে, এবং যার-পর-নাই উদাসীন···

যাই হোক, সেই ফাঁকা জায়গায় পৌছেই বুঝলাম তু'-তুটো বিশাল জনসভা একই সঙ্গে চলছে। হলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে চাপা গুরুগুরু শব্দ, আর বাইরেও একটি বক্তৃতা-মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে, সেখানে উন্মুক্ত সভা চলছে। ফাঁদে পড়া পুলিসদের তরফ থেকে ছিটেফোঁটাও বাধা কিংবা প্রতিবাদ আসছে না। ওদের ছ'-সাত জন যে ডাণ্ডা মেরে কারো মাথা ফাটিয়ে দেবে সে চেষ্টাও করছে না (অথচ এতোবার এ ধরনের ঘটনা দেখেছি যে হিসেবের বাইরে), ছ'জন বা দশজন মিলে কোন শ্রমিকের তলপেটে বুটের লাথি বসিয়ে দেবে তাও নয়, কোন মহিলাকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে তারও কোন লক্ষ্মণ নেই, বরং ওরা নিছকই শান্ত দর্শক মাত্র। লোকে সরাসরি বলে দেয় মানুষের স্বভাব পালটানো যায় না ; তাই ইচ্ছে হয়, সেই সব লোকেরা যদি সে রাতে সেখানে হাজির থেকে দেখতো কি করে তিন-চার হাজার রাগী নিগ্রো এক দঙ্গল নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিসের স্বভাব একেবারে পাল্টে দিয়েছিলো ! আর যদি পুলিসের স্বভাব পাল্টানো যায়, তাহলে জোর দিয়ে বলতে পারি মানুষের স্বভাব নিয়ে যে কতো কি করা যাবে তার কোন শেষ নেই···

বনভোজনের মাঠ থেকে শেষ গাড়িতে আমার যে বন্ধুর স্ত্রী রওনা হয়েছিলো, ভেতরে ঢুকেই সেই বন্ধুটির নজরে পড়লাম। তাকে বললাম এরকমটা কখনও দেখিনি, এমন কি এরকম পুলিসও নয়। তখন সে উত্তর দিলো, 'পল রোবসন ওখানে মারা যেতে পারতেন এটা ওরা কেউ চিন্তাই করতে পারছে না। আর এটাই হলো ওদের প্রতিক্রিয়া।'

রাস্তায় জমায়েত জনতার সামনে বেন ডেভিস[৩] তখন বক্তৃতা দিচ্ছে।

বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে চিৎকার করে বলছে, 'পল রোবসনের মাথার একটা চুলও ওরা ছুঁয়ে দেখুক, তাতে এমন দাম ওদের দিতে হবে যা ওরা কোনদিনও হিসেব করেনি!'

একটা চাপা গর্জন; উপস্থিত দর্শকরা চিৎকারী জনতা নয়; গুঞ্জনটা ভরাট, গভীর।

বেন ডেভিসের পর আমি বক্তৃতা দিলাম। তারপর আমরা ভেতরে ঢুকলাম। গোল্ডেন গেট কানায় কানায় ঠাস-ভরাট। 'পীকস্কিল' কি ও 'পীকস্কিল'-এর কি অর্থ, এখন সেটা ক্রমে বুঝতে পারছি। এক দিক থেকে বলতে গেলে আমার দেখা যে কোন লোকের চেয়ে বিশাল, শক্তিশালী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই অতিকায় অবিশ্বাস্য মানুষটি যে তার নিজের লোকের কাছে কতোখানি, তার কিছুটা আঁচ পেলাম। গর্তের ভেতরে আমাদের সেই বন্য আশাহীন ছোট্ট লড়াইয়ের দিকে মুহূর্তের জন্য সারা পৃথিবীর মনোযোগ যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে; কিন্তু এইসব লোকের কাছে সেই ইতর আচরণ (মার্কিন অভিসন্ধি-মূলক হত্যার দুর্গন্ধ পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছে দিয়েছে যে বিশেষ অথচ পূতিগন্ধময় ইতর আচরণ) আঙুল তুলেছে একটি মহান মানুষের বিরুদ্ধে, যে মানুষ তাদের মুক্তি দিয়েছে বন্ধন ও দাসত্ব থেকে, যে মানুষ অনমনীয়, মাথা নীচু করে না, হীন বশ্যতা স্বীকার করে না, রক্তে দাগী ও সস্তা হয়ে যাওয়া কোন শাসকগোষ্ঠী যাকে সস্তার ভিক্ষে ও ডলার ছড়িয়ে কিনে নিতে পারেনি।

তারপর সে হলে হাজির হলো। তৎক্ষণাৎ সমস্ত গুঞ্জন দ্রবীভূত হলো বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ এক অর্থে। যথার্থ গর্ব ও দুশ্চিন্তা নিয়ে সে এলো। বিগত বছরগুলোয় বহু জায়গায় আমরা মুখোমুখি হয়েছি। তখন তাকে দেখেছি, কিন্তু এরকম অবস্থায় আগে কখনও দেখিনি! এতো গর্বিত অথচ অস্থির। ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ চেহারা তার কাছে নগ্ন—সে জানে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, আহ্বান জানাচ্ছে

সেই তপ্ত গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেখানে ভীষণ গরম। আর যেভাবে সেই প্রাচীন সোনালী গিলটি করা নাচঘর মানুষে ঠাসা ছিলো তাতে গরম মোটেও কমেনি। কোট খুলে ফেলে শুধু জামা গায়ে সকলে বসে আছে, কিন্তু তবুও তাদের গা বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। ঘরে ঘন মেঘের মতো উত্তাপ জমাট বেঁধে

রয়েছে। কিন্তু কেউই চলে যাবার জন্য জায়গা ছেড়ে ওঠেনি। একে একে সকলে 'পীকস্কিল' সম্পর্কে বলছে। বলছে শনিবার রাতে কি ঘটেছিলো, তার নিহিত অর্থ কি। উপস্থিত জনতার গম্ভীর অশান্ত মুখগুলো দেখে (সেই সব মানুষের মুখ, যারা অশান্তি ছাড়া আর কিছুই পায়নি) এখানে যে নতুন কিছু একটা তৈরী হতে চলেছে সেটা না বোঝার নয়। এভাবে সাবালক হওয়াটা বড় কষ্টের। 'এতোদিন তোমরা আমাদের লোকদের হয়রান করেছো, আর এখন তোমরা বিরোধিতা করছো এমন একজন মানুষের যাকে আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। কারণ সে আমাদের মহত্ত্বের বীজের এরকম দারুণ এক প্রমাণ।'

ইতিমধ্যে খবরের কাগজগুলো আমি পড়েছি। এ ধরনের ব্যাপারগুলো লোকে কিভাবে লেখে? শুনেছি প্রত্যেক মানুষের পাকস্থলীর সহ্যের একটা সীমা আছে। এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন বিরক্তি ও ঘেন্নায় তার বমি পেয়ে যায়। কিন্তু আমাদের 'মহান' খবরের কাগজগুলোয় যারা লেখে তাদের এরকম কোন সীমারেখা নেই। এরকম অ-মার্কিনী কাণ্ড ঘটায় 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' 'দুঃখ প্রকাশ' করেছে। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' যোগ করেছে যে এ ধরনের অশালীন আচরণের 'অর্থ বোঝা যায়', তবে এর জন্য ওদের ধিক্কার দেওয়া যেতে পারে। এই লালগুলোকে শহীদ বানানোর চেষ্টা যে কতো বড় ভুল, কারণ ওরা ঠিক এইটাই চায়। তারপর রোবসনের প্রতি বিদ্বেষ; হাওয়ার্ড ফাস্টের প্রতি আরও বেশি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' বলেছে, এসব কাজ করার আরো ভালো একটা পথ আছে। কিন্তু বটতলার কাগজগুলো, 'নিউজ,' 'মিরার' ও 'জার্নাল' উল্লাসে গর্জন করে উঠেছে—এই তো দেখুন, আপনি বাজি রাখতে পারেন অ্যাডল্‌ফ্ যা পেরেছে আমরা তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু করতে পারবো; প্রতিক্রিয়াশীল কাগজের মধ্যে একমাত্র সমাজ-গণতন্ত্রী 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট' ভয়ে সামান্য শিউরে উঠেছে। অনিচ্ছুকভাবে একটি তথ্য প্রকাশ করেছে যে এই বিশেষ নিধন-যজ্ঞে যে ক'জন সাম্যবাদী নিহত হবে তাদের প্রত্যেকের জন্য একশো জন করে 'খাঁটি' সাম্যবাদবিরোধী আগুনে আহুতি পড়বে। মুখ তুলে চেয়ে থাকা অশান্তি-মগ্ন মানুষগুলোর সামনে বক্তৃতা দেবার সময় এসব কথা ভাবছিলাম। আবার রোবসনের বক্তৃতা যখন কানে এলো তখনও এই কথাগুলো মনে পড়লো।

পী.কস্কিল-এর দ্বিতীয় কনসার্টের প্রতিরোধ-বাহিনী ও জমায়েত হওয়া দর্শকের কিছু অংশ। মনে রাখবেন, এই প্রতিরোধের সারি কনসার্টের গোটা এলাকাটা ঘিরে রেখেছিলো এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রখর রোদে অনড়-অটল হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো। পিছনে যে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে, দু'জন গুপ্তঘাতক রাইফেল নিয়ে সেখানেই লুকিয়ে ছিলো।

কনসার্ট-দর্শকের চুরমার হওয়া গাড়ি এবং চুরমার যারা করেছে, সেই গুণ্ডার দল। প্রাক্তন সৈনিক হওয়ার পক্ষে এদের বয়েস অনেক কম। সম্ভবতঃ পাড়ার ফ্যাসী দলগুলো এই কাজের জন্য এদের ভাড়া করে এনেছিলো।

রাজ্য আরোহী-পুলিস ও ডেপুটি শেরিফদের লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়ছেন ইউজিন বুলার্ড—নিগ্রোদের এক মহান যুদ্ধ-নায়ক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত দর্শক ও মিস্টার বুলার্ডের এজাহার অনুযায়ী সম্পূর্ণ অকারণে বিনা প্ররোচনায় এই জঘন্য আক্রমণ চালানো হয়।

ঘটনার পর এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, এবং 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-এর বিবেক—যদি তাকে বিবেক বলা যায়—মারা গেছে। আরও মারা গেছে, অ্যাপোক্যালিপ্‌স্‌-এর ফ্যাসীবাদ নামক সেই পঞ্চম অশ্বারোহীকে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌'-এর আলিঙ্গন করার অনিচ্ছা। আমরা জেনেছি, ফ্যাসীবাদ খুব সহজেই বড় বড় বাবুদের পাশে জায়গা পায়, এবং এক হাতে ডলার ও অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে কোন শাসকগোষ্ঠী নিজের জনসাধারণের মধ্যে এক অভাবনীয় নীরবতার জন্ম দিতে পারে ; কিন্তু সেই রাতে গোল্ডেন গেট-এ যারা বসে ছিলো ডলারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। আর বন্দুকের নল, সেটা কোনদিনও তাদের দিক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি। 'টাইম্‌স্‌'-এর সম্পাদকীয়গুলো তারা ততো খুঁটিয়ে পড়েনি। সুতরাং তারা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি পল রোবসন মস্কোর এক তৎপর 'হাতিয়ার', সাম্যবাদীদের ছলনায় প্রতারিত। বিরাট আয়, সোনা-ঝকঝকে যশ, এবং ওই সব সম্পাদকীয় লেখকদের অনুমোদন থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে নেহাৎই কর্ণ-আকর্ষিত হয়ে এক 'বিদেশী' ষড়যন্ত্রে যোগ দেবার জন্য। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে জেল ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। একটি মুহূর্তের জন্যেও সে যে মিস্টার হুভার-এর গুপ্ত বাহিনীর শাসানির হাত থেকে রেহাই পায়নি, তার একমাত্র কারণ (যাই বলুন, সম্পাদকীয়তে পাগলামিরও একটা সীমা থাকা উচিত। যাদের কোন নীতি নেই, কোন সততাও নেই, তাদের সঙ্গে নীতি ও সততা নিয়ে কি আলোচনা করবেন!) সে একটি 'হাতিয়ার', 'হাতিয়ার'ই হতে চায়, আর 'হাতিয়ার' হওয়াটা কি ভালো নয়?

'হ্যাঁ, যেখানেই লোকে শুনতে চাইবে সেখানেই আমি গান গাইবো,' সে বললো, 'আমি শান্তির গান গাই, স্বাধীনতার গান গাই, জীবনের গান গাই!'

হ্যারি ট্রুম্যানকে[৬] আমি বক্তৃতা দিতে দেখেছি, তার কথাও যেটুকু শোনার শুনেছি, কিন্তু শ্রোতাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে কখনও দেখিনি, আর তাদের মুখমণ্ডলে ভালোবাসা কখনও দেখিনি···

অবশেষে সভা শেষ হলে পর জনতার স্রোত হল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো। বাইরের ভিড় তখন আরও বেড়েছে। এই মিলিত জনস্রোত পুলিসকে ছত্রখান করে ভাসিয়ে দিলো। ওদের ভাসিয়ে দিলো কোনরকম উগ্র

আচরণ ছাড়াই। তবু ভাসিয়ে দিলো। তারপর তারা নেমে এলো রাজপথে, সুবিন্যাসে সার বাঁধলো, আর হঠাৎই এক প্রকাণ্ড মিছিল কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চললো লেনক্স অ্যাভিনিউ ধরে। এবার অশ্বারোহী-পুলিসের দল দর্শন দিয়েছে। বাদামী রঙের তেজী ঘোড়ার পিঠে 'মহাপুরুষ'রা বসে আছে। কিন্তু আজ রাতে এ মিছিল থামানো ওদের কর্ম নয়—ওরাও ঝেঁটিয়ে সাফ হয়ে গেলো রাজপথ থেকে। আর সেই বিপুল জনসমাবেশ কুচকাওয়াজ করে লেনক্স অ্যাভিনিউ ধরে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চললো……

ক্রোটন-এ যখন ফিরে এলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ঘুম এলো আরো পরে। অনেকেই আছে (তাদের কেউ অ-জ্ঞান, কেউ বা বিচক্ষণ) যারা বলবে, আমেরিকায় শ্রেণী-বৈষম্য বলে কিছু নেই, শ্রেণী-সংগ্রাম বলেও কিছু নেই। এসব মানুষেরা মোটামুটিভাবে তাদেরই ছাঁচে তৈরী যারা জোর দিয়ে বলে, পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে 'সর্বাধিক স্বাধীন' এই দেশে নিগ্রোরা সত্যিকারের স্বাধীন; কাপড়-কাচা-কল ও শীতন যন্ত্রের জন্মভূমিতে অত্যাচারের ছিটে-ফোঁটাও নেই। সুতরাং, 'পীকস্কিল' হলো কয়েকজন গুণ্ডার কাজ। 'অ-মার্কিনী' সমঝদারদের প্রতি তারা কিছুটা 'মাত্রা-ছাড়ানো' অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। যদিও একথা কেউই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেনি, মার্কিনীবাদ, অথবা সে নামে আজকাল যা চালানো হয়, কেন সবসময় দেশের সবচেয়ে জঘন্য পচা লোক-গুলোকে কাছে টানে। এর টানে কেন আসে হাঁটু-পর্যন্ত-জুতো-পরা দালাল ও বিকৃতমন লোকগুলো, পেতলের পাঞ্চ হাতে পেলে বা কোন মহিলার পেটে লাথি মারার সুযোগ পেলেই যাদের অহংকারী মহিমা প্রকাশ পায়।

এই ধরনের বিভ্রান্তির শেষটুকু আমি ধীরে ধীরে ভেদ করতে পারছি। 'পীকস্কিল' হঠাৎই ঘটে যায়নি; আমাদের ওপর ঝুটো খুনের হুলিয়া ঝোলানোর সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত রাজ্য-পুলিস ও জেলা-পুলিস যে চুপচাপ সরে থেকেছে, এ নেহাৎই 'বিশুদ্ধ ঘটনাচক্র' নয়; এটা মোটেও ঐ এলাকার লুম্পেনদের কাণ্ড নয়; আর এফ. বি. আই-এর লোকেরা নিছক কাকতালীয়বশে হাডসন নদীর উপত্যকায় সন্ধ্যেবেলা পায়চারী করতে আসেনি; সেই শেরিফ তিনজন হঠাৎই স্মৃতিবিলোপের কবলে পড়ে ঠিক সময়টিতে কেটে পড়েনি। পুরো ব্যাপারটা কোনরকমেই স্থানীয় নোংরামির স্বাভাবিক বিস্ফোরণ নয়।

গোল্ডেন গেট-এর সেই সন্ধ্যার পর 'পীকস্কিল'-বাঁধার আরও অনেক টুকরো আমি দেখতে পেয়েছি যেগুলো আগে নজরে পড়েনি। প্রথমত রয়েছে নিগ্রো-মুক্তি আন্দোলন, আর রয়েছে পল রোবসন; সেই রাতে প্রথম আক্রমণের সময় ফ্যাসীদের জানার কোন উপায় ছিলো না যে পল রোবসন তখনও বন-ভোজনের মাঠে ঢোকেনি। আমেরিকার ওপর পুলিসী শাসন চাপিয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা কোথাও দানা বাঁধছিলো (এই লেখার সময় সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে গেছে।) এবং তার কয়েকটা দিক যাচাই করে দেখা দরকার ছিলো। এক একটা টুকরো ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে এলো, কিন্তু তবুও বহু টুকরো নিরুদ্দেশ থাকায় গোটা ছবিটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো না।

অবশেষে, কয়েকদিন পরে, অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে বাকী টুকরোগুলো জায়গা-মতো এসে যোগ দিলো।

ষষ্ঠ পর্ব ঃ সন্ত্রাসের দ্বিতীয় রাত

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

রাজ্যপাল ডুয়ি ওয়েস্টচেস্টার জেলার জেলা-ন্যায়বাদী ফ্যানেলিকে পীকস্কিল-এর ঘটনার বিষয়ে একটি পূর্ণ বিবরণ দাখিল করতে অনুরোধ করেছেন, এই খবরটা 'নিউ ইয়র্ক কম্পাস'-এ পড়ে যেন নজরানা পেলাম। জেলা-ন্যায়বাদী জানিয়েছেন 'যে গোলমালের কথা তিনি কিছু জানেন না, তবে এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত যে কনসার্টে যারা গিয়েছিলো তারাই এর জন্যে দায়ী। তাদের যারা আক্রমণ করে, সেই ফৌজীরা বা গুণ্ডারা নয়।' রাজ্যপাল তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। নিউ ইয়র্ক রাজ্যে সবকিছু ওম্ শান্তি হয়ে গেলো এবং তাই থাকবে। এজন্য বেচারা রাজ্যপালের ওপর ক্ষুব্ধ হওয়া ঠিক নয়, কারণ তখন একটা নতুন 'সাধারণ আইন' ক্রমে বলবৎ হতে চলেছে (ইতিমধ্যেই সেটা তামাম আদালতের সমর্থন পেয়ে গেছে।) যার সারমর্ম হলো, কোন সাম্যবাদী অথবা মোটামুটি সাম্যবাদী জাতীয় কেউ খুন হলে সেটা প্রাণদণ্ডনীয় অপরাধ তো নয়ই, বরং এক দিক থেকে বলতে গেলে সেটা অপরাধ বলেই গণ্য করা হবে না।

মিসেস এম— কে বললাম, 'কনসার্ট তাহলে শেষ পর্যন্ত সত্যিই হচ্ছে, আর পল সেখানে গাইবে।' এটা বৃহস্পতিবারের ঘটনা।

'কবে ?'

'রোববার বিকেলে।'

মিসেস এম— শান্ত স্বরে বললেন, 'তার যদি গাইতে ইচ্ছে করে তবেই যেন সে গায়। কারো যদি সত্যি সত্যি ইচ্ছে হয় তাহলে তার গাওয়া উচিত।'

'ও, আপনাকে বলা হয়নি, আমি আবার সভাপতি হচ্ছি।'

'এ এক ঝামেলার নেশা না হয়ে দাঁড়ায়। একবার তো হয়েছিলেন, তাতে কি আশ মেটেনি ?'

'সেইজন্যেই তো আবার যাচ্ছি। আমরা একটা কনসার্টের ব্যবস্থা করে-ছিলাম, এবারে সত্যি সত্যি সেটা হতে চলেছে। এ ধরনের জিনিস থেকে পালিয়ে থাকা যায় না।'

'হয়তো যায় না। কিন্তু র‍্যাচেল, জুনি এবং আমি, আমরা পারি—আমরা থানে আর একটা "পীকস্কিল"-এর মধ্যে দিন কাটাতে চাই না।'

'আর একটা "পীকস্কিল" হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

'আপনার অনেক শেখার বাকি, মিস্টার ফাস্ট,' উনি বললেন, 'আপনি হয়তো অনেক বিষয়ে অনেক কিছু জানেন, কিন্তু সাদা জাতটা সম্পর্কে, তাদের চালচলন সম্পর্কে, আমি আপনার চেয়ে ঢের বেশি জানি।'

'কি বলতে চান—সাদা জাত মানে?'

'কি বলতে চাই তা আপনি ভালোই জানেন,' উনি বললেন, এবং পরদিন থেকেই বাঁধাছাঁদা শুরু করলেন। ওঁর সঙ্গে তর্ক করিনি। বরং বাচ্চারা শহরে ফিরে যাবে ভেবে অনেক হাল্কা হয়েছি। শনিবার সকালে আমরা ফিরে গেলাম। বাড়িতে ঢুকে রেফ্রিজারেটটা আবার যুৎ করে সাজালাম। তারপর লিঙ্কন ব্রিগেড-এর প্রাক্তন সৈনিক, আমার এক প্রিয় বন্ধু, বি— আর— কে ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমার সঙ্গে ক্রোটন-এ গিয়ে কনসার্টে হাজির থাকতে সে রাজী আছে কিনা।

'আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি,' সে বললো।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা ক্রোটন-এ ফিরে গেলাম। সেখানে পৌঁছবার আগে সাধারণ সতর্কতা সম্বন্ধে আর— এর এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হলো।

'কেউ তো মারা যায়নি,' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

'সেটাই তো আসল কথা,' আর— বললো, 'তুমি দেখছি তোমার মধ্যবিত্ত বন্ধুদের মতোই অন্ধ, যারা বলে আমেরিকায় ফ্যাসীবাদ বলে কিছু নেই আর কোনদিন হবেও না।'

'স্বীকার করছি, ওটা দানা বাঁধছে। স্বীকার না করে পথ আছে! তবে আমাকে কেউ খতম করতে আসবে না।'

'কেন?'

'কারণ সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকটিকি-মার্কা ফিলিমের মতোই আজগুবি। ওতে সত্যিকারের কাজ হবে না। আর এফ. বি. আই যদি আমাকে সরিয়ে দেবে বলে ঠিক করে, তাহলে সে কাজ ওরা চমৎকারভাবে আইন বাঁচিয়ে করবে।'

'কারণ তুমি এফ. বি. আই-এর মতো করে ভাবছো। কিন্তু এই রকম

সুরে যখন বাজনা বাজে তখন সব উকুনের ছা গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসে—বেরিয়ে আসে খতম করতে। কারণ ফ্যাসীবাদ হলো মৃত্যুর আর এক নাম। আর একবার ছাড়া পেলে তাকে রোখে কার সাধ্যি। আমি জানি। আমি স্পেন-এ ছিলাম, সেখানে ঐ হারামীগুলোর অনেক কীর্তি দেখেছি।'

আমি তর্কের ঢঙে বললাম, 'তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছো। কালকেই দেখতে পাবে, কোন ঝামেলা হবে না। তোমার ভাষায় এই উকুনের দল মানসিক দৃঢ়তা একটুও পছন্দ করে না। এটা হলো সেই দৃঢ়তার প্রশ্ন।'

'কালকেই দেখা যাবে,' সে একমত হলো।

বাড়িতে যাওয়ার আগে আমরা এন— এর আস্তানায় থামলাম। জে—ও তার চমৎকার গৃহিণীর সঙ্গে চায়ের আসরে যোগ দিলাম। আর— যে প্রশ্ন তুলেছে, সেটা জে— এন— এর সামনে রেখে তার মতামত জানতে চাইলাম।

'আমার মনে হয় ঝামেলা হবে, তবে এও মনে হয় সে ঝামেলা আমরা সামলে নিতে পারবো। মিটিংকে বাঁচানোর জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন মেম্বারদের কাছে ডাক পাঠানো হয়েছে। আমার ধারণা ভালোই সাড়া পাওয়া যাবে। ওদিকে পীকস্কিল-এর গুণ্ডার দল তিরিশ হাজার পুরোনো ফৌজীকে ডাক পাঠিয়েছে, আর নিউ ইয়র্ক রাজ্যের প্রত্যেকটি বেতার কেন্দ্র সে আওয়াজ তুলে নিয়ে সারাদিন ধরে প্রচার করেছে—নিছকই সাহায্য করার জন্যে। আর এটা তো সবাই জানে যে এ ধরনের ডাকের অর্থই হলো মারদাঙ্গা। আমার আন্দাজ হলো ওরা হাজার তিনেকের কাছাকাছি লোক পাবে, তবে তিন হাজারেও জোর গোলমাল বাঁধতে পারে।' (আসলে মাত্র হাজারখানেকের মতো গুণ্ডা ও খুনে পরদিন হাজির হয়েছিলো। তার মধ্যে ক'জন যে প্রাক্তন সৈনিক তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!)

'পাড়ার লোকেরা কি বলছে?'

'ওরা বড় মজার লোক,' জে— বললো, 'জানোই তো, রেল কোম্পানী ছাড়া এখানে আর কোন কলকারখানা নেই। আর এই নদী-ঘেঁষা আধা-শহরগুলোয় বড় হয়ে ওঠা ছেলে-ছোকরাদের চাকরীও নেই, ভবিষ্যৎও নেই—আছে শুধু পচা, বিকৃত, পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী। ওরা কোন পেট্রল-পাম্পে হোক, মুদিখানায় হোক, কোন খাবার-বিক্রির-গাড়িতে হোক, কি কোন

রাজনৈতিক অনুদান পাওয়া দমকল-বিভাগে হোক, চাকরী জুটিয়ে নেয়—তা না পারলে কাজকম্মো কিছুই করে না, শুধু চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়ায় আর কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যে ক'ডলার পায় তাই দিয়ে দিন গুজরান করে। হতাশায় তিক্ততায় ওদের মনে বিকৃতি আসে। কিন্তু ওরা জানে না কিসের জন্যে এই তিক্ততা, বা একে কোন্ দিকে তাক করতে হবে। ফলে ওরা ঘেন্না করতে শেখে। সৈনিক-সঙ্ঘ ও স্থানীয় বাণিজ্য-সমিতির পক্ষে এই ঘেন্না কাজে লাগানো খুব সহজ। এই মুহূর্তেও কাজে লাগাচ্ছে। কাল আমাদের কনসার্টের সামনে জমায়েত হবে বলে সৈনিক-সঙ্ঘ ঘোষণা করেছে। আমরা এই জমায়েতের বিরুদ্ধে ইনজাংশন আনতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে বহু বড় বড় চাঁইয়ের ইচ্ছে ব্যাপারটা মতলব-মাফিক এগোক। তাছাড়া, এখানে পাহাড়ী এলাকায় যারা থাকে তাদের শাসানো হয়েছে। সুতরাং আজকের রাতটা চোখ-কান খোলা রেখো।'

'কাল ক'টায় বেরোচ্ছো ?'

'সকাল আটটায়। প্রাতরাশ এখানেই সেরে নিতে পারো।'

'এতো তাড়াতাড়ি ?' (কনসার্ট শুরু হওয়ার কথা দুপুর দুটোয়।)

'এবারে আমি ভেতরে ঢুকতে চাই,' জে— স্মিত হাসলো।

ঠিক করলাম সাড়ে সাতটায় আমরা তার বাড়িতে আসবো। তারপর আমরা বিদায় নিলাম। সেখান থেকে আমার বাড়ি গাড়িতে খুব কম সময়ের পথ। সেই অন্ধকার শূন্য আবাসে পৌঁছে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগলো। ঘুমোতে যাবার আগে আর— সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলো। তারপর আমরা শোওয়া-বসা-থাকার পাঁচমিশেলি ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু কান পেতে শুনছি।

'ভীষণ বোকা বোকা লাগছে,' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'বোকা বোকা লাগার জন্যে কেউ কখনও মারা পড়েনি।'

'কি হতে পারে বলে মনে হয় ?'

'সেটা জানলে কি আর এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতাম ? জানি না বলেই তো এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তবে তুমি যদি কাউকে মারো, তো সেরকম জোরে মারবে। কাউকে হাল্কার ওপর মারাটা খুব বিপজ্জনক।'

'কাউকে মারার ইচ্ছে আমার নেই,' আমি উত্তর দিলাম। নিজেকে আরো বেশি বোকা বোকা লাগছে।

'সে ইচ্ছে তো তোমার ও-সপ্তাহেও ছিলো না—ছিলো কি?'

'সেটা অন্য ব্যাপার ছিলো।'

প্রায় বিশ মিনিট আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আর— এর দক্ষ পরিচালনায় চুপিসারে বাড়িটায় গোটাকয়েক চক্কর দিলাম। সেই ছোটবেলার পর আর কখনও রেড ইণ্ডিয়ান সেজে লুকোচুরি খেলিনি। নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হলো। ভাবতে লাগলাম, সভ্যতা যখন খসে পড়তে থাকে তখন মানুষ কি বোকার মতোই না কাজ করে। যাই হোক, পরে দেখা গেলো আর— এর সতর্কতার বাস্তব ভিত্তি ছিলো। সে-রাতে ঐ এলাকার লোকদের ওপর একযোগে লাগাতার আক্রমণ শুরু হয়। অবশ্য আমার বাড়িতে কিছু হয়নি। নির্ঝঞ্ঝাটেই ঘুমোতে পারলাম। পরদিন সকালে তাজা ফূর্তি নিয়ে বেশ তাড়াতাড়িই এন— এর বাড়িতে প্রাতরাশের আসরে পৌঁছে গেলাম।

বিদায়ের পালা আসতেই এন— তার ছেলে ড্যানিকে সঙ্গে নিলো। তারপর আমার গাড়িতে তাকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের ইশারা করলো। সদরের এক বড় রাস্তা ধরে আমরা পীকস্কিল-এ ঢুকলাম। নজরে পড়লো প্রচুর সালু ও পোস্টার সেই রবিবারের ভাবসাবকে স্লোগানে প্রকাশ করেছে। তার প্রথমটি রাস্তার এপার-ওপার জুড়ে টাঙানো। তাতে লেখা: 'জেগে ওঠো আমেরিকা! পীকস্কিল জেগেছে!' এই একই স্লোগান ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। বাড়ির দেওয়ালে ঝুলছে, টেলিগ্রাফের খুঁটিতে লাগানো রয়েছে, আর সাঁটা রয়েছে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলা অগুনতি গাড়ির সামনের কাচের জানলায়—যদিও তখন সবে সকাল। (তখন সময় সকাল আটটার ঘর ছাড়িয়ে সামান্যই এগিয়েছে।)

চিন্তারত সুরে আর— বললো, 'জার্মানী জেগে ওঠো!' একই স্লোগানের জার্মান সংস্করণ। ফ্রাঙ্কফুর্ট, নুরেমবার্গ, হামবুর্গ ও বার্লিনের পথে পথে এই স্লোগান নিত্য আওয়াজ তুলেছে। ইহুদী ও সাম্যবাদীদের পেটানো কিংবা মান, হাইনে ও ওয়াসারম্যানের রচনাবলী ছুড়ে আগুনে আহুতি দেবার পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের সময় বাদামী-পোষাকীরা এই স্লোগান সুর করে গেয়েছে।

এই একই স্লোগান ছিলো নাৎসীদের ক্ষমতা অধিকারের লড়াইয়ের জিগির, দাবীর আওয়াজ। অবাক হয়ে তখন ভেবেছি—আজও ভেবে চলেছি—এই ভাষার রূপান্তর ইতিহাসের কোন বিচিত্র দুর্ঘটনা কিনা, একই ধরনের কোন ব্যাধির লক্ষণজাত জ্বর কিনা, যা ভূগোলের সীমারেখার বাছ-বিচার করে না। নাকি পীকস্কিল-এর 'ঝটিকা বাহিনী' সচেতনভাবেই এই হিটলারী স্লোগানকে নিজেদের প্রয়োজনে অনুবাদ করে নিয়েছে! শেষের সম্ভাবনাটা সত্যি হলে আমি অবাক হবো না; কারণ, আগেই উল্লেখ করেছি, প্রথম আক্রমণকারী ফ্যাসীরা হিটলারকে নিজেদের দেবতা বলে মেনে নিয়েছিলো এবং বারবার তার নাম চিৎকার করে আমাদের বলেছে। যদি ভাবা হয় ফ্যাসীরা নিছক সাদাসিধে জানোয়ার, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভালো করে না বুঝেই তাৎক্ষণিক ঘৃণার তাগিদে প্ররোচিত হয়, তাহলে ভীষণ ভুল করা হবে; তবে এমন একটা পৃথিবীর কথা ভাবতেও বেশ মজা হয়, (যদিও সেটা একই সঙ্গে বেদনাদায়ক) যেখানে রোবসন ও ফাস্টের মতো 'অ-মার্কিনী' বস্তুর তুলনায় অ্যাডল্ফ্ হিটলারই হলো পরম মার্কিনী আদর্শ।

পীকস্কিল-এর দ্বিতীয় কনসার্টের জন্য যে জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছে, একটু পরেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। এ সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নেওয়া উচিত। এক সপ্তাহ আগে মাউন্ট কিস্কোর সভায় (অথবা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে কাটোনাহ্-এর সভায়, কারণ জায়গাটা ঐ গ্রামেরই কাছাকাছি) 'ওয়েস্টচেস্টার আইন ও শৃঙ্খলা সমিতি'র জন্ম হয়। স্থানীয় নাগরিকদের এই দলটি ওয়েস্টচেস্টার জেলায় নাগরিক অধিকাব রক্ষার সমর্থনে লড়াইয়ের জন্য নিজেদের একটি অ্যাড হক সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের প্রথম পদক্ষেপ হলো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গণশিল্পী দলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আর একটা কনসার্টের আয়োজন করা; সেখানে অতিথি-গায়ক হিসেবে হাজির থাকবে পল রোবসন। প্রথম কনসার্টের মতো এবারেও টাকাপয়সা যা উঠবে তার বেশিরভাগটাই হারলেম-এর নাগরিক অধিকার কংগ্রেসের তহবিলে দিয়ে দেওয়া হবে। নিউ ইয়র্ক ও তার আশপাশের শ্রমিক সমিতিগুলোকে সভার প্রতিরক্ষার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তারা সেই ডাকে কতোটা সাড়া দিয়েছিলো, সে কথা পরে বলছি।

সভা বসবে এটা ঠিক করা এক কথা ; আর সেজন্য জায়গা খুঁজে বের করা সম্পূর্ণ আর এক কথা। গত শনিবারের ঘটনাগুলো যেখানে ঘটেছিলো, সেই লেকল্যাণ্ড একর্স-এর মালিক আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ভালো ব্যবহার করেছে ; তবে ফ্যাসীরা তার বনভোজনের মাঠ যেভাবে তছনছ করেছে সঙ্গত কারণেই সেদিকে সে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একই ঝামেলায় দ্বিতীয়বার জড়াবার কথা সে ভাবতেই পারছে না। তাছাড়া সহযোগিতা করলে শাসানি ও প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার ভয় তো রয়েছেই। বনভোজনের মাঠ ও সম্পত্তির অন্যান্য সব মালিকের দল মোটামুটি একই কথা বললো।

অবশেষে একটা জায়গা আমাদের দেওয়া হলো এবং সকৃতজ্ঞভাবে সেটাকেই গ্রহণ করা হলো। এই জায়গাটার মালিক জার্মানীর ফ্যাসী আমলের এক প্রাক্তন উদ্বাস্তু। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই মানুষটি জানে 'পীকস্কিল'-এর অর্থ কি। নিজের প্রথম-জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যের কুৎসিত পুনর্চলচ্চিত্রায়ন সে এখানে দেখেছে। জায়গাটা আমাদের দিয়ে সে যে কি ঝুঁকি নিতে চলেছে তা সে জানতো ; কোন্ পরিণতির মুখোমুখি তাকে হতে হবে তাও সে জানতো—যেমন বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেবার চেষ্টা, (পরে সত্যিই সে চেষ্টা হয়েছে।) দেওয়াল ফুটো করে গুলি চালানো, ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নীতির দিক থেকে গণসমাবেশ ও বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারের সমর্থনে তার মদৎ হিসেবে সে কনসার্টের জন্য জায়গা দেবে।

আশ্চর্যভাবেই এই নতুন জায়গাটা, 'হলো ব্রুক কান্ট্রি ক্লাব,' লেকল্যাণ্ড একর্স-এর অবিকল প্রতিরূপ। একই রাস্তায় একইভাবে জায়গাটা দাঁড়িয়ে। তফাতের মধ্যে শুধু এর ঢোকার পথটা পীকস্কিল থেকে আরও আধ মাইল বেশি দূরে। এমন কি জায়গাটার খুঁটিনাটি আদল পর্যন্ত একই ধরনের। তবে ভেতরে ঢোকার বেসরকারী রাস্তাটা লম্বায় কিছুটা ছোট এবং গর্তের নিচে খোলা জায়গাটা অনেক বড় ও চ্যাটালো। ফলে অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রটা লেকল্যাণ্ড-এর প্রায় চারগুণ। এক সময়ে জায়গাটায় জেলা ক্লাব ছিলো। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠগুলো লম্বা লম্বা বীজ-ঘাসে ছাওয়া। শুধুমাত্র বিক্রির উদ্দেশ্যেই জায়গাটাকে ধরে রাখা হয়েছিলো। বিগত বেশ কিছু কালের মধ্যে এই প্রথম জায়গাটাকে বেসরকারীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

ভেবেছিলাম, খুব সকালে যে কয়েকজন সেখানে হাজির হবে, আমরা তাদের দলেই পড়বো ; কিন্তু দেখা গেলো, আরও বহু লোকের মাথায় একই বুদ্ধি খেলেছে : মাঠে ঢোকার মুখে আটক হওয়ার ঝুঁকি নিতে তারা রাজী নয়। সেই সময়ে রাষ্ট্রীয় সড়কে ফ্যাসী-বিক্ষোভ বা ঐ জাতীয় কিছুর চিহ্নমাত্র নজরে পড়লো না, তবে কনসার্টের দর্শক ও শ্রমিক সমিতির সদস্যদের প্রায় একশোরও বেশি গাড়ি মাঠের ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা গেলো। শেষ পর্যন্ত কি ধরনের ভিড় হবে, এ দৃশ্য দেখে মোটামুটি সেটা আঁচ করতে পারলাম।

মাঠের ভেতরে বেশ খানিকটা ঢুকে একটা নিরাপদ একটেরে জায়গায় গাড়ি রাখলাম। ওয়েস্টচেস্টার জেলার কোন কনসার্ট হয়তো যুদ্ধের চেয়ে কম বিপজ্জনক, তবে সাবধানের মার নেই ; আমার ভাড়া করা অতিবৃদ্ধ প্লিমাউথ যথেষ্ট সেবা করেছে ; আমাকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে সে এখনও অনলস থাকবে।

শ্রমিক শ্রেণীর শৃঙ্খলা, শক্তি ও সাহসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা যদি কখনও বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তা এই দিন, পীকস্কিল-এ। গত সপ্তাহে আমাদের ছোট্ট দলটা এক ভারী দলের সঙ্গে মোকাবিলা করে যে বীভংস লড়াই করেছে তার সঙ্গে আজকের মিলটুকু শুধুমাত্র বাতাবরণে ; আকাশ সুনীল ও স্বচ্ছ ; আজকের এই সকাল তরতাজা, ঠাণ্ডা ও এক কথায় চমৎকার ; উপত্যকার আঁচল ঘেরা পাহাড়গুলো সবুজ, শান্ত ও ছলনাময়ী। মাঠে ঢুকতে বাঁদিকে সবচেয়ে উঁচু যে টিলাটা দেখা যায় তার ওপরে নজরদারী পাহারা বসানো হয়েছে, বসিয়েছে 'আন্তর্জাতিক পশম ও চর্ম কর্মচারী সমিতি'র লিওন স্ট্রস। তার দলে নিজের লোক ছাড়াও অন্যান্য আধডজন সমিতির বেশ কয়েকজন মুখপাত্র রয়েছে।

টিলার ওপরে বিন্যাস, শৃঙ্খলা ও সংগঠনের যথেচ্ছ প্রমাণ নজরে পড়ছে। প্রাথমিক চিকিৎসার আশ্রয় হিসেবে একটা তাঁবু খাটানো হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্রের স্তূপ ও এক গ্যালন মাপের জলের টিনগুলো গাদা করে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ছ'জন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিনিধি হাতের কাছেই বসে রয়েছে। অপেক্ষা করছে নির্দেশের। নির্দেশ পেলেই ওরা পৌঁছে যাবে এই এক ডজন, কি তারও বেশি, একর জমির যে কোন অংশে, সেখানে নিরাপত্তা অটুট রাখবে। আর এই কনসার্ট যেন আগের কনসার্টের পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা দেখবার দায়িত্ব নিয়েছে শ্রমিক সমিতির সদস্যদের একটি দল। তারা

এখন ঝুঁকে পড়েছে মাঠের মানচিত্রের ওপর। প্রতিরোধের নানান পরিকল্পনা ভাঁজছে। এই প্রতিরোধ হতে হবে চরিত্রে অদ্বিতীয়ঃ এক নিরস্ত্র-প্রতিরোধ। এমন প্রতিরোধ, যেখানে সম্ভব হলে একটি ঘুষিও চলবে না। এ প্রতিরোধকে সফল করতে হবে সেরা শৃঙ্খলা ও সংযমের মধ্যে দিয়ে।

কিভাবে এ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলো, কিভাবে তাকে কাজে লাগানো হলো, সে কাহিনী কখনও পুরোপুরি বলা হয়নি। সেটা অবশ্যই বলা উচিত, কারণ সে প্রতিরোধ সম্পূর্ণভাবে, একান্তভাবে, আমেরিকার মেহনতী মানুষের অভিব্যক্তির প্রকাশ। এছাড়া অন্যান্য কারণও আছে। যেমন, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে এই প্রথম আমাদের শ্রমিক শ্রেণী ওদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয়, একজন গায়ক ও জননায়কের নিরাপত্তার জন্য ঠিক এইরকম বিপুল ও সম্মিলিত এক প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে।

পাহাড়ের ঢালে একটা যুৎসই জায়গা থেকে প্রতিরোধটা যেমন দেখেছি সেভাবে বর্ণনা করাটাই সবচেয়ে ভালো হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে লক্ষ করেছি কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে। কিভাবে লিওন স্ট্রস সবকিছু নিয়ম-মাফিক সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে, একজোট করছে, টুকরোগুলো মিলিয়ে জোড়া দিচ্ছে। এছাড়া, স্ট্রস সেখানে যে অসাধ্যসাধন করেছিলো এবং পরে যেরকম নেতৃত্ব দিয়েছিলো, সেকথাও বিস্তারে বলছি। কারণ তাকে অভিনন্দন জানাবার এর চেয়ে ভালো কোন পথ আমার জানা নেই। তার অনেক গুণ আছে, অনেক মহান গুণ আছে।

যেমন বলেছি, ওদের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো নজরদারী পাহারাগুলো ঠিক ঠিক জায়গা মতো বসানো। আমরা যখন হাজির হয়েছি তখন সে-কাজ সারা হয়ে গেছে। আমরা পৌঁছনোর পর প্রতিরোধে সামিল হতে কনসার্ট-দর্শক ও শ্রমিক সমিতির স্বেচ্ছাসেবীদের এক অবিরাম জনস্রোত মাঠে এসে ঢুকতে লাগলো। কনসার্ট-দর্শকেরা হয় নিজেদের গাড়িতে এসেছে অথবা ভাড়া করা বাসে চড়ে এসেছে। তবে আমার অনুমান, বেশিরভাগই নিজেদের গাড়িতে এসেছে। আর শ্রমিক সমিতির লোকেরা সাধারণতঃ বাসে করে এসে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকটি স্থানীয় দল নিজেদের সংগঠিত বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কনসার্ট-দর্শকেরা গাড়ি চালিয়ে মাঠে ঢুকলো। সাজানো সারিতে

গাড়ি রাখলো। শেষ পর্যন্ত কনসার্ট যখন শুরু হলো, তখনও তারা আসছে। শ্রমিক সমিতির লোকেরা আগেই এসেছে; ওদের বেশিরভাগই ঢোকার মুখে বাসগুলো দাঁড় করিয়ে রাস্তা ধরে কুচকাওয়াজ করে নেমে এসেছে নিচের প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে।

নজরদারী পাহারা পার হয়েই ঠিক নিচে অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র। পাহাড়ের খাড়াইয়ের ফলে জায়গাটা রাস্তার দিক থেকে কিছুটা আড়াল পেয়েছে। চেয়ারের ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি। তাছাড়া কতো লোক আসবে তাও জানি না। সুতরাং ঠিক হয়েছিলো, যারা আসবে তারা ঘাসের ওপর বসবে, তারই মধ্যে যেটুকু সম্ভব আরাম খুঁজে নেবে।

আমরা যখন পৌঁছলাম তখন শ্রমিক সমিতির প্রথম ঝাঁক আসতে শুরু করেছে। তার পরের দুটো ঘণ্টা ধরে ওদের প্রায় কয়েক হাজার লোক কুচকাওয়াজ করে এসে ঢুকলো। প্রত্যেকটা দল হাজির হওয়ামাত্রই ষ্ট্রসের একজন করে প্রতিনিধি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ওদের শনাক্ত করছে এবং প্রতিরোধের গণ্ডীর এক একটা অংশ ওদের দায়িত্বে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। প্রতিরোধের এই গণ্ডীটা লম্বায় কতো বড় ছিলো সেটা হিসেব করার কোন উপায় আমার হাতে নেই। আর যেসব ছবি আমাদের কাছে আছে তাতে গণ্ডীর একটা অংশমাত্র ধরা পড়েছে; তবে এই গণ্ডী কনসার্টের পুরো জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছিলো। এর ভেতরে ছিলো পঁচিশ হাজার দর্শক ও হাজারেরও বেশি গাড়ি। তাছাড়া সব দিকেই দর্শক এবং গণ্ডীর মাঝে সিকি মাইলেরও বেশি খালি জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছিলো। গণ্ডীর প্রহরীরা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, আক্ষরিক অর্থে ছুঁয়ে ছিলো পরস্পরকে। সরকারী হিসেবে বলা হয়েছে, গণ্ডীতে দাঁড়ানো শ্রমিক সমিতির লোকের সংখ্যা ছিলো আড়াই হাজার। এই বিশাল এলাকা ঘিরে আঁটোসাটো রেখায় এতোজন লোককে সাজিয়ে দাঁড় করানোটা যে সংগঠনের কি প্রকাণ্ড সমস্যা তা নিশ্চয়ই এবারে স্পষ্ট হবে। এর সবটুকু কৃতিত্বই ষ্ট্রস ও তার সহকর্মীদের প্রাপ্য।

মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে এতো কিছু হতে দেখাটা নিঃসন্দেহে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। শ্রমিক সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন দল ঘন ঘন মাঠ পেরিয়ে

জঙ্গল ভেদ করে চলে যাচ্ছে চোখের আড়ালে, আর তারপর হঠাৎই গণ্ডীটা চেহারা নিতে শুরু করলো। প্রথমে এখানে এক টুকরো, তারপর ওখানে আর এক টুকরো, তারপর শূন্যস্থান পূরণ করতে কয়েকটা অংশ, তারপর ফাঁকগুলো ক্রমে ছোট হয়ে আসতে লাগলো, আর তারপর হঠাৎই দুস্তর এলাকা ঘিরে জন্ম নিলো মানুষের শরীরে তৈরী নিঃশ্ছিদ্র অন্তবিহীন এই প্রাচীর।

নিচে, প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে, একটা লম্বা ওক গাছ একা দাঁড়িয়ে ছিলো। তাকে ঘিরে প্রায় আধ একর জায়গা জুড়ে দর্শকদের মাঝখান দিয়েই পত্তন করা হলো প্রহরীদের দ্বিতীয় সারি।

এসব যখন চলছে তখন দর্শকেরা এবং ফ্যাসীরা, দু'দলই জমায়েত হতে শুরু করেছে। অবিশ্বাস্যভাবে দর্শকের জোয়ার ফেঁপে উঠতে লাগলো। আমাদের আশা ছিলো পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে পাঁচ, কি বড়জোর দশ হাজার লোক কনসার্ট শুনতে আসবে—কিন্তু দশ হাজার, পনেরো হাজার, এমনকি বিশ হাজার পেরিয়ে গেলো, অথচ তখনও তারা আসছে। হারলেম থেকে বাসের পর বাস বোঝাই করে লোক আসছে; আসছে ব্রুকলিন থেকে, ব্রংক্স থেকে, ম্যানহাটান থেকে; আসছে জার্সি সিটি থেকে, নিউআর্ক থেকে—আরও, আরও বাস বোঝাই করে তারা আসছে। এছাড়া আসছে শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি। প্রত্যেকটা গাড়ি গলা পর্যন্ত ঠাসা—এ জন্য আমাদের যে জবর মাশুল গুনতে হয়েছিলো, দেখতেই পাবেন।

আমাদের লোকজন যখন ফুলেফেঁপে উঠছে, রাষ্ট্রীয় সড়কে ফ্যাসীদের পাল্টা বিক্ষোভে প্রত্যাশা মতো লোক হলো না। কনসার্ট রুখতে (একটি পবিত্র কর্তব্য) অন্তত তিরিশ হাজার পুরোনো ফৌজী হাজির হবে, এটা শুধু যে ওদের ধারনা ছিলো তা নয়, সন্ত্রাসের জন্য স্বেচ্ছাসেবী চেয়ে যে ডাক ওরা দিয়েছে, রাজ্যের প্রত্যেকটি বেতার-কেন্দ্র ও খবরের কাগজ সেই ডাকের প্রতিধ্বনি তুলে প্রচার করেছে। যাই হোক, কার্যত দেখা গেলো, ওদের সমাবেশে কুল্যে হাজার খানেকের বেশি লোক হয়নি; ওদের এক-একজন প্রাক্তন ফৌজীর জায়গায় আমাদের যে দশ-দশজন লোক ছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এই হাজার জনের কথা ধরলে, আমাদের পাহারাদাররা গণ্ডীর যে কোন জায়গাতেই ওদের আচ্ছা বন্দোবস্ত করতে পারতো। কিন্তু

এবারে দিনের প্রায় শুরু থেকেই পুলিস ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো। এবার এসেছে এক হাজার রাজ্য ও জেলা-পুলিস। অস্ত্রে তারা সুসজ্জিত। নিজেদের-মধ্যে-বোঝাপড়া-আছে এমন এক হাজার পুলিস। একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা এসেছে।

আমাদের প্রতিরোধ গঠনের তোড়জোড় যখন শেষ হলো, দর্শকের ভিড় তখন অনেক বেড়ে উঠেছে। স্ট্রসের মানব-প্রাচীরও নিজের চেহারা নিয়েছে। প্রখর রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা সবরকম উত্তেজনা ও প্ররোচনা রুখেছে। তখন পুলিসের দল যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, সেই কাজে নামলো।

আজকের এই দিনটায় পুলিসের ভূমিকা খুব সতর্কভাবে লক্ষ করা দরকার। দিনের বিভিন্ন ঘটনা যেভাবে ক্রমে উদঘাটিত হয়েছে, তাতে ওদের আচরণ বারবার লক্ষ করা দরকার; কারণ পুলিসের লাঠি এক তৎপর সক্রিয় অস্ত্র। আর যে মানুষটা এই লাঠি চালায়, আইন-আদালত, জজসাহেবের দল, সবই তার পক্ষে। তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা হাতে ভেসলিন মেখে ঈল মাছ ধরার মতোই শক্ত।

স্ট্রস ও তার লোকেরা যখন প্রতিরোধ তৈরির পরিকল্পনা করছিলো, ওরা আইনের বাইরে পা ফেলেনি। ওদের প্রতিরোধ-বাহিনী ছিলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিরস্ত্র। এছাড়া, বিশাল মাঠগুলোর সবটাই আমরা ভাড়া করেছি। অতএব সে মাঠে আমরা যাই করি না কেন, তাতে যদি আইন না ভেঙে থাকি তাহলে সেটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার; সে অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু যখনই প্রতিরোধের এই নিখুঁত চরিত্র ও সংহতি পুলিসের চোখে ধরা পড়লো, তক্ষুনি ওরা সেটা ভেঙে ফেলার নানান চেষ্টা শুরু করলো।

এগারোটা নাগাদ ওদের প্রায় তিনশো রাজ্য আরোহী-পুলিস কুচকাওয়াজ করে মাঠের ভেতরে এসে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। একটার সময় পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্যাফ্‌নি লিওন স্ট্রসের কাছে এলো। প্রতিরোধের গণ্ডীটাকে সিকি মাইল পিছিয়ে দেবার জন্য হুকুম করলো। এর ফলে রক্ষী ও দর্শকের দল সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে, ফ্যাসীরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে এবং কনসার্ট পণ্ড করে দেবে।

ষ্ট্রস রাজী হলো না। গ্যাফ্‌নি গালভরা কথায় জ্ঞান দিলো, শাসালো, কিন্তু ষ্ট্রস তাকে সোজা বলে দিলো যে গোটা মাঠটা আমরা ভাড়া করেছি, অতএব আমাদের রক্ষীদের আমরা যেখানে খুশি দাঁড় করাতে পারি আর আমাদের ইচ্ছেটাও পুরোপুরি সেই রকম। গ্যাফ্‌নিকে সে আরও বললো, কোন জায়গাতেই আমাদের প্রহরীরা রাষ্ট্রীয় সড়কের বিশ গজের মধ্যে দাঁড়ায়নি। ফলে আমাদের নেহাৎ আক্রমণ না করলে কি ক'রে যে গোলমাল শুরু হবে তা সে বুঝতে পারছে না। এ কথায় গ্যাফ্‌নি তার চরমপত্র শুনিয়ে দিলো: হয় আমাদের প্রহরীদের সারি পিছিয়ে নিতে হবে, নইলে সে সমস্ত পুলিস সরিয়ে নেবে।

'সরিয়ে নিন, আমাদের পুলিসের দরকার নেই,' ষ্ট্রস হাসলো, 'এখানে কোন মারদাঙ্গা হবে না।'

একটু পরে তিনশো আরোহী-পুলিস দল বেঁধে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। রাস্তায় গিয়ে মোতায়েন হলো। এতোক্ষণ পর্যন্ত রাস্তার ফ্যাসী-বিক্ষোভ একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাবেশের ভান করেছে—ওদের শৃঙ্খলা শুধু চেহারাতেই, চরিত্রে নয়। কারণ যেসব লোকেরা মাঠে ঢুকছে তাদের লক্ষ করে ওরা অত্যন্ত কদর্য ও নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করছে, জঘন্য মুখ-খিস্তি ছুড়ে দিচ্ছে। (উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'খ্রীষ্টধর্ম' ও 'মার্কিনীবাদ'-এর এই দূতেরা বেশ চমৎকারভাবে এমন ভাষাকে প্রশ্রয় দেয় যা শুধু যে ছাপার অযোগ্য তা নয়, ভদ্রলোকেরা এই শব্দগুলো চিন্তা করতেও লজ্জা পায়।) কিন্তু এবার পুলিস ওদের ভণ্ডামির খোলস ছাড়তে ইশারা করলো।

রাশি রাশি পাথর ছোড়া শুরু হলো। মার্কিন প্রাক্তন সৈনিক সঙ্ঘের বীরপুরুষেরা রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিরোধ-গণ্ডী লক্ষ করে পাথর ছুড়ছে। পিছনে শ' শ' পুলিসের অট্টহাসি। দূরত্ব অনেকটা হলেও মাঝে মাঝে এক-একটা পাথর এসে আমাদের প্রহরীদের কারো কারো গায়ে লাগছে। ওদের কয়েকজন তখন সাঙ্ঘাতিক চোট পেয়েছে, কিন্তু সারা দিনের ঐ সুদীর্ঘ সময়ে একবারের জন্যেও সেই লাইন ভাঙেনি বা পিছু হটেনি। অচঞ্চল সাহস ও প্রতিজ্ঞার এক অপূর্ব নজীর!

অন্যদিকে পুলিসেরা নিজেদের রুটিন-মাফিক কাজ শুরু করলো (মার্কিন

পীকস্কিল-এ অংশগ্রহণকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ব্যক্তিত্ব : পল রোবসন, বাঁদিকে, 'আন্তর্জাতিক পশম ও চর্ম কর্মচারী সমিতি'র লিওন স্ট্রস, মাঝখানে দাঁড়িয়ে, এবং হাওয়ার্ড ফাস্ট, ডানদিকে। বাসে আঘাত পাওয়া যে আহত ব্যক্তিটি বসে রয়েছে, সে উইলসন ম্যাকডাওয়েল। বাসে আছড়ে পড়া অসংখ্য পাথরের একটি হাতে ধরে আছেন পল রোবসন, তার নিচেই চুরমার হওয়া একটা গাড়ির জানলা।
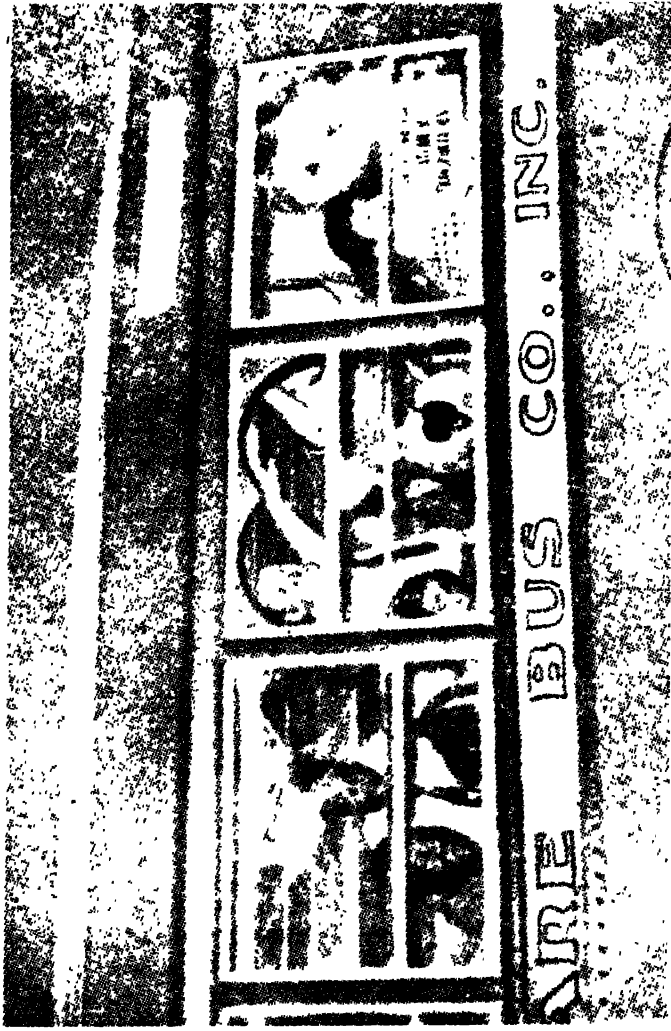
এইরকম সব বাসেই সবচেয়ে জঘন্য আঘাতের ঘটনাগুলো ঘটেছে। ভিড়ে ঠাসা বাসগুলোতে লুকোবার কোন জায়গা ছিলো না।

পুলিসের বস্তাপচা রুটিন)। সে যে কোন্ ধাতুতে তৈরী সেটা জাহির করার সুযোগ পেলে এই রুটিন সক্রিয় হয়ে থাকে। কনসার্টের মাঠে ঢোকার পথ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এমন সময় দেরী করে কয়েক গাড়ি বোঝাই নিগ্রো এসে হাজির হলো।

এই দেরী-করে-আসা গাড়িগুলো (মনে রাখবেন, কনসার্ট ততোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। সে-কথায় আমি একটু পরেই ফিরে আসছি।) ফ্যাসীরা থামালো। কয়েকজন নিগ্রোকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় নামালো। যখন তারা বাধা দিতে চেষ্টা করলো, চেষ্টা করলো হকের দাবীতে ভেতরে যেতে, তখন পুলিস হস্তক্ষেপ করলো। (আজকের আমেরিকায় লুই বুডেন্জ্[৭] যেমন শ্রদ্ধা ও সম্মানের আরেক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি এক ডজন পুলিস যখন লাঠি হাতে একজন নিগ্রোকে আক্রমণ করার সুযোগ পায়, তাকে সহজেই বীরত্ব বলা যেতে পারে।) ওরা ঠিক নিজেদের স্বভাব মতো কাজে হাত লাগালো, নিগ্রোদের এলোপাতাড়ি পেটাতে শুরু করলো—এই পেটানোর পিছনে কোনরকম কারণ কিংবা প্ররোচনা নেই, ছিলো শুধু অবিশ্বাস্য হিংস্র ঘৃণা। এসব কাণ্ড হচ্ছে রাস্তার ওপরে। এই ঘটনাগুলোর ছবি যেমন তোলা হয়েছে তেমনি আক্রান্ত নিগ্রোরা পরে এর সমর্থনে সাক্ষীও দিয়েছে; সুতরাং আমার এই এজাহার একপেশে বা মিথ্যে নয়। ঘটনাগুলো নৃশংস, কাণ্ডজ্ঞান-হীন, বর্বর এবং অনাবশ্যক। আর সেই সময়ে এসব ঘটনার কথা আমরা জানতেও পারিনি। জায়গাটার আদল এমনই যে এই পেটানোর ঘটনাগুলো নিচের দর্শকেরা তো দূরের কথা, রক্ষীদের সারি থেকেও কেউ দেখতে পায়নি।

ইতিমধ্যে নিচের গর্তে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ কনসার্ট শুনতে জড়ো হয়েছে। ভেতরের প্রহরীদের সারিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে তাদের বেশিরভাগই মাঠের ওপরে বসে পড়েছে; এখানে বলে রাখি, ফ্যাসীদের কোন ছোট দল যদি গোপনে ভেতরে ঢুকে পল রোবসনকে হত্যার চেষ্টা করে তাহলে তাদের বাধা দিতেই ভেতরের এই প্রহরীদের মোতায়েন করে সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। এটা শুনলে হয়তো সামান্য নাটকীয় মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া গেছে লিওন ষ্টস রূঢ় শীতল বাস্তবের সঙ্গেই মোকাবিলা করেছে। সন্দেহ নেই, দারুণ মোকাবিলা করেছে।

রোবসন যখন হাজির হলো, তখন সম্ভবতঃ দুপুর হবে। গণশিল্পী দলের অন্যান্য গায়ক ও বাজিয়ের দল তার একটু আগেই এসেছে। যেহেতু প্রোগ্রামটা আমাকেই তৈরী করতে হবে, আমরা নিচে শব্দযন্ত্রের ট্রাকের পাশে বসলাম, কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে নিলাম। নিরাপত্তা বাহিনীর পরামর্শ মতো রোবসন গাড়িতেই বসে রইলো।

আরো এসেছে পিট সীগার[৮], সিলভিয়া কান ও আরো অনেকে। তাদের মধ্যে একজন নামজাদা দক্ষ তরুণ কনসার্ট-পিয়ানো বাজিয়ে ছিলো। উপলক্ষ্য শুনে ও ভিড় দেখে, জনসমুদ্র দেখে, তারা রোমাঞ্চিত হলো। এরকম বিশাল জনতার সামনে আর কবে গান শোনাবার সুযোগ হয়েছে?

আমি তাদের বললাম, 'এ সবই আপনাদের। আমার নিজের বক্তব্যটুকু ছাড়া আর যা কিছু আজ এখানে বলা হবে সবই বলবেন আপনারা, আপনাদের গান-বাজনা দিয়ে।'

পীট সীগার একগাল হাসলো, 'সারাটা জীবন আমরা এই রকম একটা মুহূর্তের স্বপ্নই দেখেছি—যা করবার শুধু গান দিয়েই যেন করছি।'

'হ্যাঁ, আজ সেটাই আপনাদের করতে হবে। ধরুন আধঘণ্টার মধ্যেই একটা দলের গান শুরু করলাম। তারপর আপনি এলেন। তারপর পিয়ানোর যন্ত্রসঙ্গীত; তার পরে পল; তারপর মিলেমিশে একটা সমবেত সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা যাবে; তারপর আবার আপনারা, আর তারপর পল প্রোগ্রাম শেষ করবে।'

'দারুণ হবে।'

'তাহলে আপনাদের গানের নামগুলো লিখে দিন, যাতে আমি ঘোষণা করতে পারি।'

পলের গাড়ির কাছে হেঁটে গেলাম, তাকে সম্ভাষণ জানালাম। গত শনিবারের পর এই প্রথম তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। দুটো উপলক্ষ্যের পরস্পরবিরোধী চেহারা সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন। আর একই সঙ্গে গোটা এলাকাটা ঘিরে শ্রমিক সমিতির লোকদের তৈরী পাঁচিল দেখে স্বভাবতই গর্ব বোধ করছি।

'আজ পরিস্থিতি একটু অন্য রকম,' মনে আছে একথা বলেছি।

সে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো। তবে তাকে গম্ভীর ও অশান্ত মনে হলো। কি দানা বাঁধছে, সে টের পেয়েছে। কিন্তু তখন আমার মনে শুধু আমাদের শক্তি, আমাদের শৃঙ্খলা এবং রাস্তার ঐ প্রাণীগুলোর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। কোন কিছু হওয়ার ভয় নেই ; আজ দিন আমাদের।

শব্দযন্ত্রের ট্রাকের কাছে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় মাঠের মাঝখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে যে ছিলো সে এসে আমাকে একপাশে ডাকলো। বললো, 'হাওয়ার্ড, শব্দযন্ত্রের ট্রাকটা ঐ বড় ওক গাছের কাছে রাখো, ঠিক ওটার নিচে।'

(নিশ্চয়ই মনে আছে, অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল ওক গাছ ছিলো।)

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? ট্রাকটা গাছের নিচে রাখলে আমাদের লোকদের গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে গান গাইতে হবে। এর কোন মানে হয় না।'

'হ্যাঁ, হয়।'

'কেন ?'

'কারণ আমাদের নজরদারী লোকেরা সেই সকাল থেকেই জঙ্গলে, পাহাড়ের ওপরে, ছড়িয়ে রয়েছে। আর এইমাত্র খবর পেলাম ওরা স্থানীয় দু'জন দেশপ্রেমীকে হঠাৎই চমকে দিয়েছে। উপত্যকার দিকে চোখ রেখে ঐ দু'মক্কেল ওপরে বাসা বেঁধে বসে ছিলো। ওদের হাতে ছিলো টেলিস্কোপ লাগানো শক্তিশালী রাইফেল। সোজা কথায়, ওরা পল-কে খতম করতে চায়। আর সে কাজের নিষ্পত্তি করতে ওরা অল্পে থামবে না। সুতরাং শব্দ-যন্ত্রের ট্রাকটাকে গাছের নিচে বসাও।'

সুস্থ মানসিকতার সঙ্গে ফ্যাসীবাদকে মেলালে চলবে না ; এটা আমি শিখেছি। কার্যকারণ, বুদ্ধি কিংবা সভ্যতা, ভদ্রতা বা নীতির সঙ্গে একে মেলানো যায় না। অসম্ভব সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করতে হয় ; যতো রকম শয়তানি হলো এর সার বাস্তব এবং সবকিছুর সার কথা।

শব্দযন্ত্রের ট্রাকটাকে গাছের নিচে দাঁড় করালাম। তারপর প্রোগ্রামের কাগজ হাতে নিয়ে মাইকের কাছে গেলাম। ঘোষণা করলাম, আমাদের

কনসার্ট শুরু হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, আমার একটুও ভালো লাগছিলো না। একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না, সাহস পাচ্ছি না ; গাছের শাখা-প্রশাখা খুব সামান্যই আড়াল দিয়েছে। টেলিস্কোপ-নজর লাগানো ঐ শক্তিশালী রাইফেলজোড়া যে তাদের নিশানা ভেদ করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে সে ভরসাও আমার নেই। আমি নেমে আসার পর যখন পিট সীগার গাইতে শুরু করলো, তখন নিরাপত্তা-দলের নেতার কাছে গেলাম। তাকে বললাম, 'মনে হয় পলের গাওয়াটা ঠিক হবে না। চুলোয় যাক সব! এই গান গাওয়াটা এতো সাঙ্ঘাতিক জরুরী নয়। আর যদি বে-আড়াল নাঙ্গা কাকে বলে জানতে চাও তাহলে শুধু ওখানে একবার উঠে দাঁড়াও।'

'সে গান গাইবেই। মনস্থির করে ফেলেছে। তার ভয়ের কিছু নেই। আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি।'

ওরা ব্যবস্থা করেছে। তার অর্থ হলো, পনেরোজন শ্রমিক এক সাঙ্ঘাতিক সাহসের কাজ, এক সাঙ্ঘাতিক নিঃস্বার্থ কাজ করলো। যখন পল রোবসন গাইবার জন্য উঠে দাঁড়ালো, ঐ পনেরোজন শ্রমিক তার পিছনে এবং পাশে ঘিরে দাঁড়ালো। পাহাড়ের দিকটা আড়াল করে গড়ে তুললো এক মানুষের দেওয়াল। একাজ করতে গিয়ে ওদের এতোটুকু দ্বিধাও দেখলাম না, আশঙ্কাও দেখলাম না। খুব সহজ ও সাদামাটাভাবে ওরা একাজ করলো বটে, কিন্তু এ এমন একটা কাজ যা আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না। ওরা সাদা ও নিগ্রো শ্রমিক, আর এই বিশাল মানুষটি দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর একজন—যে ওদের পক্ষ ছেড়ে পালায়নি, ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, হামাগুড়ি দিয়ে গা-ঢাকা দেয়নি, বরং অটল-অচঞ্চল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে। কথায় বলার চেয়ে এ অনেক ভালো জবাব।

সুতরাং আমাদের কনসার্ট স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে চললো। এতো অসুবিধে সত্ত্বেও সেদিন আসর বেশ ভালোই জমেছিলো। পল রোবসনের মহান কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলেছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ; হ্যাণ্ডেল ও বাখ্-এর সুর সেখানে বাজানো হয়েছে ; পিট সীগার ও তার বন্ধুরা গাইলো চমৎকার সব পুরোনো গান। এমন এক সময়ের গান যখন বিশ্বাসঘাতকতা, ঘৃণা ও স্বৈরাচার মার্কিনীদের সবচেয়ে প্রশংসিত গুণ ছিলো না। আর পুলিস তার যথাসাধ্য

করলো। যখন তারা দেখলো যে কনসার্ট বন্ধ করা গেলো না, তখন একটা হেলিকপ্টার নিয়ে এলো। সেটা আমাদের শব্দযন্ত্রের ট্রাকের ওপরে একনাগাড়ে চক্কর দিতে লাগলো, আমাদের বিরক্ত করতে বার বার গোঁৎ খেয়ে নেমে আসতে লাগলো, ইঞ্জিনের বিকট শব্দে গান-বাজনা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করলো। ওরা কিছুটা সফল হয়েছে, তবে সৌভাগ্য বলতে হবে, সাধারণ এরোপ্লেনের তুলনায় হেলিকপ্টারের আওয়াজ অনেক কম। ওতে আমাদের কনসার্ট পণ্ড হয়নি।

সে যাই হোক, সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের কনসার্ট হয়েছে এবং সমাবেশের মৌলিক অধিকার তার যোগ্য আসন পেয়েছে; অথচ সারাটা সময়ে আমাদের একজনও প্ররোচনা দেবার মতো কোন কাজ করেনি। এমন কি প্রতিরোধ-বাহিনীর পরিপাটি শৃঙ্খলাও আমাদের কেউ ভাঙেনি।

আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হলো, কিন্তু একই সঙ্গে এ যেন এক নতুন আমেরিকা, যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের সাথীরা মিলে এইরকম মাপের, এইরকম গুরুত্বপূর্ণ, এক গণসংগ্রাম গড়ে তুলেছে একজন নিগ্রো গায়কের জন্য—যারা শুনতে চায় তাদের যেন সে গান শোনাতে পারে, সেই জন্য। একটা পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু সেটা 'পীকস্কিল'-এর এই আটদিনে নয় —এসেছে এর চেয়ে অনেক ধীরে, অনেক মন্থর গতিতে। নিঃসন্দেহে বহু আগে থেকেই এই পরিবর্তন জারিত হয়েছে—তবে গত আটদিনে সেটা চরম চেহারা নিয়েছে, পরিণতিতে পৌঁছেছে; এই পাল্টে যাওয়া আমেরিকায় মার্কিনী মানুষের হয়ে আমরা এক জয়লাভ করেছি। কোন সন্দেহ নেই, এই জয় মার্কিনী মানুষের স্বপক্ষে এবং এই জয় এসেছে মার্কিনী মানুষেরই সেরা পথে।

তাই বলে দিন তখনও শেষ হয়নি, শেষের তখন ঢের বাকি; সবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। গত সপ্তাহের চেয়ে অনেক বেশি সন্ত্রাসী ও আরো বিশ্রীরকম বীভৎস সন্ত্রাস ও বীভৎসতার রাত এখনও সামনে পড়ে আছে। কনসার্ট শেষ হয়েছে। আবার আমি আর—কে খুঁজে বের করলাম। জনতার ভিড়ে দু'জনে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখন বেরোবার সময়। সমস্ত গাড়ি প্রবেশ-পথে এগিয়ে ভেতরের সড়কটা গাদাগাদি করে ফেললেও কোনকিছুই নড়ছে না। আমরা যারা নিচের গর্তে ছিলাম,

বুঝতে পারিনি কিসের জন্য সব আটকা পড়েছে। ধরেই নিয়েছি, এই শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি মাত্র একটা সরু রাস্তা দিয়ে বের করে মাঠ খালি করতে সময় ও ধৈর্য লাগবেই। তখন জানতাম না, ফ্যাসীরা রাস্তা অবরোধ করেছে; আমাদের প্রতিরোধ-বাহিনীর লোকেরা পুলিসের সঙ্গে তর্ক করছে; বলছে, হয় তারা রাস্তা সাফ করে দিক, নয়তো আমাদের ওপর সে-ভার ছেড়ে দিক। আমরা এও জানতাম না যে পুলিস তখন তাদের দফার দাঙ্গার জন্য তৈরী। এরপর কি কি ঘটবে তার অবিশ্বাস্য ছক ওরা ষড় করে ঠিক করে ফেলেছে। আমরা তখনও তার কিছুই জানি না। হাডসন নদীর উপত্যকায় সন্ধ্যের তখন সবে শুরু। ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হচ্ছে, সূর্য নেমে যাচ্ছে নিচে। তবে ছুটির মেজাজে, পিকনিকের মেজাজে, জমায়েত হওয়া বিশাল জনতার কেউই সেরকম ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সমাবেশ সফল হওয়ায় তাদের প্রত্যেকেই খুশি।

ভিড়ের সবটাই পারিবারিক ভিড়—কোন গ্রীষ্মের বিকেলে যেমনটি হয়ে থাকে। সেখানে অনেক মহিলা ছিলো। আমার ধারণা, পুরুষের চেয়ে সংখ্যায় তারা বেশি ছিলো, কারণ অনেক পুরুষই সীমানা রক্ষার জন্য প্রতিরোধের সারিতে যোগ দিয়েছে। সেখানে অনেক বাচ্চা হাজির ছিলো—অনেক ছোট ছোট বাচ্চা, আর কম করেও কয়েকশো শিশু। গত সপ্তাহের কেলেঙ্কারীর পর এতো লোক যে তাদের বাচ্চাকাচ্চা ও কোলের শিশু নিয়ে এসেছে, এতে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু বিশদ হয়ে আমাকে বলতেই হচ্ছে, গত সপ্তাহে যা ঘটে গেছে সেটা মেনে নিতে মোটামুটিভাবে কেউই প্রস্তুত ছিলো না। এমন কি ফ্যাসীবাদের কথা বহুদিন ধরে জানে এমন বুদ্ধিমান প্রগতিশীল মানুষেরাও সেটা মেনে নিতে পারেনি। তার একটা কারণ হলো, এই বিবৃতির আগে 'পীকস্কিল'-এর প্রথম শনিবারের পুরো বিবরণ কোথাও বেরোয়নি। কাউকে আমি পুরো কাহিনী বলিনি, অন্য কেউও বলেনি : ফলে গোলমাল যে হয়েছে সেটা অনেকে জানলেও, সেই গোলমালের চেহারাটা কেউ সত্যি সত্যি দেখেনি। লোকে আপনমনেই বলেছে, 'প্রথমবারের গোলমালটা একটা দুর্ঘটনা। পুলিস অনেক দেরী করে এসেছে, ফলে ঘটনা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এবারে সারা দুনিয়ার নজর পীকস্কিল-এর দিকে, সুতরাং আর কোন গোলমালের সম্ভাবনা নেই। রাজ্যপাল সেটা বরদাস্ত করবেন না।

জেলা-ন্যায়বাদী ফ্যানেলি ইতিমধ্যেই বেশ মুশকিলে পড়েছেন, অতএব তিনি নিশ্চয়ই গোলমাল বরদাস্ত করবেন না। সুতরাং রোদ ঝকঝকে নির্ঝঞ্ঝাট কনসার্ট'ই শোনা যাবে, আর আমরা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো, বেশ ফূর্তিতে সময়টা কাটাবো।

হ্যাঁ, শুনে অবাস্তব মনে হলেও, লোকেরা মনে মনে এই কথাই ভেবেছে, পরস্পরের সঙ্গে ঠিক এই কথাই বলেছে। সেই জন্যই তারা ছোট বাচ্চাদের ও কোলের শিশুদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে ; কারণ গত শনিবারে যা ঘটেছে তার বাস্তব চেহারা এর চেয়েও অবাস্তব

গাড়িগুলো নড়ার অপেক্ষা করছি, এমন সময় আমাদের দু'জন প্রহরী অল্পবয়েসী এক ফতো গুণ্ডাকে ধরে নিয়ে এসে হাজির হলো। সে চুপিসারে ওদের বেষ্টনী পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। সে ঘাসের ওপরে বসলো, দেখতে লাগলো চারপাশে। দেখলাম, সে বছর আঠেরোর এক ছোকরা, সারা মুখে ঘৃণা, চোখে আগাপাস্তলা আতঙ্ক। অথচ কেউ ওকে মারেনি বা মারতে এগোয়নি। দু'জন মহিলা ছেলেটাকে ওর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বুঝিয়ে বলতে চেষ্ট করলো। আর— ও আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছি। কিন্তু ওর কিছু শোনার মত অবস্থা নেই ; ওর সারা শরীরে বড় বেশি ঘৃণা। শেষে যখন প্রহরীরা ওকে ছেড়ে দিলো, ছেলেটা হরিণের মতো ছুটে পালালো।

গাড়িগুলো এবার নড়তে শুরু করেছে। বিকেল ক্রমে ঝিমিয়ে আসছে। আর— তার জীবনের বেশিরভাগটাই দুটো যুদ্ধে ফৌজী হয়ে কাটিয়েছে, আবার একই সঙ্গে সে একজন শ্রমিক সংগঠক, ফলে বিপদের গন্ধ আমার চেয়ে বেশি পায়। এখন সে মাথা নাড়তে লাগলো। বারবার বলতে লাগলো, 'আমার একটুও ভালো ঠেকছে না, একটুও ভালো ঠেকছে না।'

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। দু'জন লোক আমাদের গাড়িতে যেতে চাইলো, তাদের পিছনে বসিয়ে নিলাম। ইঞ্জিন চালু করে বেরোবার সারিতে গাড়ি নিয়ে এলাম। তারপরই লাইন অচল হলো। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। মনে হলো কপালে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা লেখা আছে।

দু'জন নিরাপত্তা-প্রহরী গাড়ির লাইন ধরে হেঁটে গেলো, প্রত্যেক ড্রাইভারকে বলতে লাগলো, 'বাইরে বেরোবার আগে সব জানলা বন্ধ করে দিন।

ওরা মনে হয় কি সব ছুড়ে মারছে।'

পরিস্থিতি আমাদের কাছে নতুন, তাছাড়া ফোর্ড, প্লিমাউথ ও পন্টিয়াক মোটেই সামরিক অস্ত্রের ছাঁচে তৈরী নয়। লোকে এটা সেটা ছুড়ে মারছে একথা যদি সত্যি হয় তাহলে জানলাগুলো নিরাপদভাবে এঁটে দেওয়াটাই খুব সমীচীন বলে মনে হলো। তাছাড়া দরজায় দরজায় ফিরি করা বহুল প্রচারিত চূর্ণ-নিরোধ কাচের ওপরে গাড়িওয়ালাদের শিশুর মতো বিশ্বাস। প্রহরীদের উপদেশ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললো না, আর যদি বা তুলতোও, তাহলে ক্ষতির চেহারাটা শুধু অন্যরকম হতো এই যা।

লাইন ফুটকয়েক চলছে, তারপর থামছে ; পাঁচ মিনিটের বিরতি, তারপর আবার কয়েক ফুট। একটা পুরোনো গাড়ি চালিয়ে তার ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। তাই ভয় পাচ্ছি গাড়িটা বেশি গরম না হয়ে যায়। সুতরাং বারবার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিচ্ছি। কিন্তু তারপর হঠাৎই আমাদের চলা শুরু হলো এবং প্রবেশ-পথটা চোখে পড়লো। ওপরে উঠলাম, প্রবেশ-পথ পার হলাম, বেরিয়ে এলাম বাইরে। বেরোবার মুখে জাহান্নমী ইবলিশ্‌দের একটা ছোট ঝাঁক 'কাজে' নেমেছে ; ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে পুলিসগুলো এলোপাতাড়ি গাড়ি পেটাচ্ছে ; না, মানুষ নয়, লম্বা লাঠি দিয়ে গাড়ির ফেণ্ডার তুবড়ে দিচ্ছে, প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিচ্ছে সামনের কাচ। গাড়িগুলো একে একে বেরিয়ে আসছে আর ওরা তাণ্ডব-নৃত্য নাচছে। বন্ধ জানলা ভেদ করেও পুলিসের নোংরা ইতর ভাষার বন্যা কানে আসছে ঃ ছাপার অযোগ্য সব কথা, বর্ণ-বৈষম্যের কথা। আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষী অপরাধ-জগতের যতো অশ্লীল নোংরা শব্দ যেন ঠাসা ছিলো আইনের 'দাদামশাই'দের পেটে ; এখন সেগুলো ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসছে। বেরোবার মুখে ওদের মাত্র জনা তিরিশেক দল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। গাড়িগুলোকে ওরা এমনভাবে পেটাচ্ছে যেন সেগুলো কোন জীবন্ত বস্তু এবং ওদের বেজায় না-পসন্দ্‌।

(ঘটনাচক্রে, এটা হলো পল রোবসনের গাড়ির অভিজ্ঞতা। গাড়ির আরোহীদের নাগাল পাওয়ার জন্য পুলিস সামনের কাচ পিটিয়ে ভাঙে, গাড়িটাকে পর্যন্ত এলোপাতাড়ি লাঠি চালিয়ে তছনছ করে।)

কিন্তু সেটা সবে শুরু। কোন গাড়ি কনসার্টের মাঠ ছেড়ে বেরোতে গেলে

তার সামনে মোট তিনটে পথ আছে। ঠিক নাক বরাবর, রাষ্ট্রীয় সড়ক পার হয়ে একটা সরু আধা-সড়ক রয়েছে, সেটা চলে গেছে পার্কওয়ের দিকে। আর রাষ্ট্রীয় সড়ক চলে গেছে উত্তর-দক্ষিণে। সুতরাং মোটামুটিভাবে ভাবা যেতে পারে, ওপরের দিক থেকে ইংরেজী 'টি' অক্ষরটির দিকে এগোনো হচ্ছে ; অর্থাৎ, 'টি' অক্ষরের মাথার দিকের শোয়ানো রেখাটি হলো রাষ্ট্রীয় সড়ক এবং অক্ষরের খাড়া রেখাটি হলো ছোট রাস্তাটা। পুলিসী রোষের তাণ্ডব-নৃত্যের ফলে প্রত্যেকটি গাড়িকে খুব চটপট সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, ফলে আমি ডানদিকের পথ ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ বাকি রাস্তা দুটো আমার অচেনা। তাছাড়া চেনা পথে গাড়ি চালানোর এক সাঙ্ঘাতিক প্রবল ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসলো।

যা ঘটেছে, যা দেখেছি তা হলো এই। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে রয়েসয়েই সব বলছি, আর প্রয়োজনে এই বক্তব্য সমর্থন করার জন্য আর— তো পাশেই ছিলো। এখানে বলে রাখি, অন্য দুটো রাস্তার অভিজ্ঞতা এর চেয়ে অনেক গুণে খারাপ, বিশেষ করে যে সরু রাস্তাটা পার্কওয়ের দিকে চলে গেছে ; সে রাস্তায় যা হয়েছে, বহু ছবি তার সাক্ষী দিচ্ছে।

বলতে যা সময় লাগবে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি সবকিছু ঘটেছে, কিন্তু তা হলেও সব আমাকে ধীরেসুস্থেই বলতে হবে। রাষ্ট্রীয় সড়কে প্রায় তিরিশ গজ পথ চলার পর কাণ্ডটা শুরু হলো। রাস্তার বাঁদিকে দু'জন পুলিস প্রায় বিশ ফুট তফাতে দাঁড়িয়ে। ওদের মাঝে বড় বড় পাথরের এক বিশাল স্তূপ নিয়ে হাজির রয়েছে ছ'-সাতজন বাসি ফৌজী। আমার গাড়ি নাগালের মধ্যে আসতেই ওরা পাথর ছুড়তে শুরু করলো। পুলিসেরা ছুড়ছে না। ওরা শুধু দেখছে, মুখে সমর্থনের হাসি। স্পষ্টই বোঝা গেলো যে ওদের এখানে সরিয়ে এনে মোতায়েন করা হয়েছে পাথর-ছোড়া দলটার নিরাপত্তার জন্য—যদি ঘটনাচক্রে কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে পাথর-ছোড়া লোকগুলোকে তেড়ে যায়।

(এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কারণ, মতলব-ভেঁজে-তৈরী-করা প্রত্যেকটা পাথর-ছোড়া দলের ক্ষেত্রেই এই একই দৃশ্য দেখা গেছে। প্রত্যেকটা দলেই একজন কি দু'জন করে পুলিস নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করে দেওয়া

হয়েছে—'মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে' বলছি এই কারণে যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, ওরা নেহাৎই উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিলো। একথা সত্যি যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পুলিসী পাহারা ছাড়াই বহু স্বাবলম্বী মক্কেল পাথর ছোড়ায় ব্যস্ত ছিলো, কিন্তু যেখানেই ওদের দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে, সেখানেই পুলিস হাজির।)

প্রতিক্রিয়া হতে মানুষের সময় লাগে। ফলে ঠিক কি যে ঘটছে সেটা বুঝতে পারলাম নেহাৎ প্রথম পাথরের ঝাঁকটা গাড়ির ওপরে বিকট শব্দে এসে আছড়ে পড়ার পর। প্রথমটা দু'জানলার মাঝে দরজার ফ্রেমে এসে লাগলো; দ্বিতীয়টা সামনের কাচের ওপর; আরো দুটো ভারী পাথর এসে আছড়ে পড়লো গাড়ির গায়ে। পুলিসগুলো তখন পেট চেপে ধরে কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসছে।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার সামনে তখন কিছুটা রাস্তা ফাঁকা ছিলো, ফলে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলাম। চল্লিশ কি পঞ্চাশ গজ, তারপরই রয়েছে দ্বিতীয় দল। এবার রাগে জ্বলে উঠে আমি গাড়ি ঘোরালাম ওদের লক্ষ করে। বিকট গর্জন তুলে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে রাস্তার কাঁচা ধার ঘেঁষে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। দলটা ছিটকে ছড়িয়ে পড়লো, আর পুলিসগুলো পড়িমরি করে ছুটলো প্রাণ বাঁচাতে। তিন নম্বর দলটা অবশ্য আমাদের ডাহা কব্জায় পেয়ে গেলো, এবং আবার পাথর-বৃষ্টি আছড়ে পড়লো গাড়ির গায়ে। আবারও অবাক-করা ভাগ্য আমাদের সহায় হলো; পাথরগুলো এসে আঘাত করলো শুধু গাড়ির গায়ে ও ফ্রেমে, জানলাগুলো বেঁচে গেলো। (যে সামান্য কয়েকটা গাড়ি ভাঙাচোরা কাচ ও রক্তাক্ত আরোহী ছাড়াই রক্ষা পেয়েছিলো, আমাদের গাড়িটা তাদের অন্যতম।) পরের দলটা পড়লো বাঁদিকে, ফলে আগের কায়দাই কাজে লাগালাম। রাস্তা পার হয়ে, রাস্তার কাঁচা ধার বেয়ে ধেয়ে গেলাম ওদের দিকে, এবং আগের মতোই ওরা ছিটকে ছড়িয়ে পড়লো। এইভাবেই চলতে লাগলাম। এক দল থেকে আর এক দল। দুশমন-কণ্টকিত সেই দুঃস্বপ্নের পথে হয়রানির যেন শেষ নেই।

তারপর, হঠাৎই, আমাদের গতি কমাতে হলো। আমাদের সামনের গাড়িটার কপালে অনেক বেশি দুর্ভোগ জুটেছে; প্রত্যেকটি জানলা ভেঙে

চুরমার, এমনকি পিছনের জানলাটাও। মনে আছে আর—কে বলেছি, 'রাস্তা ভিজে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই পেট্রল-ট্যাঙ্ক কিংবা রেডিয়েটরের দফারফা করেছে।'

আমাদের সামনের গাড়ি থেকে কালচে ভিজে কিছু গড়িয়ে পড়ছে; আর তারপরই বুঝতে পারলাম, ওটা রক্ত। গাড়ির ভেতর থেকে বেহিসেবী ধারায় রক্ত বেরিয়ে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়।

আবার পাথর-পর্ব শুরু হলো, আর আমিও জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে প্রায় মাইলখানেক পেরিয়ে এসেছি। দেখলাম, সামনের একটা গাড়ি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর তার ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এর ওপরে মাথা ঝুলিয়ে বসে রইলো। মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মাইল দেড়েক পার হওয়ার পর জোট-বেঁধে-দাঁড়িয়ে-থাকা বড়সড় আর কোন পাথর-ছোড়া দল চোখে পড়লো না, তবে তার বদলে স্বাবলম্বী যোদ্ধাদের দেখতে পেলাম। কচিৎ-কদাচিৎ পাথর আছড়ে পড়ার বিকট শব্দ ওদের কথা আমাদের মনে করিয়ে দিতে লাগলো। (কিন্তু আরও এগিয়ে, পীকস্কিল থেকে তিন, চার, পাঁচ ও দশ মাইল দূরে, নিচ দিয়ে চলা গাড়িগুলোর ওপরে প্রস্তরবৃষ্টির জন্য প্রত্যেকটি যানবাহনের সেতুর ওপরে জোট-বাঁধা দল মোতায়েন করা ছিলো। এর ফলে কনসার্টের ধারেকাছেও যায়নি এমন অনেক গাড়ি সেদিন বিশ্রীভাবে ভাঙচুর হয়েছে এবং তাদের আরোহীরা চোট পেয়েছে।)

কনসার্টের মাঠ থেকে মাইল দুয়েক পথ পেরিয়ে একটা গাড়ি একটা পেট্রল-পাম্পে এসে ঢুকেছে। অন্যান্য বহু গাড়ির মতো এই গাড়িটাও পিছনে ফেলে এসেছে ধারাবাহিক রক্তের রেখা। পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক ও একটি বাচ্চা নেমে এলো গাড়ি থেকে। ওদের সবারই পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি। বাচ্চাটা চাপা গলায় কাঁদছে, বাকিরা দাঁড়িয়ে রয়েছে হতবুদ্ধি মানুষের মতো। আর কয়েক ফুট দূরেই একদল অল্পবয়েসী গুণ্ডা ছুটে যাওয়া গাড়িগুলোকে তাক করে পাথর ছুড়ছে। যদি আহত মানুষগুলোকে সাহায্য করতে পারি এই আশায় পেট্রল-পাম্পের কাছে এসে গাড়ি থামালাম। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পুলিস আমাদের দিকে তেড়ে এলো। চিৎকার করে গালিগালাজ দিয়ে গাড়িটাকে সমানে লাঠি দিয়ে পিটতে

লাগলো। যখন সে রিভলবার বের করতে গেলো, তখন আমরা গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। আর একটা গাড়ি সেখানে এসে থামলো। ঘুরে তাকিয়ে আর— দেখলো, পুলিসটা লাঠির ঘায়ে সেই গাড়ির সামনের কাচ চুরমার করে দিচ্ছে, আর একই সঙ্গে অন্য হাতে রিভলবার বের করে নিচ্ছে। এ আচরণ যেন মানসিক বিকৃতির শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে। অতীতে শ্রমিক কিংবা প্রগতি-বাদীদের বিরুদ্ধে পুলিসের ঘৃণায় ক্ষিপ্ত তাণ্ডব-নৃত্য আমি বহুবার দেখেছি, কিন্তু এই প্রদর্শনীর কোন তুলনা নেই। আর একথা বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি, এগুলো কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। কারণ একটু পরেই যখন একটা চৌরাস্তায় থেমেছি, দেখলাম আর একজন পুলিসও লাল আলোর সঙ্কেতে দাঁড়ানো একটা গাড়ির সামনের কাচ একইভাবে ভেঙে চুরমার করছে।

পীকস্কিল, বুকানন ও ক্রোটন-অন-হাডসন, সব জায়গাতেই পথের দু'ধারে জারি রয়েছে পাথরের আক্রমণ। আমরা যে রাস্তা ধরে চলেছি সেটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, ভাঙা কাচের টুকরোয় ছেয়ে আছে। জীবনে কখনও এতো রক্ত দেখিনি; এরকম নৃশংসভাবে ক্ষতবিক্ষত, ভয়ঙ্করভাবে রক্তাক্ত এতো মানুষও আমি আগে কখনও দেখিনি। আর একটা পেট্রল-পাম্পে পৌঁছে দেখি বয়ে যাওয়া রক্তের নদীতে তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির আহত আরোহীরা রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করছে।

আর— ও আমি সঙ্গী আরোহী দু'জনকে হারমন-এ নামিয়ে দিলাম, সেখান থেকে তারা উত্তরের ট্রেন ধরে তাদের গ্রীষ্ম-কুটিরে রওনা হবে। আমরা কনসার্টের মাঠে আবার ফিরে যাবো কিনা সে নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ফলে ঠিক করলাম সেখানে ফিরে যাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই সমস্ত গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে; তাছাড়া সব রাস্তা বরাবর যে বীভৎস কাণ্ড ঘটে চলেছে এখনও আমাদের তার মুখোমুখি হতে হবে, সে নসীব আমরা পাল্টাতে পারবো না। গাড়ি চালিয়ে দু'জনে আমার বাড়িতে এলাম; গোধূলির আলোয় সব চুপচাপ ও শান্ত। এন— এর বাড়িতে ফোন করলাম কিন্তু কেউ ধরলো না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ওরা, ওদের তিনটে বাচ্চা, এ সময়ে কোথায় গেছে।

'নিউ ইয়র্কে?' আমি-আর—কে জিজ্ঞেস করলাম। সে মাথা নেড়ে সায়

দিলো। আবার আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম, পাহাড়ী পথ বেয়ে ছুটে চললাম। হারমন-এ এসে আর এক প্রস্থ পাথর-ছোড়ার মুখোমুখি পড়লাম। (আমার গাড়ির জানলাগুলো এখন নামানো। ছিটকে আসা কাচের টুকরোর চেয়ে পাথরের আঘাতের ঝুঁকি নেওয়াটাই মনস্থ করেছি।) অতএব পার্কওয়ের দিকে ঘুরলাম। কিন্তু প্রথম সেতুর কাছাকাছি আসতেই আমাদের সামনের একটা গাড়ি ওপর থেকে শিলাবৃষ্টির মতো ধেয়ে আসা বড় বড় পাথরের কবলে পড়লো। বাঁচার তাগিদে রাস্তায় চওড়া পাশ কাটিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম, কিন্তু আমাদের পিছনের গাড়িটা তখন চুরমার-হওয়া-কাচ ও রক্তাক্ত আরোহী-সর্বস্ব হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্ক সিটি পর্যন্ত বাকি পথটুকু শুধু এইরকম গাড়িই রাস্তার আশেপাশে আমাদের নজরে পড়েছে—পুলিসের লাঠির ঘায়ে তোবড়ানো ফেণ্ডার, চুরমার জানলা, রক্তাক্ত সব আরোহী। যেন কোন হানাদারী বোমাবর্ষণ অথবা যুদ্ধের পর যারা প্রাণে বেঁচেছে তারা শহরে ফিরে চলেছে···

শহরে এসে আর—কে নামিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলাম। তখন রাত হয়ে গেছে, বাচ্চাদের ঘুমোতে যাবার জন্য তৈরী করা হচ্ছে। মিসেস এম— আমার রাতের খাবার গরম রেখেছিলেন। এ যেন এক শান্ত পরিপাটি জগৎ; অধিকাংশ মার্কিনীর জগৎ; মানসিক সুস্থতা, শান্তি ও সভ্যতার জগৎ। এই জগৎ জার্মানী-ইটালী-স্পেন-জাপান-গ্রীস-হাঙ্গেরী-রুমানিয়ায় ফ্যাসীবাদের দানবিক ক্রিয়াকলাপ দু'চোখ মেলে দেখেছে আর কি শিশুসুলভ ও কূপমণ্ডূক অন্ধ বিশ্বাসেই না বলে উঠেছে, 'এসব এখানে হতে পারে না।'

যতোটুকু পেটে সয় ততোটুকু খেলাম, তারপর রেডিও চালিয়ে মানুষের জীবন ও মানবিক মর্যাদার ওপর বীভৎস আক্রমণের টুকরো টুকরো বর্ণনা শুনতে লাগলাম। হাসপাতালগুলো একে একে ভরে যাচ্ছে; সারা ওয়েস্ট-চেস্টার জুড়ে সব হাসপাতাল একে একে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে গুরুতর সব জখমী মানুষে: কেউ অন্ধ হয়ে গেছে, কেউ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত, কারো কাটাছেঁড়া মুখ, কারো মাথা ফেটেছে। সেখানে ভর্তি হচ্ছে চোখে কাচের টুকরো বেঁধা শিশুরা, পায়ে পিষ্ট হওয়া ও প্রচণ্ড মার খাওয়া পুরুষ ও মহিলার দল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারানো মার খাওয়া নিগ্রোরা, এক কথায় যারা গান-বাজনা শুনতে এসেছে তারা সবাই···

দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পায়চারী করতে লাগলাম; এখনও সব শেষ হয়নি —নিজেকে প্রশ্ন করেছি: 'কোনদিন কি এর শেষ হবে?'

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। আমার শহরের এক বন্ধু। সমস্ত ঘটনার শেষে যা হয়েছে সে বিষয়ে তার কাছে অল্পবিস্তর জানতে পারলাম। শ্রমিক সমিতির প্রায় হাজার খানেক সদস্য একেবারে শেষ পর্যন্ত ছিলো— যাতে মাঠের ভেতরে কোন হামলা না হয়। আমার ধারণা, ওরা তখন জানতো না রাস্তাগুলোয় কি কাণ্ড শুরু হয়েছে: ওদের বাস চলে গেছে, কিন্তু জায়গাটা সামলাতে ওরা থেকে গেছে। শেষে একটা দল বেঁধে ওরা লাইন দিয়ে বেরোতে শুরু করে। তখন পুলিস ওদের তাড়িয়ে আবার মাঠে ঢোকায়। লাঠি ঘুরিয়ে শ'য়ে শ'য়ে পুলিসের দল ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেককে পিটিয়ে অজ্ঞান করে দেয়, রিভলবার দিয়ে শাসায়, ওদের পঁচিশ-জনকে গ্রেপ্তার করে—যুদ্ধবন্দীর মতো মাথায় দু'হাত রেখে ওদের লাইন করে নিয়ে যাওয়া হয়—তারপর অস্ত্রের খোঁজে পুলিস বাকিদের তল্লাসী নেয়। না, কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। রিভলবার উঁচিয়ে পুলিস শ্রমিক সমিতির লোকদের ঘিরে ধরে। তারপর সব শেষে, যখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, তখন ওদের বলা হয়, 'ঠিক আছে—এবার সব বেরো এখান থেকে!'

এখন বন্ধু আমাকে বললো যে এইমাত্র গোল্ডেন্স ব্রিজ-এর কাছে আটক হওয়া ওদের একটা দলের হদিশ পাওয়া গেছে। আমি কি ফিরে গিয়ে একবার ওদের খোঁজ করে দেখবো?

সুতরাং গেলাম ফিরে—এবং পীকস্কিল দিয়ে যাবার পথে সেই ভয়ঙ্কর বিকারগ্রস্ত কাণ্ডকারখানাকে নেহাৎই পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে একটা গুলি শিস কেটে ছুটে গেলো আমার গাড়ির পাশ দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে যতোখানি, পুরো ব্যাপারটাকে ঠিক ততোখানি অবাস্তব ও অমানুষিক রূপ দেবার জন্য এটুকুর প্রয়োজন ছিলো।

নির্দেশ মতোই এগিয়ে চললাম। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌছে দেখি সবাই চলে গেছে, আর যে ছোট্ট গুদাম ঘরে ওরা ছিলো সেটা অন্ধকার, বন্ধ। তখন গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। দু'টো ব্র্যাণ্ডি খেয়ে শুতে গেলাম।

'পীকস্কিল'-এর আটদিন শেষ হলো।

সপ্তম পর্ব ঃ একটি দৃষ্টিকোণ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

এই লেখার সময় 'পীকস্কিল-কাণ্ড' পনেরো মাসের পুরোনো হয়ে গেছে; অবিশাস্য দ্রুততায় ছুটে চলা ঘটনার বেগ ঐ দুই আতঙ্কের রাতকে পরিণত করেছে অতীতের কোন বিচ্ছিন্ন কাহিনীতে। তারপর থেকেই 'ম্যাক্‌ক্যারান আইন'[৭] আমেরিকায় পুলিসী রাজ বিধিসম্মত করে দিয়েছে এবং ফ্যাসীবাদের নোংরা পচা আবর্জনা সারা দেশকে দূষিত করে তুলছে। তার পর থেকে, কোন ধরনের প্রতিবাদ অথবা ভিন্নমত পোষণ করলেই কোরিয়ার যুদ্ধ—ও তার অনুষঙ্গী ব্যাপক যুদ্ধকালীন-প্রচার—কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, আর হাজারে হাজারে 'উদারপন্থী' ও 'প্রগতিবাদী' গা-ঢাকা দিয়েছে। 'পীকস্কিল'-এর সময়ে মার্কিন জেলে বলতে গেলে কোন রাজনৈতিক বন্দী ছিলো না; আজ সেখানে প্রচুর রয়েছে। 'পীকস্কিল'-এর সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বিচারাধীন ছিলেন; ঐ ঘটনার পরেই তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হন এবং 'ম্যাক্‌ক্যারান আইন'-এ কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিযুক্ত করা হয়। 'পীকস্কিল'-এর সময়ে বিদেশীদের পাইকারী উচ্ছেদ তখনও শুরু হয়নি। ইলিস আইল্যাণ্ড-এর কনসেনট্রেশান ক্যাম্পও আজকের মতো চালু হয়নি 'পীকস্কিল-এর সময়ে এই দেশটা পুরোপুরি রাজভক্তির শপথের দেশ ছিলো না; ছিলো না রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যে অপবাদ চাপিয়ে ফাঁদে ফেলার দেশ; যুদ্ধকে যারা ঘৃণা করে, শান্তি ও গণতন্ত্রকে যারা ভালোবাসে, তাদের সবার জন্য সন্ত্রাসের দেশও ছিলো না। 'পীকস্কিল'-এর সময়ে মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনকে বহু-বিভক্ত করে ঠকানোর ষড়যন্ত্র তখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

বর্তমানে ইতিহাসের গতি এতোই দুরন্ত যে এই লেখা যখন ছাপা হবে, তখন হয়তো অনেক নতুন এবং আরও জঘন্য সব ঘটনার উৎপত্তি হবে। ফলে এখানে যেসব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আরও বেশী দূরের বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা যদি হয়ও, সেগুলোর গুরুত্ব মোটেই এতোটুকু কমবে না। মার্কিন ফ্যাসীবাদের প্রস্তুতির পথে 'পীকস্কিল' এক নিশ্চিত পদক্ষেপ।

এর পরে আরও যে বহু ঘটনা ঘটেছে, 'পীকস্কিল' তার প্রমাণের বনিয়াদ।

দুর্ভাগ্যবশত, পীকস্কিল-এর দুটো ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা থেকে গেছে। হয়তো আগামী বহু বছরেও তা প্রকাশিত হবে না। রাজ্য ও জেলার উচ্চপদস্থ আমলারা এ ব্যাপারে ঠিক কতোখানি জড়িত ছিলেন তার খতিয়ান এখনও কষা হয়নি। তবে তাঁরা যে জড়িত ছিলেন, আমার বিবৃতির মধ্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কোন্ কোন্ গোপন বৈঠক, ষড়যন্ত্র ও আঁতাতের পরিণতি এই 'পীকস্কিল' তা আমি জানি না—তবে এরকম বৈঠক, ষড়যন্ত্র ও আঁতাত যে হয়েছিলো তাতে বোধহয় কোন সন্দেহ নেই। যেমন, আমি জানতে চাইবো, বিচার-বিভাগের প্রতিনিধিরা কি করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলো ; জানতে চাইবো, সেই তিনজন হারিয়ে যাওয়া ডেপুটি শেরিফের কি হলো ; জানতে চাইবো, লেকল্যাণ্ড একর্স-এর গর্তে নেমে এসে আক্রমণ রুখতে কোন্ কারণে বাঁধা পড়েছিল রাজ্য-পুলিস, বিশেষ করে তারা যখন কাজে নামার বহু আগে থেকেই ঘটনাস্থলে হাজির ছিলো ; আমি জানতে চাইবো, সবশেষে যখন ঝুটো খুনের মামলায় ফাঁসাবার সুযোগ এলো, তখন কে পুলিসকে মাঠে ঢুকতে নির্দেশ দিয়েছিলো ; জানতে চাইবো, টেলিস্কোপ-নজর লাগানো দূরপাল্লার রাইফেল নিয়ে ওত পেতে বসে ছিলো যে দুই বন্দুকবাজ, তারা কারা—তারা কি নিজেরাই এসেছিলো, না কারো সঙ্গে চুক্তি করে এসেছিলো।

এছাড়াও সমগ্রভাবে পুলিসের ভূমিকা নিয়েই উচিতমতো বহু প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কেন প্রথম আক্রমণের পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, যেখানে ওদের নাম এলাকার কয়েকশো লোকেই জানতো ? শনিবার রাতের দাঙ্গা-হাঙ্গামা যখন শুরু হল তখন হাতে কোন পুলিস (ঐ তিনজন শেরিফ ছাড়া) ছিলো না কেন ? দ্বিতীয় কনসার্টের সময় পুলিস কেন গোঁ ধরেছিলো, প্রহরী-দের একেবারে খোদ কনসার্টের জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে ? কেন এবং কার নির্দেশে পুলিস পাথর-ছোড়া দলগুলোর নিরাপত্তার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলো ? কনসার্ট শেষ হয়ে যাবার পর, দর্শকেরা সব চলে যাবার পর, প্রহরীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে পুলিস কেন ওদের বহু লোককে গ্রেপ্তার করেছিলো ?

এইসব প্রশ্ন তুলে আমি সর্বাঙ্গীণভাবে পুলিসী বর্বরতার প্রতি ইঙ্গিত করছি না : অর্থাৎ তাদের লাঠি চালানো, নিগ্রো পেটানো, তারপর সমস্ত গাড়ি ও তার আরোহীদের ওপর ক্ষিপ্ত পুলিসী আক্রমণ—যার কয়েকটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। যে কোনরকম বামপন্থী বা শ্রমিক শ্রেণীর সমাবেশের ক্ষেত্রে পুলিসী আচরণের এ-জাতীয় ধরন-ধারণ এতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে সেটাকে স্বাভাবিক—অথবা অস্বাভাবিক—বলেই ধরে নেওয়া যায়। কারণ আমেরিকায় এটাই হলো পুলিসের গতানুগতিক ভূমিকা।

এরকম আরো অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, তবে আমার ধারণা, আমি এখানে যে বিবরণ দিয়েছি, তার মধ্যেই সেসব প্রশ্নের অত্যন্ত স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আমার মতে সবচেয়ে জরুরী কথা হলো, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয়-আন্তঃরাষ্ট্রীয় যে সব বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে 'পীকস্কিল'-এর সোচ্চার উন্মোচনকে দেখতে হবে। দুটো ঘটনার যে কোন একটায় কোন-না-কোন-ভাবে অংশ নিয়েছে এমন যে কেউই দুটো বিরোধী দলের আচরণগত অবিশ্বাস্য তফাৎ দেখে হতবাক না হয়ে পারবে না—একদল হলো ফ্যাসীরা ('ফ্যাসী'ই হলো ওদের একমাত্র সঠিক বিজ্ঞানসম্মত নাম, সে ওরা নিজেদের প্রাক্তন সৈনিক, অভিজ্ঞ ফৌজী, দেশপ্রেমী, বা যা-ই বলুক না কেন), আর দ্বিতীয় দল হলো পল রোবসনকে ঘিরে থাকা মানুষেরা।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রগতিবাদীদের তরফ থেকে উগ্র আক্রমণের ছিটেফোঁটাও আসেনি ; এও অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ফ্যাসী 'মক্কেলরাই' প্ররোচনা দিয়ে সমস্ত গোলমাল বাঁধিয়েছে। আর এটাও অবশ্যই মনে রাখা দরকার, একমাত্র ফ্যাসীরাই বলপ্রয়োগের সবরকম পন্থা অবলম্বন করেছে। প্রত্যেক দলের আচরণ কারো নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়নি, (যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন) বরং তার জন্য দায়ী দলগুলোর নিজস্ব নৈতিক চেতনা আর সেই সব শক্তি, যার স্বপক্ষে তারা প্রতিনিধিত্ব করেছে। এখানে আমি আচরণ বলতে সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার চেয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপের কথাই বেশি করে বলতে চাইছি।

দুটো কনসার্টের সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির এগারোজন নেতা 'অপশক্তি ও হিংসা'র মাধ্যমে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের দায়ে বিচারাধীন ছিলেন,

ফলে এই ঘটনায় সবকিছু আরও অনেক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। (এমন কি আজও, লিখতে বসে, আমার সামনে নিউ ইয়র্কের 'জার্নাল আমেরিকান'-এর একটি সম্পাদকীয় খোলা রয়েছে। তাতে মার্কিনী মানুষের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে, রাজনৈতিক আদর্শের ছদ্মবেশে সাম্যবাদ যে শুধুই 'অপশক্তি ও হিংসা', সেটা যেন সবাই চিনে নেয়—যদি অবশ্য এরকম কোন ধারণা মনে মনে আঁচ করা সম্ভব হয়।)

আমি বেশ ভালো করেই জানি যুক্তি ও কারণের আওয়াজ তোলার পক্ষে কি ভীষণ দেরী হয়ে গেছে। তবুও আমার মনে হয়, সে আওয়াজ তোলা দরকার। যারা সে আওয়াজ তুলবে তারা যদি হেরেও যায়, তবুও। জার্মানীতে এ ধরনের আওয়াজ যারা তুলেছিলো, তারাই ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সভ্যতার সামান্য আলো সেখানে জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছে। তাৎক্ষণিকভাবে কি ঘটেছে সেটা গ্রাহ্য না করে ইতিহাস পরিণতিতে সত্যকে লিপিবদ্ধ করবেই।

আমেরিকাকে ফ্যাসীবাদ-কবলিত করার প্রস্তুতির পথে এবং তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রচারে এক আবাদী জমি তৈরীর পথে 'পীকস্কিল'-এর কাণ্ড হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মার্কিনী প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রী কাঠামোয় যারা হুকুমদার ও হাতিয়ার, যারা অপশক্তি ও হিংসার অবিচল বিবেকহীন সমর্থক, অপশক্তি ও হিংসার এই নগ্ন প্রদর্শনী তাদেরই সৃষ্টি। নিঃসন্দেহে দু'রকম ফলাফলের আশায় এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো : এক, বেশ কিছু প্রগতিবাদীকে অপশক্তি ও হিংসার মাঝে জড়িয়ে 'ফাঁদে' ফেলা, যাতে দোষের বোঝাটি তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় ; আর দ্বিতীয়ত, অপশক্তি ও হিংসার ফ্যাসীবাদী নমুনায় মার্কিন মুলুকের সমস্ত লুম্পেন 'জাত'কে জাগিয়ে তোলা। মার্কিনী প্রতি-ক্রিয়ার কাছে এর নিহিত উপকারিতা এর ভেতরের প্রচ্ছন্ন বিষয়ের মধ্যেই নিখুঁতভাবে উপস্থিত ; আর সেই কারণেই এই ঘটনাকে নিউ ইয়র্ক সিটির কমিউনিস্ট মামলার সঙ্গে যুক্ত না করাটা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

পীকস্কিল-এর প্রথম উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে সেখানে উপস্থিত প্রগতিশীল জনসাধারণের শৃঙ্খলা ও মর্যাদা ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে সাধারণভাবে মার্কিনী জনগণের প্রতিক্রিয়া। রক্ত ও আবর্জনার যে বিশেষ সংমিশ্রণকে অ্যাডল্ফ হিটলার সাঙ্ঘাতিক জনপ্রিয় করে তুলেছিলো, তার জন্য মার্কিনী

মানুষ শুধু যে প্রস্তুত ছিলো না তা নয়, এই বিশেষ আদর্শে ঢালাইয়ের জন্য এখুনি জনগণকে তৈরী করা যাবে কিনা সে নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-গোষ্ঠী গভীর সন্দেহ পোষণে নিরত হয়েছে। সুতরাং, আমরা দেখলাম, অবিলম্বে মোড় নেওয়া হলো আইনসম্মত 'পুলিসী' ফ্যাসীবাদের দিকে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ম্যাক্ক্যারান আইন' এবং পাইকারী হারে রাজনৈতিক বন্দীদের কারাগারে নির্বাসন। যেহেতু 'হিংসার ধ্বজা' লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হলো, সেহেতু 'আদালতের ধ্বজা' কে আবার সামনে নিয়ে আসা হলো।

'পীকস্কিল' হলো বামপন্থীদের বিরুদ্ধে 'অপশক্তি ও হিংসা' প্রয়োগের বহু ঘটনার একটি। এই ঘটনার জন্য বামপন্থীরা মোটেও দায়ী নয়। এরকম শত শত উগ্র হিংসাত্মক ঘটনার যে কোন একটিকে একই ধরনের বিশ্লেষণ করলে প্রায় একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, হেনরি ডেভিডের 'হেমার্কেট ঘটনার ইতিবৃত্ত' আলোচ্য বিষয়কে বেশ নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছে, যেমন করেছে অধমকৃত 'রিপাবলিক স্টিল'-এর ঘটনার বিশ্লেষণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক চুলচেরা তদন্ত এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছে যে বামপন্থীরা নয়, বরং দক্ষিণপন্থীরাই অপশক্তি ও হিংসার প্রবর্তন করেছে। এর সমর্থনে, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অপশক্তি ও হিংসা ঘটিত অতীতের এ-জাতীয় কোন ঘটনাকেই বামপন্থী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। বিভিন্ন শক্তিশালী আর্থিক মদতের পৃষ্ঠপোষকতায় বিচার-দপ্তরের পক্ষ থেকে সর্বাধিক বিস্তারিত গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তাতে বামপন্থীদের তরফে অপশক্তি ও হিংসা প্রয়োগের একটি উদাহরণও তারা দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, এটা বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে যে, কয়েকটি দার্শনিক মতবাদের 'শিক্ষার সমর্থনে বক্তব্য রাখার' অভিযোগে (অভিযোগকারীদের ভাষায়, যে মতবাদ 'অপশক্তি ও হিংসা'র পথে প্ররোচিত করে) এগারোজন কমিউনিস্ট নেতার যখন বিচার চলছিলো, ঠিক তখনই 'পীকস্কিল'-এর ঘটনাগুলো ঘটেছে। যদি বিচারের সময়ে তারা 'পীকস্কিল'কে নিজেদের মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করতে পারতো তাহলে ফরিয়াদীর পক্ষে সেটা কি আশীর্বাদই না হতো! আর ঐ তিনজন শান্ত, নিরপেক্ষ এফ· বি· আই-এর প্রতিনিধি কি আদর্শ সাক্ষীই না হতে পারতো!

আমার মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি 'পীকস্কিল'-এর সময়ে যতোটা বিভ্রান্তিতে ভুগেছি আজ তার চেয়ে কম ভুগছি। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও গর্ব নিয়ে মার্কিন ইতিহাসের ওপর যেসব বই আমি লিখেছি, আজ সেগুলো 'মিথ্যে', 'বিদ্বেষপূর্ণ' এবং 'রাষ্ট্রদ্রোহী', এই অপরাধে নিষিদ্ধ। একজন লুই বুডেন্জ্-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে অসম্মত হওয়ায় আমি যুক্তরাষ্ট্রের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পুরস্কার পেয়েছি। এছাড়া, আমার ও আমার দেশের অতীতে যেসব ভালো, মহৎ ও সৎ আদর্শ রয়েছে তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে আমার বর্তমান অনিচ্ছার ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন কাগজে শুরু হয়েছে আমার সম্পর্কে জঘন্য কুৎসার ব্যাপক প্রচার। উপরন্তু আমার সরকার আমার পাস-পোর্টের সবরকম অধিকার অগাহ্য করেছেন। তা সত্বেও আমি এখনও এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছি যে মার্কিনী মানুষের সামনে যদি সব ঘটনা তুলে ধরা হয়, তাহলে তারা সেই সব ঘটনার ভিত্তিতেই সক্রিয় হবে। বাস্তব ঘটনা বড় অবাধ্য, বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। যারা ঘটনাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, আজকাল তাদের বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। নিজেকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি ভাবাটা আমার পক্ষে খুব কষ্টকর, তবে ঘটনার প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস যদি সেটা দাবী করে, তাহলে এই আখ্যা মেনে নিতে আমি রাজী আছি।

পরিশিষ্ট

বইয়ে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় ও চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

১. মেডিনা (পৃঃ ২৯)॥ হ্যারল্ড রেমণ্ড মেডিনা। জন্ম : ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৮। প্রথম জীবনে পেশায় উকিল ছিলেন। লোকে তাঁকে বলতো 'উকিলের উকিল'। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারী মামলার বিচারপতি হিসেবে মনোনীত হন। কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধী। ১৯৪৯-এর ১৭ই জানুয়ারী তাঁর এজলাসে মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির এগারোজন নেতার বিচার শুরু হয়। ঐ বছরেই ১৪ই অক্টোবর তিনি সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্র, দেশ-দ্রোহিতা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগে আসামীদের দোষী-সাব্যস্ত করেন। সাজা দেওয়া হয় সর্বাধিক দশ বছরের কারাদণ্ড এবং দশ হাজার ডলার জরিমানা। এই অন্যায় রায় প্রকাশিত হওয়ামাত্রই পল রোবসন মেডিনাকে অভিযুক্ত করে বিবৃতি রাখেন।

২. টমাস ই. ডুয়ি (পৃঃ ৫২)॥ জন্ম : ২৪শে মার্চ, ১৯০২। ১৯৪৩ সালে নিউ ইয়র্কের রাজ্যপাল নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রজাতন্ত্রী' দলের গোঁড়া প্রতিনিধি ছিলেন। দলের মনোনয়ন পেয়ে দু'-দু'বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন।

৩. জন এডগার হুভার (পৃঃ ৫৮)॥ জন্ম : ১৮৯৫। কুখ্যাত কমিউনিস্ট-বিরোধী। গোঁড়া মার্কিন জাতীয়তাবাদী হিসেবে সুবিদিত। ১৯২৪-এ এফ. বি. আই-এর অধিকর্তার পদে আসীন হন। পঁচিশ বছরেরও বেশি এই পদে ছিলেন। 'ম্যাক্‌ক্যারান আইন' বলবৎ করার ব্যাপারে সক্রিয় আগ্রহী ভূমিকা নেন।

৪· এমারসন (পৃঃ ৬৪)॥ র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডো এমারসন। উনবিংশ শতাব্দীর সুপরিচিত আমেরিকান প্রবন্ধকার। জন্ম ঃ ১৮০৩, মৃত্যু ঃ ১৮৮২। প্রথম বই 'নেচার' ১৮৩৬-এ প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বই ঃ 'রিপ্রেজেনটেটিভ মেন', 'ইংলিশ ট্রেইট্‌স্‌', 'কনডাক্ট অফ লাইফ'। ১৮৬৭-তে একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। মানুষের স্বনির্ভরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আরও বিশ্বাস করতেন, সমস্ত মহান সত্য মানুষের অন্তর থেকেই উৎসারিত হয়, কারণ ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছেন।

৫. বেন ডেভিস (পৃঃ ৭০)॥ বেঞ্জামিন জে. ডেভিস। নিউ ইয়র্কের আইনজীবী। আমেরিকায় কমিউনিস্ট পার্টির আইনবিষয়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন। বিখ্যাত 'নিউ ইয়র্ক ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী হিসেবে অভিযুক্ত হন।

৬· হ্যারি ট্রুম্যান (পৃঃ ৭৩)॥ জন্ম ঃ ৮ই মে, ১৮৮৮। যুক্তরাষ্ট্রের 'গণতন্ত্রবাদী' দলের সদস্য ছিলেন; পরে আমেরিকার যুদ্ধপ্রিয় রাষ্ট্রপতি। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার মহানির্দেশ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগও শোনা যায় যে তিনি 'কু ক্লাক্স ক্ল্যান' দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫-এ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট-এর সঙ্গে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। তার মাত্র তিরাশি দিন পরেই রুজভেল্ট-এর মৃত্যুতে তাঁর শূন্য পদে অভিষিক্ত হন।

৭· লুই ফ্রান্সিস বুডেন্‌জ্‌ (পৃঃ ৮৯)॥ জন্ম ঃ ১৮৯১। ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪১-এ পার্টির পত্রিকা 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন। চার বছর পরে পার্টি ত্যাগ করে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। 'নিউ ইয়র্ক ষড়যন্ত্র মামলা'য় সরকার পক্ষের সাক্ষী ছিলেন। কমিউনিস্ট

পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো, এই অভিযোগ সমর্থন করেন। এই মামলায় এগারোজন কমিউনিস্ট নেতা দোষী সাব্যস্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে চরবৃত্তি ছাড়াও তিনি ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে 'হাউস কমিটি'-র জন্য আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির তিনশো আশি জন গুরুত্ব-পূর্ণ সদস্যের নামের একটি তালিকা তৈরি করে দিয়েছিলেন।

৮. পিট সীগার (পৃঃ ৯০)॥ প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার। জন্ম : নিউ ইয়র্কে, ১৯১৯ সালে। অল্প বয়েসেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু সরকারী রোষে 'কালো তালিকা-ভুক্ত' হয়ে টেলিভিসন, রেডিও, নাইট ক্লাব ও হলে সঙ্গীতানুষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হন। ১৯৬৭-তে 'কালো তালিকা' থেকে মুক্তি পান। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়েই দক্ষিণী লোকসঙ্গীতের প্রেমে পড়েন। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত হলেও কয়েকটি বই লিখেছেন, একটি ছায়াছবিতে অভিনয়ও করেছেন। যুদ্ধ, জাতিবিদ্বেষ, দারিদ্র, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য লোক-সঙ্গীতকে দীর্ঘকাল ধরে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন।

৯. ম্যাক্‌ক্যারান আইন (পৃঃ ১০৩)॥ ১৯৫০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এই আইন পাশ হয়। এর ফলে জরুরী অবস্থায় যে কোন কমিউনিস্টকে অন্তরীণ করার ক্ষমতা শাসক গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। আইন সংক্রান্ত এই বিল পেশ করেন সেনেট সদস্য প্যাট্রিক অ্যান্টনি ম্যাক্‌ক্যারান (জন্ম : ১৮৭৬)। আইনটির নাম দেওয়া হয় : 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন, ১৯৫০'।

□ সংযোজন □

জর্জ ইনেস (পৃঃ ১৭)॥ আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিসর্গশিল্পী। জন্ম: ১৮২৫-এ নিউ ইয়র্কে, মৃত্যু: ১৮৯৪। তাঁর নিসর্গচিত্র শুধু প্রকৃতির ছবি ছিলো না, তাতে ধরা পড়তো শিল্পীর সৌন্দর্য অনুভবের আবেগ। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। তেরো ভাই-বোনের একজন ইনেস-এর শিল্পী হওয়ার ইচ্ছায় মা-বাবা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। চিত্রকলায় একরকম স্ব-শিক্ষিত বলা যায়। তাঁর প্রথম যুগের ছবিতে হাডসন নদীর চিত্রকলার ধারার চূড়ান্ত অনুপুঙ্খ অঙ্কন-রীতির ছাপ পাওয়া যায়। ১৮৫৪-তে ফ্রান্স সফরের কয়েক বছর পরে আমেরিকায় ফিরে এসে ১৮৬৫-তে ইনেস আঁকেন তাঁর বিখ্যাত ছবি দুটি —'ডেলাওয়্যার ভ্যালি' এবং 'পীস অ্যাণ্ড প্লেন্টি'। ১৮৭৫-এ ইনেস-এর নিজস্ব কাব্যিক ও রোমান্টিক রীতি পূর্ণ রূপ নেয়, যার জন্য তিনি আজও এতো খ্যাতিমান।

লিওনার্ড মেরিক (পৃঃ ২৫)॥ আসল পদবী 'মিলার'। জন্ম: ১৮৬৪, মৃত্যু: ১৯৩৯। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। দু'বছর মঞ্চের অভিজ্ঞতার পর লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: 'সিন্থিয়া, এ ডটার অফ দি ফিলিস্টাইন্স্' (দু'খণ্ডে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত), 'দি অ্যাক্টর-ম্যানেজার' (১৮৯৮ সালে প্রকাশিত), 'কন্রাড ইন কোয়েস্ট অফ হিজ ইউথ' (১৯০৩ সালে প্রকাশিত), 'টু টেল য়ু দি ট্রুথ' (১৯২২-এ প্রকাশিত)। উল্লেখযোগ্য নাটক: 'হোয়েন দি ল্যাম্প্স্ আর লাইটেড', 'মাই ইনোসেন্ট বয়'।